অযোধ্যা—সরযূ নদী

রামায়ণের প্রকৃত কথা, রামায়ণের সমাজ ইত্যাদি, অনেগুণ্ডি (কিষ্কিন্ধ্যা) এবং হম্পি (বিজয়নগর), লঙ্কা ও সিংহল (সচিত্র)।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থকার ও বুক কোম্পানী
৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৩৪১

মূল্য ১।৹ দেড় টাকা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অংশ		
রামায়ণের প্রকৃত কথা	...	১
রামায়ণের সমাজ ইত্যাদি	...	৪০—৫১
দ্বিতীয় অংশ		
অনেগুণ্ডি ও হম্পি	...	১
লঙ্কা ও সিংহল	...	১৭—৪৪
নাম সূচী	...	১—১০

রামায়ণের প্রকৃত কথা।

রামায়ণ সংস্কৃতভাষায় বাল্মীকি-প্রণীত মহাকাব্য। রামায়ণ অর্থাৎ রামের অয়ন অর্থাৎ ভ্রমণ (adventures)—বিষয়ক মহাকাব্য। মহাভারত যুধিষ্ঠিরের ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হওয়ার বৃত্তান্ত-পরিপূর্ণ মহাকাব্য। দশরথ-নামা অযোধ্যার এক রাজা ছিলেন। অযোধ্যা কোশল-রাজ্যের রাজধানী। বাল্মীকির সময়ে অযোধ্যা সমৃদ্ধি-সম্পন্না নগরী ছিল এবং দশরথও ইহার পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। অযোধ্যা সরযূ-নদীতীরে অবস্থিত এবং এক্ষণে যুক্ত প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত। অযোধ্যা এখনও হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। আপনারা যদি অযোধ্যায় যান্, তাহা হইলে ঐ স্থানের পাণ্ডারা অর্থাৎ পুরোহিতেরা আপনাদিগকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার স্মৃতি-বিজড়িত অনেক স্থান প্রদর্শনকরাইবেন; যথা—রামকোট অথবা রামের জন্মস্থান; রামকোটের মন্দির ধ্বংসকরিয়া মুসলমান সম্রাট্ বাবর একটী মস্জিদ্ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে নিম্মাণকরিয়াছিলেন; সীতা-রসুই অর্থাৎ সীতার রন্ধনশালা; রত্ন-সিংহাসন যে স্থানে রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। এইরূপ অনেক পবিত্র স্থান পাণ্ডা-মহাশয়েরা যাত্রীদিগকে প্রদর্শনকরান। যে যে ঘটনার সহিত অযোধ্যার বিভিন্ন অংশ সংস্পৃষ্ট, সেই সেই ঘটনা সেইস্থানে ঘটিয়াছিল কিনা অথবা ঐ সকল স্থান পুরোহিতগণের কল্পনা-প্রসূত কিনা বলা সুকঠিন। কিন্তু অযোধ্যাতে রামায়ণের অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই।

রাজা দশরথের তিন রাণী ছিলেন, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। দশরথ অপুত্রক থাকায় তিনি পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গনামা মুনির

সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশের অর্থাৎ মুঙ্গের ও ভাগলপুরের রাজা রোমপাদ বা লোমপাদের কন্যা শান্তাকে বিবাহকরিয়াছিলেন। রোমপাদ দশরথের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। দশরথ তাঁহাকে অনুরোধকরাতে তিনি তাঁহার জামাতাকে তাঁহার পরম মিত্রের যজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্ত অযোধ্যা যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মুঙ্গের (মুদ্গগিরি) নগরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে খড়্গপুর পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গিরীখ্ নামক শিখর 'ঋষ্যশৃঙ্গের' অপভ্রংশ (Monghyr District Gazetteer p., 252).

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ-সম্পাদনের পরে কৌশল্যা-গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত দশরথের বৈশ্যা (বাবটা) এবং শূদ্রা (পরিবৃত্তি) স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান হইয়াছিল কিনা রামায়ণে বর্ণিত নাই। তখন পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এই বহু বিবাহ-প্রথা হইতে অনেক অনিষ্ট উদ্ভূত হইত। রাজা দশরথেরও এইজন্য নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যমা রাণী-কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতি তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে দশরথকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্র প্রথমে যুবরাজ ও ভবিষ্যতে অযোধ্যার রাজা হইবেন। এই প্রতিজ্ঞা-অনুসারে কৌশল্যার গর্ভজাত রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও দশরথ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৈকেয়ীর কথামত রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য হইতে বিচ্যুত এবং চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন দশরথের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী এবং অনুজ লক্ষ্মণও বনে গিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের যখন পঞ্চদশবর্ষ বয়স, তখন বিশ্বামিত্র-ঋষি তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে তপস্যা-

বিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে দমনকরিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা লঙ্কার সম্রাট্ রাবণের অনুচর এবং শোণনদের সন্নিকটস্থ প্রদেশের অর্থাৎ আধুনিক বিহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলাতে, যেখানে আর্য্য-ঋষিদিগের অনেক আশ্রম ছিল, সেই স্থানে বিশেষরূপে অত্যাচার করিত এবং তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন করিত। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, অত্রি, সুতীক্ষ্ণ, শরভঙ্গ, অগস্ত্য, প্রভৃতি আর্য্য-ঋষিগণ পূর্ব্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তৃতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেদাধ্যয়ন ও তপস্যায় নিরত থাকায় এবং অহিংসা-ধর্ম্ম অবলম্বনকরায়, তাঁহারা মাংসাশী পশু এবং নিষ্ঠুর, অসভ্যজাতিকে দমন করিবার জন্য, যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্য গ্রহণকরিতেন।

বিশ্বামিত্র তাড়কা-রাক্ষসীকে রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্যে নিহত করিয়া এবং তাহার পুত্র মারীচকে বিতাড়িত করিয়া গঙ্গা পারহইলেন। গঙ্গাতীরে অবস্থিতা বিশালা নগরী অর্থাৎ আধুনিক পাটনার চৌদ্দ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বসাঢ় গ্রাম অতিক্রমকরিয়া তাঁহারা মিথিলা-নগরীতে অর্থাৎ আধুনিক নেপালের দক্ষিণ-সীমাস্থ এবং পাটনার প্রায় চল্লিশক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত জনকপুর-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মিথিলার রাজাদিগের 'জনক' উপাধি ছিল। যে বিশালা-নগরীর কথা বলা হইয়াছে, ইহা বৌদ্ধযুগে লিচ্ছবীগণের রাজত্বের সময়ে বৈশালী (রাজধানী) হইয়াছিল। সীতামাঢ়ী মোজাফারপুর জেলার একটী মহকুমা। ইহা জনকপুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পাটনার প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে রাজা জনক ভূমি-কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে এই স্থানে পাইয়াছিলেন। এ স্থানে জানকী-কুণ্ড-নামক একটী পুষ্করিণীর নিকটে মিথিলেশ্বর সীতাকে পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন সীতামাঢ়ীর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পনৌড়া-গ্রামে

জনক সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে যিনি মিথিলার অধিপতি ছিলেন, তাঁহার 'সীরধ্বজ জনক' নাম ছিল। তিনি পণ করিয়াছিলেন, যিনি বৃহৎ শৈব ধনু ভগ্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা-সীতার পাণিগ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র কেবল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বলিষ্ঠ বীরপুরুষও ছিলেন এবং তিনি সহজেই ধনু ভগ্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে দশরথের এবং জনকের অনুজ, আধুনিক ফরাক্কাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাস্থিত সাংকাশ্য রাজ্যের অধীশ্বর কুশধ্বজের মিথিলায় উপস্থিতির পরে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত সীরধ্বজের কন্যাদ্বয়ের অর্থাৎ সীতার ও উর্ম্মিলার এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত কুশধ্বজের দুই কন্যার অর্থাৎ মাণ্ডবীর ও শ্রুতকীর্ত্তির উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। জনক-প্রেরিত দূতের মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আসিতে তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। যখন দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন সেই সময়ে ক্ষত্রদ্বেষী ভৃগুপুত্র পরশুরাম, তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া রামচন্দ্রকে গৌরবহীন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে যদিও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আর্য্য-ঋষিরা ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন এবং আবশ্যকতা হইলেই তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণকরিতেন, পরশুরাম প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য হ্রাসকরিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। পরশুরাম রামের নিকট পরাজয় স্বীকারকরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্য (মহেন্দ্র গিরি) গমনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণেও ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে পরশুরামের নাম বিলুপ্ত হয় নাই। কঙ্কণদেশ অর্থাৎ সুরাট এবং গোয়ার মধ্যবর্ত্তী বিজাপুরের পশ্চিমে সমুদ্রকুলস্থিত প্রদেশ প্রাচীন কালে পরশুরামক্ষেত্র বলিয়া প্রথিত ছিল। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে মতঙ্গপর্ব্বতের উপরে

পরশুরামের মূর্ত্তি এখনও বিরাজকরিতেছে। পরশুরামকে দাক্ষিণাত্য-বাসীরা বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া বিবেচনা করেন।

দশরথের অযোধ্যা-গমনের পরই তিনি বার্দ্ধক্যের জন্য পৌরজান-পদবর্গের অর্থাৎ নগর ও গ্রামের অধিবাসীদিগের ভিতরে দ্বিজসকলকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে অযোধ্যায় আমন্ত্রণকরিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং ইহাপেক্ষাও তাঁহাদিগের যদি শ্রেয়ান্ কোনও প্রস্তাব থাকে তাহাও গ্রহণকরিতে স্বীকৃত হইলেন। দ্বিজগণ এবং রাজার মন্ত্রিবর্গ সকলেই রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের বিষয় অনুমোদনকরিলেন।

এখানে মন্ত্রীদিগের বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বামদেব, জাবালি প্রভৃতি অন্যান্য পুরোহিতেরাও মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। ইঁহারা ব্যতীত ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ বিচার-কার্য্যে, অর্থবিৎ আয়-ব্যয়বিভাগে, রাষ্ট্রবর্দ্ধন পররাষ্ট্র-বিভাগে ও সুরাষ্ট্র শাসনবিভাগে মন্ত্রিত্ব করিতেন। সুমন্ত্র মন্ত্রী ও সারথির উভয় কার্য্যই করিতেন। রামচন্দ্রের মন্ত্রী চিত্ররথও তাঁহার সারথির কার্য্য করিতেন। মন্ত্রীরা দূতের দ্বারা সমগ্র রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহকরিতেন। ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বিনীত, জিতেন্দ্রিয় ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন।

রামচন্দ্রের অভিষেকবার্ত্তাশ্রবণে সমস্ত কোশলরাজ্যাধিবাসী বিশেষতঃ অযোধ্যা-নগরীর অধিবাসিবৃন্দ সমধিক আনন্দ অনুভবকরিয়াছিলেন। বাল্মীকি-বর্ণিতা অযোধ্যা সমৃদ্ধিসম্পন্না নগরী, প্রশস্ত রাজমার্গে বিভক্তা, ধুলি-নিরাকরণের জন্য এবং দুর্গন্ধ অপনোদনের নিমিত্ত প্রত্যহ জলসিক্তা এবং পুষ্পাবৃতা, কপাট-তোরণবতী, বিবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ আপণবিশিষ্টা, সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি এবং উদ্যানসমন্বিতা, সূত মাগধ ও বন্দীদিগের সঙ্গীতে মুখরা, বধূনাট্যশালা-সংযুক্তা এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিল। রামচন্দ্রের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া অযোধ্যাবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

নানাপ্রকারে এই নগরের শোভাবৃদ্ধি সম্পন্ন করিলেন এবং মন্দির, চতুষ্পথ, রাজমার্গ, বিপণিসকল পতাকায় সুশোভিত করিলেন। বৃক্ষ সকল দীপ-শিখায় উজ্জ্বল হইল এবং ধূপের সুগন্ধে রাজমার্গ পরিপূর্ণ হইল। সমস্ত অযোধ্যা আনন্দ-সঙ্গীতে এবং লোক-কোলাহলে মুখরিতা হইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধির জন্য এই অভিষেক রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসনে পরিণত হইয়াছিল।

রামচন্দ্র প্রথমে অযোধ্যাবাসী এবং পরে স্বার্থত্যাগী প্রিয়তম ভ্রাতা ভরত-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও পিতৃসমক্ষে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভগ্ন করিতে এবং নির্ব্বাসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মাতা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গাতটস্থ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। সুমন্ত্র-সারথিকে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই স্থানে বিদায় দিলেন এবং তাঁহার পরম মিত্র অনার্য্য গুহক-নিষাদের সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে গুহক-নিষাদ ভীল-দলপতি ছিলেন। শৃঙ্গবেরপুরকে এক্ষণে শিঙ্‌রাওর বলে। ইহা এলাহাবাদ হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতটে অবস্থিত। শিঙ্‌রাওর যাইতে হইলে এলাহাবাদ-রায়বেরিলি রেললাইনের রামচৌরা-ষ্টেশানে নামিতে হয়। রামচৌরার সন্নিকটে শিঙ্‌রাওর-গ্রাম। প্রয়াগের ভিতরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিখ্যাত বাসস্থান "আনন্দ-ভবনের" পশ্চাদ্ভাগে ভরদ্বাজ-আশ্রম দ্রষ্টব্য। সেই স্থান হইতে ভরদ্বাজমুনির পরামর্শানুসারে যমুনা-নদী পারহইয়া প্রয়াগস্থিত অক্ষয়বটবৃক্ষ সন্দর্শন-করিয়া প্রয়াগ হইতে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ চিত্রকূটপর্ব্বতাভিমুখে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি-ঋষির একটী আশ্রম ছিল। এলাহাবাদের পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ের ছেউকী-জাংশান্। ই, আই, রেলওয়ের

চিত্রকূট —মন্দাকিনী (পয়স্বিনী)

মাণিকপুর-ষ্টেশান ছেউকী-ষ্টেশানের ৫৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মাণিকপুর হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে জি, আই, পি, রেলওয়ের ঝান্সীশাখা বহির্গত হইয়াছে। চিত্রকূট এই রেলওয়ের একটী ষ্টেশান। মাণিকপুর ষ্টেশান হইতে চিত্রকূট-ষ্টেশান ৩১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। চিত্রকূট-পর্ব্বত রেলষ্টেশান হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার কূটে অর্থাৎ শিখরদেশে বিবিধবর্ণের প্রস্তর থাকার জন্য ইহাকে চিত্রকূট বলিত। এক্ষণে ইহাকে কামতা-নাথ অথবা কামদানাথ পর্ব্বত বলে। ইহার পরিধি দেড় মাইল। তীর্থ-যাত্রীরা এই পর্ব্বত পরিক্রমণকরিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করেন। এই পর্ব্বত হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বদিকে পৈষুণী নদী প্রবাহিতা। পৈষুণী পয়স্বিনীর অপভ্রংশ; পয়স্বিনী মন্দাকিনী ও গঙ্গানামে খ্যাতা। চিত্রকূটের ১৬ মাইল দক্ষিণস্থ মঙ্গবান্ নামক গ্রামে পয়স্বিনীর দুইটী জলপ্রপাত আছে। প্রায় দেড়শত ফিট দীর্ঘ একটী জলাশয় এই দুইটী জলপ্রপাতের মধ্যে অবস্থিত। এই জলাশয়টী অতিশয় গভীর। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্র এইস্থানে বিরাধনামা রাক্ষসকে নিহত করিয়া তাহার মৃতদেহ এইস্থানে সমাহিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে-প্রবেশের পরই বিরাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং যুদ্ধ হয়। অতএব চিত্রকূটের ১৬ মাইল দক্ষিণ হইতেই দণ্ডকারণ্যের আরম্ভ হইয়াছিল। চিত্রকূট-পর্ব্বতের দশ মাইল দক্ষিণে অনসূয়া-তীর্থ আছে। এইস্থানেই অত্রিঋষির এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী-অনসূয়ার সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনসূয়া-তীর্থেও পয়স্বিনী প্রবাহিতা। অনসূয়া-পর্ব্বতের উপরে অনসূয়া-দেবীর একটী মন্দির আছে। চিত্রকূট-ষ্টেশনের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে কারুই ষ্টেশান আছে। কারুই রেল-ষ্টেশানের প্রায় ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বাগ্রেহি গ্রামের সন্নিকটে লালাপুর-পর্ব্বতের উপরে বাল্মীকি-ঋষির মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি আছে।

আমরা কারুই-রেলষ্টেশান হইতে মোটরবাসযোগে উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় বারমাইল অগ্রসর হইয়া বাগ্রেহিগ্রামে পৌছিয়া বাল্মীকি (ওহেন)—নদী পারহইলাম। বাল্মীকি-নদী পারহইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইয়া লালাপুর-পর্ব্বতে পৌছিলাম। পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে বাল্মীকির মন্দির। উঠিবার পথের কিয়দংশ প্রস্তর-সোপান। যেস্থানে প্রস্তর-সোপান শেষ হইল, সেইস্থানে লালাপুর-মহারাণীদেবীর (তুর্গার) মন্দির। ইহার পর পথ সঙ্কীর্ণ ও তুর্গম। এই পর্ব্বতের শিখরের উপরে বাল্মীকির মন্দির অবস্থিত। বাল্মীকি-মন্দিরে স্থপতি-শিল্প কিছুমাত্র প্রদর্শিত হয় নাই। ঋষির মুখের গঠন বুদ্ধ বা বোধিসত্বের ন্যায়; গলায় মালা, মাথায় মুকুট, একটী পদ আর একটীর উপর ন্যস্ত; দক্ষিণ করতল মৃত্তিকার উপরে সন্নিবেশিত এবং বামহস্ত গলমালার নিম্নে বক্ষের উপরে স্থাপিত। বাল্মীকি-মন্দির হইতে নিম্নভূমির দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

বাল্মীকির আর একটী আশ্রম বালিয়া-নগরের নিকট ছিল। বালিয়ার সন্নিকটে ছোট-সরযূ নদী গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই ছোট সরযূকেই তমসা বলিত। এক্ষণে এই ছোটি-সরযূর উত্তর-পশ্চিমদিকের শাখাকে তমসা বা টনস্ নদী বলে। আর একটী তমসানদী মধ্যভারতে মৈহার এবং বাঘেলখণ্ড হইতে উদ্ভূতা হইয়া রেওয়া রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিয়া এলাহাবাদের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পনাশগ্রামের নিকটে ভাগিরথীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। বালকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের তৃতীয় শ্লোকে লিখিত আছে, যে জাহ্নবীর অনতিদূরস্থিত তমসা-তীরে বাল্মীকি (স্নানার্থ) গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুং-ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ নিহত করিলে ক্রৌঞ্চীকে শোকে অধীরা দেখিয়া বাল্মীকি-ঋষি একটী করুণরসাত্মক অনুষ্টুভ্-ছন্দে রচিত শ্লোক আবৃত্তিকরিয়াছিলেন এবং ইহাই পরে রামচরিতের অর্থাৎ রামায়ণের ভিত্তি-স্বরূপ হইয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশসর্গ পাঠ করিলে মনে হয় যে

লালাপুর-পর্ব্বতের উপর বাল্মীকি-মন্দির।
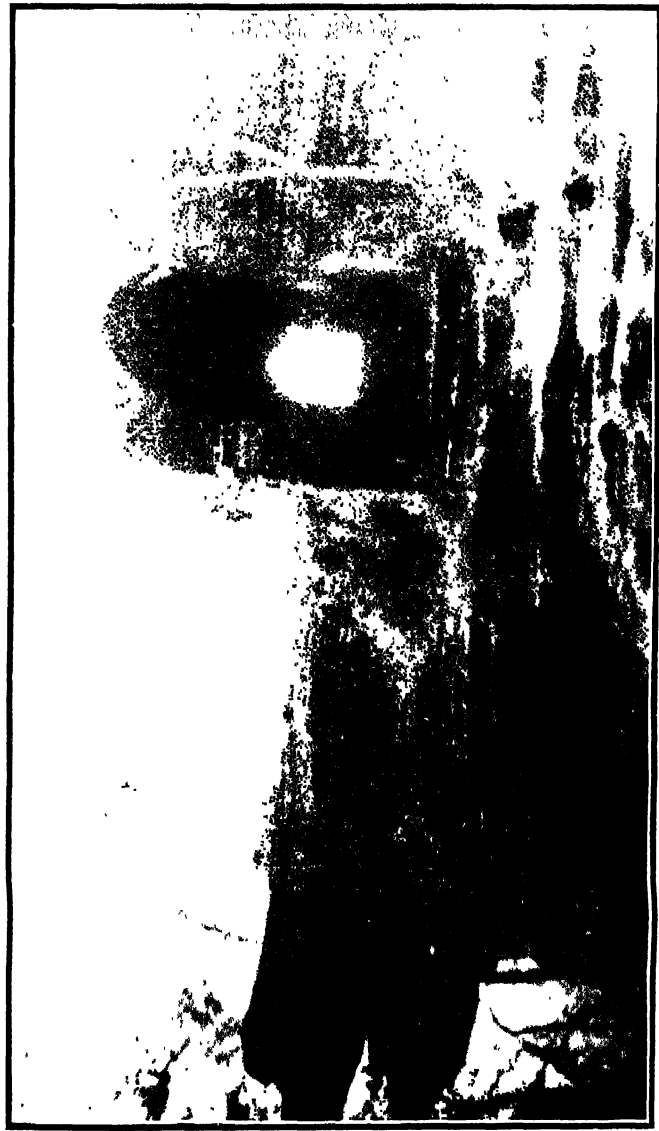
রামের পর্ণকুটীর—চিত্রকূট (সীতাপুর)

বাল্মীকির আর একটী আশ্রম চিত্রকূট-পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত ছিল। এইস্থানে তাঁহার সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহারই সান্নিধ্যে তাঁহাদিগকে বাস করিতে অনুরোধকরেন। এই সর্গে বর্ণিত আছে যে রামচন্দ্র চিত্রকূটের সন্নিকটে প্রায় প্রতি বৃক্ষেই মধুকরীগণ-সঞ্চিত দ্রোণপরিমাণ মধু-চক্র লম্বিত দেখিয়াছিলেন। এক্ষণেও চিত্রকূটের নিকট অরণ্যে উৎকৃষ্ট মধু সংগ্রহকরা যাইতে পারে।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উহার বিষয় কিছু বলিব না। উত্তরকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে, বাল্মীকির আশ্রমের বিষয়, বালকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে এবং অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশসর্গে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকাণ্ডের দ্বিতীয়সর্গে লিখিত আছে যে বাল্মীকির আশ্রম গঙ্গার অনতি-দূরে তমসার তীরে অবস্থিত ছিল। অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্পঞ্চাশ সর্গের ষোড়শ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে চিত্রকূট-পর্ব্বতস্থ বাল্মীকি-আশ্রমে বাল্মীকির সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারই নিকটে রাম লক্ষ্মণকে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে আর কোনও অর্থাৎ তৃতীয় বাল্মীকি-আশ্রমের বর্ণনা নাই। কিন্তু আমরা বলিয়াছি যে কামদানাথ পর্ব্বতের প্রায় ষোল মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাগ্রেহি গ্রামের নিকট লালাপুর-পর্ব্বত-শিখরে, বাল্মীকির মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি আছে। রামনবমীর সময়ে এই পর্ব্বতের সানুদেশে একটী মেলা হয় এবং তাহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। এক্ষণে কামদানাথ-পর্ব্বতকে চিত্রকূট বলিয়া পুরোহিত-মহাশয়েরা অভিহিত করেন। কামদানাথ-পর্ব্বতের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বদিকে পয়স্বিনী প্রবাহিতা। এই পয়স্বিনী অথবা পৈষুণীকে পুরোহিতেরা মন্দাকিনী ও গঙ্গা বলেন। পৈষুণী-তীরে সীতাপুর গ্রামে মৃত্তিকাস্তূপের উপর পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ-করিয়া, তাঁহারা রামচন্দ্রের পর্ণকুটীরের স্থান নির্দ্দেশকরেন। কামদানাথ-পর্ব্বত সীতাপুর-গ্রাম হইতে দেড়মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু

রামায়ণের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে চিত্রকূট-পর্ব্বতেই রামের পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বাগ্রেহি ও লালাপুর-পর্ব্বতের মধ্যস্থিতা ওহেন অথবা বাল্মীকি-নদী দেখিয়া এইস্থানকেই চিত্রকূট বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল। অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বর্ণিত আছে যে অযোধ্যা-প্রত্যাগমন-সময়ে সসৈন্য ভরত পূর্ব্বমুখ হইয়া মন্দাকিনী-নদীতে গিয়াছিলেন, তাহার পর চিত্রকূট প্রদক্ষিণকরিয়া তাহার পার্শ্বদিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিয়া ছিলেন। যদি বর্ত্তমান চিত্রকূট-(কামদানাথ) পর্ব্বত বাল্মীকি-বর্ণিত চিত্রকূট-গিরি হয়, তাহা হইলে রামের চিত্রকূট-পর্ব্বতস্থ পর্ণকুটীর হইতে ভরত পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধমাইল আসিয়া মন্দাকিনী-তটে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কামদানাথ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি লালাপুর-পর্ব্বতই চিত্রকূট পর্ব্বত হয়, তাহা হইলে, বাগ্রেহিগ্রামে ভরত সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছিলেন, মনে করিতে হইবে। পাছে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার এবং অন্যান্য তপস্বীর কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদনহয়, এই জন্য রামচন্দ্রের কুটীরের নিকট তিনি সৈন্য-স্থাপন করেন নাই. অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি তাঁহার শিবির হইতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া ওহেন অথবা বাল্মীকিনদী পারহইয়া লালাপুর-পর্ব্বত প্রদক্ষিণকরিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ওহেন নদী উত্তরদিকে প্রায় বার মাইল অগ্রসর হইয়া পৈষুণীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই যুক্তা স্রোতস্বতী ছয় মাইল উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া যমুনার সহিত সঙ্গতা হইয়াছে। চিত্রকূট অর্থাৎ কামদানাথ পর্ব্বতের দেড় মাইল উত্তরপূর্ব্বে সীতাপুর-গ্রাম। এইস্থানে কার্ত্তিকমাসে এবং রামনবমীর সময়ে অর্থাৎ চৈত্রমাসে দুইটী বৃহৎ মেলা হয়। সীতাপুর পয়স্বিনীর তীরেই অবস্থিত। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে সীতাপুরের নিকটে পয়স্বিনী, মন্দাকিনী অথবা

গঙ্গায় স্নান করিয়া কামদানাথ পর্ব্বত অর্থাৎ চিত্রকূট পরিভ্রমণ করেন। সীতাপুরেই অধিকাংশ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সীতাপুর কারুই মহকুমার অন্তর্গত। কারুই-নগর সীতাপুর হইতে পাঁচমাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। কারুই-মহকুমা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বান্দাজেলার অন্তর্গত। বান্দানগরের নামকরণ দশরথের অন্যতম পুরোহিত ও মন্ত্রী বামদেবের নাম হইতে হইয়াছিল। কারুইনগর কারুই রেলষ্টেশানের সন্নিকটে অবস্থিত। কিন্তু সীতাপুর চিত্রকূট রেলষ্টেশানের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। আমরা কারুই-ষ্টেশান হইতে সীতাপুরে গমন করিয়াছিলাম। পয়স্বিনীর একটী করদ স্রোতস্বতীর নাম শরভঙ্গ আছে। রামায়ণে বর্ণিত শরভঙ্গঋষির নাম হইতে এই নামকরণ সম্ভবতঃ হইয়াছিল।

যখন রামের নির্ব্বাসন হয় তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন আধুনিক পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালালপুরে—এই সময়ের কেকয় প্রদেশের রাজগৃহে—ভরতের মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময়ে আর একটী রাজগৃহ ছিল, যাহা পরে মগধের রাজা জরাসন্ধের রাজধানী হইয়াছিল। ইহাকেও গিরিব্রজপুর বলিত। এই শেষোক্ত রাজগৃহকে এখন রাজগীর বলে এবং ইহা গয়ার সন্নিকটে অবস্থিত। রাম-নির্ব্বাসন জন্য শোকে অভিভূত হইয়া দশরথ প্রাণত্যাগ করিলে প্রধান পুরোহিত ও মন্ত্রী বশিষ্ঠ অন্য সভাসদ্‌বর্গের মতানুসারে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য সত্বর দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা রাজার মৃত্যুর কথা কিম্বা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নির্ব্বাসন-সংবাদ ভরত ও শত্রুঘ্নকে না দিয়া কেবল বিশেষ রাজকার্য্যের জন্য তাঁহাদের অযোধ্যায় উপস্থিতি সত্বর প্রার্থনীয় এই কথা জানাইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন শীঘ্রই অযোধ্যাতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং প্রকৃত সংবাদ অবগত হইয়া শোকে অভিভূত হইলেন। ভরত তাঁহার মাতা কৈকেয়ীকে সমধিক তিরস্কার করিলেন এবং পিতার তৈলদ্রোণীস্থিত দেহের ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া

সম্পন্ন করিলেন। ভরত মন্ত্রিবর্গকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও রাজ্য-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অযোধ্যায় আনয়নের জন্য সসৈন্যে চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সানুচর ভরত শৃঙ্গবেরপুরে গুহক-নিষাদ কর্ত্তৃক এবং পরে প্রয়াগে ভরদ্বাজ-মুনি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইলেন। চিত্রকূটে উপনীত হইবার পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহাদের পর্ণকুটীরে ভরতের সাক্ষাৎ হইল। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দশরথের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া অতিশয় শোকান্বিত হইলেন। চারিভ্রাতাই চিত্রকূট পর্ব্বত-সন্নিহিতা মন্দাকিনী নদীতে পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ-ক্রিয়া সমাধাকরিলেন। ভরত এবং অযোধ্যাবাসী কর্ত্তৃক রামচন্দ্র বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও পিতৃসত্য হইতে বিচ্যুত হইতে এবং অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ভরত অগত্যা অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের ন্যায় জটা এবং বল্কল পরিধানকরিলেন। রামচন্দ্রের পাদুকা রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন এবং অযোধ্যার এক ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত নন্দীগ্রামে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনকরিতে লাগিলেন।

এদিকে চিত্রকূটে থাকিলে পাছে পুনরায় অযোধ্যাবাসীরা তাঁহাদের অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের জন্য চেষ্টা করেন, ইহা ভাবিয়া রামচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি-অনুসারে দণ্ডকারণ্য-অভিমুখে গমন করিলেন। এই দণ্ডকারণ্য চিত্রকূটের ১৬ মাইল দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রামচন্দ্রের সময়ে ইহা হিংস্রক পশু এবং ক্রূর অনার্য্যজাতি-অধিকৃত ছিল। কিন্তু এই ভীষণ অরণ্যে অগস্ত্য, সুতীক্ষ্ণ, শরভঙ্গ, অত্রি প্রভৃতি আর্য্য ঋষিরা আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তৃতির জন্য আর্য্য জাতির উপনিবেশ-স্বরূপ তাঁহাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনার্য্য জাতি-দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত এবং ভীষণ-প্রকৃতি পশুদিগের নিরাকরণ মানসে রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে দণ্ডকারণ্যে আমন্ত্রণকরিয়াছিলেন।

অযোধ্যা—রাজবাটী।
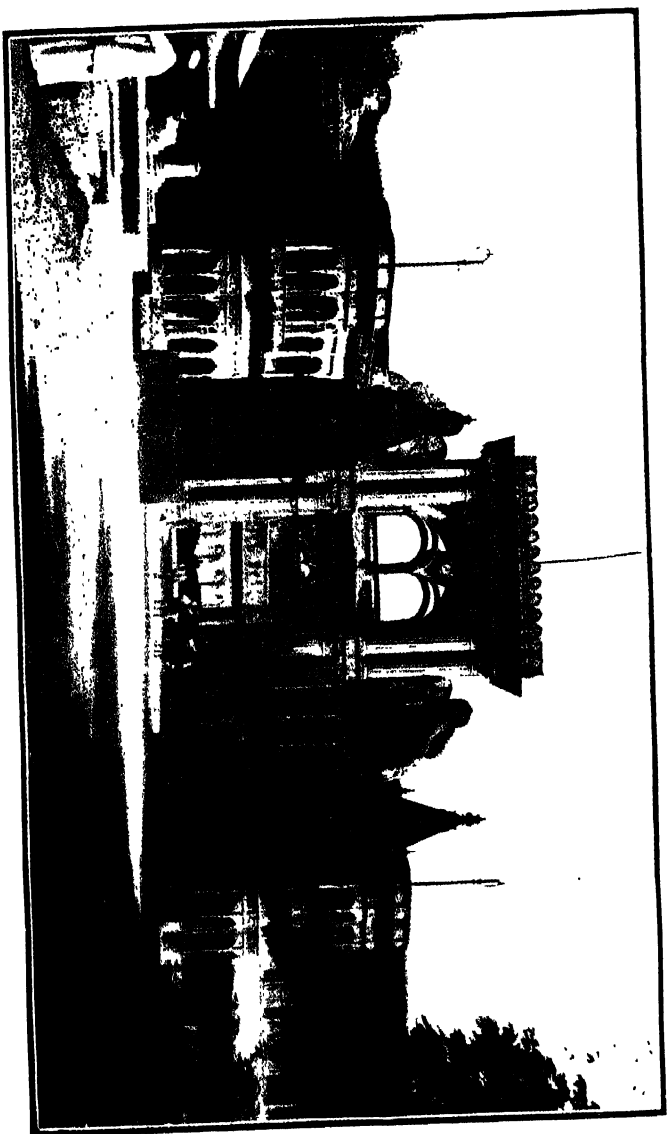
দণ্ডকারণ্যের উত্তরসীমায় মহর্ষি অত্রির আশ্রম ছিল। অত্রি মুনির স্ত্রী অনসূয়া প্রাচীন আর্য্য রমণীদিগের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান, পাতিব্রত্য এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাতা ছিলেন। সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিব্রতা সীতা অনসূয়ার সদুপদেশ সাদরে গ্রহণকরিলেন। অত্রিমুনির আশ্রম-ত্যাগ করিবার এবং দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই রাম ও লক্ষ্মণের বিরাধনামা ভীষণপ্রকৃতি এক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। বিরাধকে বধকরিবার পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অত্রি-আশ্রমের প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে শরভঙ্গঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। শরভঙ্গমুনি তাঁহাদিগের সন্দর্শনের পরে মোক্ষলাভের প্রত্যাশায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিজের দেহকে আহুতিদিলেন। তাহার পর রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বর্ত্তমান নাসিক হইতে প্রায় আটাইশ ক্রোশ দূরে সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। এই আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ইহা হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পঞ্চাপ্সর-সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার পর তাঁহারা বিভিন্ন আশ্রমে বনবাসের দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুতীক্ষ্ণের পরামর্শানুসারে তাঁহারা অগস্ত্য ঋষির দর্শনাভিলাষী হইয়া ষোড়শক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার আশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই-স্থানে একরাত্রি অতিবাহিত করিয়া একযোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দক্ষিণা-ভিমুখে গমন করিয়া অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অগস্ত্য-ঋষিকে ভক্তিপূর্ণ সম্মান-প্রদর্শনের পর তাঁহার মতানুসারে পঞ্চবটী অর্থাৎ আধুনিক বোম্বাইনগরীর পূর্ব্বদিক্‌স্থ গোদাবরী-তীরবর্ত্তী নাসিক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নাসিক অগস্ত্যের আশ্রম হইতে দুই যোজন অর্থাৎ আটক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। পঞ্চবটীতে উপনীত হইয়া তাঁহারা বংশদণ্ড, শমীলতা ও তৃণদ্বারা একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরিলেন। দণ্ড-কারণ্যের একাংশ 'জনস্থান' বলিয়া অভিহিত হইত। 'জনস্থান'-অরণ্য

গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখানে রাবণের অনুচর খর, দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা আর্য্য ঋষিদের প্রতি অত্যাচার করিত এবং তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনকরিত। এক্ষণে পঞ্চবটী যাইতে হইলে 'জি, আই, পি,' রেলওয়ের নাসিকরোড ষ্টেশানে অবতরণ করিতে হয়। নাসিক নগর রেলষ্টেশান হইতে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পঞ্চবটীর পাণ্ডারা যে পাঁচটী বটের সমষ্টিকে রামের পর্ণকুটীরের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেখানে সম্ভবতঃ রামের কুটীর নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে যে স্থানকে তপোবন বলে এবং যাহা নাসিক নগর হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, সেই স্থানেই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ রামের জন্য কুটীর নির্ম্মিত করিয়াছিলেন ; এবং সেই স্থানেই শূর্পণখার নাসিকা তাহার অন্যায় প্রস্তাবের জন্য এবং সীতাদেবীর প্রতি তাহার দুর্ব্যবহারের জন্য কর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং সেইস্থান হইতে রাবণ সীতাদেবীকে রাম এবং লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সময়ে বলপূর্ব্বক অপহরণকরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণেও তপোবনের সন্নিকটে গোদাবরীগর্ভে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসিকা-ছেদনের কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি পুরোহিতেরা তীর্থযাত্রীদিগকে প্রদর্শনকরান। শূর্পণখা তাঁহার প্রতি এই দুর্ব্যবহার জন্য প্রথমে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে সংবাদ প্রদানকরেন। সানুচর খর, দূষণ ও ত্রিশিরা রামলক্ষ্মণকে আক্রমণকরিতে আসেন। তাঁহারা রাক্ষসদিগকে পরাভূত ও নিহত করেন। শূর্পণখার নাসিকা-কর্ত্তনের এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরার রামলক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণকরিয়া রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া জনস্থানে আগমন করেন এবং তাড়কাসুত মারীচকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণকরিতে বাধ্য করেন। স্বর্ণমৃগের রূপে মুগ্ধা হইয়া সীতা রামচন্দ্রের নিকট উহার চর্ম্ম প্রার্থনাকরেন। রাম সীতা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ইহাকে নিহত করেন। মারীচের মৃত্যুকালীন শব্দ শ্রবণকরিয়া রামের বিপদ

নাসিক-পঞ্চবটী—শ্রীরামজীর মন্দির
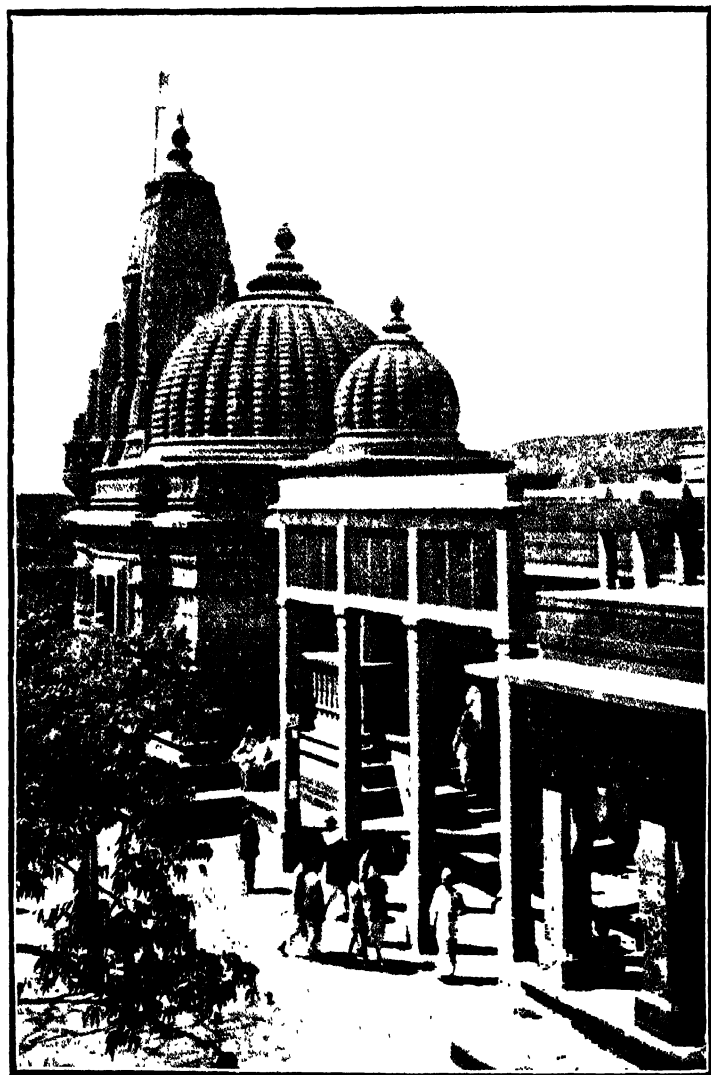
আশঙ্কাকরিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে প্রেরণকরিলেন। প্রথমে লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে অসম্মত হন, কিন্তু যখন দেখিলেন সীতা ক্রুদ্ধা হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ-করিতেছেন, তখন তিনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই শব্দের অনুসরণ করিলেন। সেই অবসরে রাবণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে পর্ণকুটীরের দ্বারে আসিলেন এবং পরে নিজবেশ পরিগ্রহকরিলেন। তিনি সীতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুনয় এবং তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবটীর নাম শূর্পণখার নাসিকা-কর্ত্তনের জন্য নাসিক হইয়াছিল। গোদাবরীর সন্নিধিতে যেস্থানে পাঁচটী বটগাছ তীর্থযাত্রীদিগকে প্রদর্শিত হয় তাহারই নিকটে সীতাগুম্ফা মন্দির আছে। এই মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। পুরোহিতেরা বলেন যে এই মন্দিরের নীচে একটী সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া রামচন্দ্র তিনক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত রামশয্য-পর্ব্বতে বিশ্রামার্থ গমন করিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সীতা এই গহ্বরের একাংশে লুক্কায়িতা থাকিতেন এবং এইস্থান হইতেই সীতাকে রাবণ ভিক্ষুকবেশে বলপূর্ব্বক অপহরণকরিয়াছিলেন। নাসিকে অনেক দেবমন্দির আছে; এই সকল দেবমন্দিরের মধ্যে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত শ্রীরামজীর মন্দির শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে সর্দ্দার রঙ্গরাও ওঢেকর, এই মন্দিরটী একটী প্রাচীন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মন্দিরের স্থানে নির্ম্মাণকরিয়া-ছিলেন এবং এই মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য দুই হাজার লোক দ্বাদশ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত এবং প্রত্যেকটী প্রায় দুই ফিট উচ্চ। কেহ কেহ বলেন লক্ষ্মণ এইস্থানেই তাঁহাদের পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জি, আই, পি রেলওয়ের নাসিকরোড ষ্টেশান হইতে পাঁচমাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে বর্ত্তমান নাসিকনগর অবস্থিত। নাসিক-

নগরের উত্তরদিকে গোদাবরী প্রবাহিতা; গোদাবরীর উত্তরে পঞ্চবটী। পঞ্চবটীতে সীতাগুম্ফা, কালরামের (শ্রীরামজীর) মন্দির, প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই নির্ম্মিত রাম ও মহাদেবের মন্দির এবং অন্যান্য অনেক দেব-মন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে। এই পঞ্চবটীরই একমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তপোবন। নাসিকনগরেও অনেক দেবমন্দির আছে। পঞ্চবটীর দক্ষিণে, নাসিকনগরে তিবুন্ধ বলিয়া একটি চৌমাথা আছে। প্রবাদ যে তিবুন্ধ' 'ত্রিবধের' অপভ্রংশ। এইস্থানে রাম ও লক্ষ্মণ খর, দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিলেন। ইহারা স্থূর্পনখার নাসিকাকর্ত্তন শ্রবণ-করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণকরিতে আসিয়াছিল।

নাসিকে আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ইহার নাম পাণ্ডুলেনা, পাণ্ডবলেনী অথবা পাণ্ডবলেনা অর্থাৎ পাণ্ডব-গহ্বর। প্রবাদ এইস্থানে মহাভারত বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাদের ত্রয়োদশ-বৎসর-বনবাসের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদিগের সহিত এই পার্ব্বতীয় গহ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই গহ্বরগুলি নাসিক নগরের পাঁচ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ত্রিম্বক-অঞ্জনেরি পর্ব্বতশ্রেণীর ১০৬১ ফিট উচ্চ একটা শৃঙ্গের উপরে নির্ম্মিত। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এই সকল গহ্বর বৌদ্ধ শ্রমণদিগের জন্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই গুহাগুলির সম্মুখে প্রশস্ত একটী পথ আছে। এইস্থান হইতে নাসিকনগরের এবং তাহার সন্নিহিত গ্রামের একটী সুন্দর দৃশ্য চক্ষুর গোচর হয়। সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী গুহা আছে। একটী গুহা সম্ভবতঃ উপাসনালয় ছিল। অবশিষ্ট তেইশটী গুহা বৌদ্ধ সন্ন্যাসি-গণের বাসস্থানের জন্য নিরূপিত ছিল। একটী গুহাতে আমাদের পথ-প্রদর্শক শিবলিঙ্গের ন্যায় আকৃতি প্রদর্শনকরাইয়াছিলেন। মধ্যভারতের ক্ষহরাট এবং অন্ধ্রভৃত্য নৃপতিদিগের আদেশে পর্ব্বতের গাত্র ক্ষোদিত

করিয়া সেকালের শিল্পিগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের বাসের এবং উপাসনার জন্য এই সকল সুন্দর গুহা নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। আমরা নাসিকনগরের সন্নিকটে অগস্ত্যাশ্রম দেখিতে পাই নাই। কিন্তু নাসিক হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অঙ্কাই (মনমদের নিকটস্থ রেল ষ্টেশানে) গ্রামে অগস্ত্যাশ্রম ছিল এই প্রবাদ আছে। দক্ষিণাত্যে অনেক অগস্ত্যাশ্রম ছিল; অগস্ত্যমলয়গিরির (কুমারিকা-অন্তরীপের নিকট) সানুদেশে পাপনাশম্ নামক গ্রামে; তিনেভেলি জেলার কোইলপটী গ্রামে; মহিসুর রাজ্যের তিরেমকুডলু নরসিপুর নগরে।

রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের পঞ্চবটীস্থ কুটীরে প্রত্যাগমনের পর সীতাকে দেখিতে না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। লক্ষ্মণের সান্ত্বনাসত্বেও রাম শোকে এত অভিভূত হইলেন, যে বৃক্ষ, লতা ও বন্যপশুদিগকে সীতার অবস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসাকরিতে বিরত হইলেন না। তাহার পর তাঁহারা দুইজনে সীতার অন্বেষণার্থ সমস্ত দণ্ডকারণ্য পরিভ্রমণকরিলেন। পথে তাঁহাদের পিতৃসখা, গুরুতররূপে আহত গৃধ্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কাছে শুনিলেন যে লঙ্কাধিপতি রাবণ পঞ্চবটী হইতে সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ-করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং তিনি সীতার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া রাবণকে সীতাকে পরিত্যাগকরিবার জন্য অনেক অনুনয় এবং পরে তিরস্কার করিয়াছেন, এবং পরিশেষে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে এবং তিনি নিজে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছেন। রামের সহিত কথা কহিতে কহিতে জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। জটায়ুর মৃত্যুর পরে রাম ও লক্ষ্মণ আর্য্যরীত্যনুসারে তাঁহার দেহ দগ্ধ করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত, গোদাবরীনদীতীরে শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সম্পাতি জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনিও

(আমরা পরে দেখিতে পাইব) সীতার অন্বেষণে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জটায়ু ও সম্পাতি উভয় ভ্রাতাই শাস্ত্রজ্ঞ, উদারচিত্ত, সাহসী এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহাদের অনেক সদ্‌গুণ সত্ত্বেও গৃধ্র, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি উপাধিদ্বারা তাঁহাদিগকে বিশেষিত করিতেন এবং আর্য্যকবিরাও পক্ষ, লাঙ্গুল ইত্যাদি এবং পশুপ্রকৃতির বিভিন্ন অন্যান্য অবয়ব এবং দোষ আরোপিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

জটায়ুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসম্পাদনের পর, রাম ও লক্ষ্মণ জনস্থান হইতে তিনক্রোশদূরস্থ ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রৌঞ্চারণ্যে সীতার অন্বেষণার্থ পরিভ্রমণ করিয়া, এই বন হইতে পূর্ব্বদিকে তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী মতঙ্গঋষির আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের দুইক্রোশ অতিক্রমের পর, একটী বিশালকায় কবন্ধ তাঁহাদের গতিরোধ করিল। কবন্ধ রাম এবং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাহাদিগকে পশ্চিমদিকস্থ পম্পাসরোবরাভিমুখে যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে এই সরোবরের সন্নিহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বানরদলপতি সুগ্রীব বাস করিতেছেন এবং ইহার সহিত রামচন্দ্র মৈত্রী স্থাপনকরিলে, ইঁহার সাহায্যে তিনি সীতার উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। কবন্ধ যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দেহের বিধিমত সৎকার করিলেন।

তাহার পর তাঁহারা পশ্চিমদিকের অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া পম্পাসরোবর এবং ঋষ্যমূকপর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহারা মতঙ্গাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এইস্থানে মতঙ্গঋষির একটী গুহ্য আশ্রম ছিল। তিনি দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শিষ্যেরা এই স্থানে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের

তপস্যাদি ধর্ম্মক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের শবরীজাতিয়া একটী পরিচারিকা ছিল। এই শবরী অনার্য্যা হইলেও সদাচার এবং তপস্যার জন্য ঋষিতুল্যা হইতে সমর্থা হইয়াছিলেন। শবরীর এই আশ্রম পম্পানদীর পশ্চিমতীরে ছিল। রাম ও লক্ষ্মণ শবরীকর্ত্তৃক সুষ্ঠুরূপে সমাদৃত হইয়া এই আশ্রমের নিকটস্থ ঋষ্যমূকপর্ব্বতে গমন করিলেন। এই পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এবং পত্নী রুমাবিরহিত হইয়া সুগ্রীব তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত বাস করিতেছিলেন। এই পর্ব্বত মতঙ্গবনের অন্তর্গত। মতঙ্গমুনির শাপের ভয়ে বালী এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সুগ্রীবের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহস করিতেন না।

মহিসুর প্রদেশের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে তুঙ্গা ও ভদ্রা নাম্নী দুইটী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এই দুইটী নদী মিলিতা হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে খ্যাতা। তুঙ্গভদ্রাই প্রাচীনকালে পম্পা নামে বিখ্যাত ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার হস্পেট্ নামে একটী তালুক আছে। এই তালুকের প্রধান নগর হস্পেট্, মাদ্রাজ ও সাউথ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের একটী ষ্টেশান। হস্পেট্ নগরের নয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রানদী পার হইবার একটী ঘাট আছে। এইস্থানে তুঙ্গভদ্রা নদী পার্ব্বতীয় উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই পারঘাটের দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে পম্পাসরোবর অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রানদীর একটী অংশ ছিল। এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হইয়াছে এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে ঋষ্যমূকপর্ব্বত ও পূর্ব্বদিকে মলয়পর্ব্বত। যিনিই প্রত্যূষে কিম্বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্বেতোৎপলবিভূষিতা পম্পসরসী দেখিয়াছেন তাঁহার মনই এই স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এবং শান্তির প্রভাবে

মুগ্ধ হইয়া জগৎস্রষ্টার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছে। যে পারঘাটের কথা বলা হইয়াছে তাহারই উত্তরে অনেগুণ্ডিগ্রাম। অনেগুণ্ডিগ্রাম প্রাচীনকালে কিষ্কিন্ধ্যানামে খ্যাত ছিল। অনেগুণ্ডি এখন হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। তুঙ্গভদ্রার উত্তর দিকে নিজাম রাজ্য এবং দক্ষিণদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য। রামচন্দ্রের সময়ে সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বর ছিলেন। সেই সময়ে কিষ্কিন্ধ্যা বানররাজ্যের প্রধানা নগরী ছিল। বাল্মীকি ইহাকে রত্নময়ী এবং হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধা অর্থাৎ বিবিধ ধনরত্নে এবং অসংখ্য সৌধরাজিতে পরিপূর্ণা বলিয়াছেন। ইহার রাজমার্গে হনুমান্, নীল, নল, অঙ্গদ, সুষেণ প্রভৃতি বানরসেনাপতিদিগের অভ্রভেদি গৃহসকল বিরাজ করিত। রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়, ইহা উচ্চ শ্বেত-চূড়াসমন্বিত এবং ইহার প্রধান প্রবেশদ্বার তপ্তকাঞ্চন বর্ণের তোরণ-রাজিতে বিভূষিত। অন্তঃপুরের নানাস্থানে মহামূল্য আস্তরণবিশিষ্ট উত্তম উত্তম আসন ও স্বর্ণরৌপ্যখচিত পর্য্যঙ্ক থাকিত। এই অন্তঃপুর সর্ব্বদাই উত্তমকুলোৎপন্না উত্তম মাল্যবসনভূষণ-বিশিষ্টা সুন্দরী বানর-রমণীদিগের সমাক্ষর এবং সমতালবিশিষ্ট সুমধুর কণ্ঠস্বর তন্ত্রিসমন্বিত বাদ্যযন্ত্রের মধুর স্বরের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আর্য্যজাতি অনার্য্যজাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন এবং অনার্য্যজাতি সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করিলেও বন্যপশুদিগের নামে তাঁহাদিগকে অভিহিত করিতেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ অনার্য্যজাতি অর্থাৎ ভীল, কোল, সাওতাল প্রভৃতির বাসস্থান ছিল। তাহার পরে দ্রাবিড়জাতি যাঁহাদের ভাষা তামিল, তেলেগু ইত্যাদি, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ দক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপনকরিয়াছিলেন। তাহার পর আর্য্যজাতি মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে পাঞ্জাব প্রদেশে উপনিবিষ্ট হন।

দ্রাবিড়জাতির কাব্য ইত্যাদি আলোচনা করিলে তাঁহাদের সভ্যতার পরিমাণ আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। বানরেরা এই জাতিরই একটী উপজাতি। কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে রাজ্যাপহারী বলিয়া সন্দেহকরিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে একবস্ত্রে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রুমাকে নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। ঋষ্যমূক ও মলয়পর্ব্বত মতঙ্গঋষির আশ্রম-সংলগ্ন বনের অন্তর্গত বলিয়া বালী এই বনে আসিতে সাহস করিতেন না। পূর্ব্বে দুন্দুভিনামা বৃহৎ একটী মহিষকে বালী বধকরিয়া তাহার মৃতদেহ এই বনে নিক্ষেপকরিয়াছিলেন। তজ্জন্য মতঙ্গঋষি ক্রোধান্বিত হইয়া বালীকে এই বন-প্রবেশ নিষেধকরিয়া শাপ প্রদানকরিয়াছিলেন।

ঋষ্যমূকপর্ব্বতের পাদদেশে হনুমান্‌নামা সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইল। তখন সুগ্রীব মলয়গিরিতে অবস্থান করিতেছিলেন। শীঘ্রই হনুমান্ রাম ও লক্ষ্মণের সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাবণকর্ত্তৃক সীতার অপহরণ এবং সুগ্রীব তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীকর্ত্তৃক তাঁহার স্ত্রী রুমার অপহরণ এবং রাজ্য হইতে একবস্ত্রে তাঁহার বহিষ্করণের বিষয় রামচন্দ্রকে জ্ঞাতকরিলেন। তাহার পরে রামচন্দ্র ও সুগ্রীব অগ্নিসাক্ষী করিয়া পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনকরিলেন। রাম অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে এবং তাঁহার স্ত্রী রুমাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে সাহায্য করিবেন। সুগ্রীবও সীতাকে রাবণ কোন্ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবধারণের এবং রাবণকে শাসনকরিয়া সীতাকে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার প্রভূত বানর-সৈন্য নিযুক্ত করিবেন। সুগ্রীব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী প্রবেশকরিয়া ভ্রাতা বালীকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বালী এবং সুগ্রীব দুইজনে বলিষ্ঠ ও বীর্য্যসম্পন্ন, কিন্তু রাম বৃক্ষের অন্তরাল

হইতে বালীর প্রতি শরনিক্ষেপকরিয়া বালীকে সাংঘাতিকরূপে আহত না করিলে সুগ্রীব নিশ্চিতই বালিকর্ত্তৃক পরাভূত হইতেন। রাম এই অন্যায়কার্য্যের জন্য মুমূর্ষু বালী এবং তাঁহার প্রধানা রাণী তারাকর্ত্তৃক বিশেষভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। রাম ইহার উত্তরে বালীকে বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজা ভরতের আদেশ-অনুসারে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-অতিক্রমকারীদিগকে শাস্তি দিতে বাধ্য। সেইজন্য রাম তাহাকে ঐ শাস্তি দিয়াছেন। কিন্তু বালিবধের পর যখন সুগ্রীব বালি-পত্নী তারাকে প্রধানা রাণী করিলেন, তখন রামচন্দ্র এই কার্য্য দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। ইহা নাকি গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত। বালীর মৃত্যুর পর রামের আদেশমত সুগ্রীব বালি-পত্নী তারা ও বালীর জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদের সাহায্যে বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া একটী পার্ব্বতীয় নদীর অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রার তীরে যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। তাহার পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যে এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ প্রস্রবণগিরি অর্থাৎ মাল্যবান্ পর্ব্বতের একাংশে একটী কুটীর নির্ম্মাণকরিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাকে এক্ষণে মাল্যবন্ত পর্ব্বত বলে। ইহা অনেগুণ্ডির এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে এবং হম্পেট্ নগরের সাত মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বর্ষাকাল অতীত হইলেও সুগ্রীব সীতান্বেষণ-বিষয়ে কোনও যত্ন করিতেছেন না দেখিয়া রামচন্দ্র ক্রোধান্বিত হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ সেখানে গিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার পূর্ব্বোপকারবিস্মৃতির জন্য বিশেষরূপে তিরস্কার করিলেন। সুগ্রীবের প্রধানা রাণী তারা একজন শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ইহা আমরা বালীর মৃত্যুর পর তাঁহার রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা এবং লক্ষ্মণের ক্রোধোপশমের জন্য তাঁহার বাক্যপ্রয়োগ হইতে সহজেই অনুমানকরিতে

লালাপুর পর্ব্বত—বাল্মীকি (ওহেন্) নদী।

সক্ষম হই। তারা বিনীতভাবে লক্ষ্মণকে ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলে লক্ষ্মণ মৃদুভাব-ধারণপূর্ব্বক তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন। সুগ্রীবও তাঁহার পার্শ্বস্থিত হনূমান্‌কে সমস্ত বানর-সৈন্যসমাবেশের জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে পতিত হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গনকরিলেন। সমস্ত বানর-সৈন্য সমবেত হইলে সুগ্রীব তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিলেন।

বানরসেনাপতি বিনত অনুচরসহ পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তাঁহারা ভাগিরথী, যমুনা, কৌশিকী ও শোণ নদীর নিকটে মালব, কাশী, কোশল, বিদেহ অর্থাৎ উত্তর-বিহার, মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহার, পুণ্ড্র অর্থাৎ মালদহ জেলা, অঙ্গ অর্থাৎ ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা এবং পূর্ব্বদিকের অন্যান্য দেশে সীতার অন্বেষণ করিলেন। তাঁহারা যবদ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু এই ভ্রমণ-কাহিনীতে বঙ্গের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে আমরা অনুমানকরিতে পারি যেযদিও বঙ্গ অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ নদীবাহিত মৃত্তিকাদ্বারা ঐ সময়ে গঠিত হইতেছিল, তখনও ইহা মনুষ্যবাসোপযোগী হয় নাই।

বানরদলপতি সুষেণ পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তাঁহারা সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ গুজরাট এবং কাঠিয়াবাড়, অবন্তী অর্থাৎ উজ্জয়িনী, মরুস্থলী অর্থাৎ রাজপুতানা ইত্যাদি দেশে যাইয়া সীতার অন্বেষণ করিলেন এবং বিফলমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সানুচর বানর-সেনাপতি শতবল উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া শূরসেন অর্থাৎ মথুরা, প্রস্থল অর্থাৎ পাতিয়ালা, কুরুদেশ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র এবং থানেশ্বরের সন্নিহিত প্রদেশ, মদ্রকদেশ (যাহার রাজধানী শাকল) অর্থাৎ সিন্ধুনদ এবং হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ এবং উহার নিকটস্থ অন্যান্য প্রদেশে সীতার বৃথা অন্বেষণ করিলেন।

আর একটী বানরসৈন্য অঙ্গদের এবং হনূমানের নেতৃত্বে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সুগ্রীব নিম্ন-লিখিত স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী অর্থাৎ কৃষ্ণানদী, জব্বলপুরের নিকটে মেকলদেশ, উৎকল অর্থাৎ উড়িষ্যা, দশার্ণ এবং অবন্তী অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও খন্দেশ, কলিঙ্গ অর্থাৎ বৈতরণী-নদী হইতে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরকূলবর্ত্তী প্রদেশ, কেরল অর্থাৎ কোইম্বাটোর ও পালঘাটের উত্তরপশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রদেশ, মলয়গিরি অর্থাৎ পশ্চিমঘাট-পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশ, কাবেরী নদী যাহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা হইয়া কাড্ডালোরের নিকট বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে, তাম্রপর্ণী নদী যাহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া মান্নার উপসাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। সুগ্রীব বলিয়াছিলেন এই সকল প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণের পরে তাঁহারা মহেন্দ্রগিরিসন্নিহিত মহাসাগরতটে উপনীত হইবেন এবং এই মহাসাগর পার হইলেই রাবণাধিকৃত লঙ্কাদ্বীপে যাইতে পারিবেন।

অঙ্গদ ও হনূমান্ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ বানরেরা সুগ্রীবের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনকরিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে সীতান্বেষণের বিস্তৃত বিবরণ নাই; কেবল বাল্মীকি বলিয়াছেন যে তাঁহারা বিন্ধ্য-কানন-সংকীর্ণ দক্ষিণ দেশ, (আর এক স্থানে বলিয়াছেন গিরিজালাবৃত দক্ষিণ দেশ), অনুসন্ধানকরিয়া, ঋক্ষবিল নামক একটী বৃহৎ পার্ব্বতীয় সুড়ঙ্গে পথহারা হইয়া, এক তপস্বিনীর সাহায্যে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসিনীর অনুকম্পায় তাঁহারা ভীষণ সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ বানরদিগকে একমাসের সময় দিয়াছিলেন। সেই একমাস অতীত হওয়াতে তাঁহারা বিষণ্ণ চিত্তে

কিষ্কিন্ধ্যায় আর প্রত্যাগত হইবেন না এবং প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতিকে দেখিতে পাইলেন। বানরদিগের নিকট হইতে রাবণকর্ত্তৃক সীতাপহরণ এবং রাবণের সহিত যুদ্ধে জটায়ুর মৃত্যু এই সংবাদ শ্রবণ-করিয়া সম্পাতি অতিশয় শোকান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে তিনিও সেই পর্ব্বত হইতে রাবণের বলপূর্ব্বক সীতাপহরণ দর্শন করিয়াছেন এবং সীতার লঙ্কায় অবস্থানের বিষয় অবগত আছেন। বানরেরা সীতা-সন্দর্শনে আশান্বিত হইয়া মহেন্দ্রগিরি আরোহণকরিলেন। এক্ষণেও মহেন্দ্রগিরি নামে ৫৪২৭ ফিট উচ্চ একটী পর্ব্বত কুমারিকাঅন্তরীপের প্রায় চব্বিশ মাইল উত্তরে দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বত সম্ভবতঃ দক্ষিণ-সমুদ্রগর্ভ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের সময়ে বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে আমরা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যস্থিত পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণীকে 'বিন্ধ্য' সংজ্ঞা দিই। প্রাচীনকালে এই বিন্ধ্য-পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম এবং পূর্ব্বঘাট শ্রেণীকেও বিন্ধ্যাচল বলিত। সম্ভবতঃ কুমারিকাঅন্তরীপের নিকট হনূমান সমুদ্র পারহইয়া লঙ্কা-নগরীতে গিয়া সীতার দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধের ন্যায় এখানেও জল গভীর ছিল না এবং মৈনাক-পর্ব্বত সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। যখন হনূমান্ সমুদ্রপার হইতেছিলেন সুরষানাম্নী সমুদ্রনাগিনী এবং সিংহাকৃতি একটি ভীষণ সমুদ্রজীব তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। হনুমান্ লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছিয়া লম্ব নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ত্রিকূটপর্ব্বতোপরি নির্ম্মিতা সুরক্ষিতা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন। তাহার পর লঙ্কাপুরীতে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর সীতাকে অশোকবনে দর্শনকরিলেন। সীতা হনুমানের নিকট রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া অতিশয়

আনন্দিতা হইলেন। হনুমান্ রাক্ষসদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি অসীম বলশালী হইলেও রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন এবং রাবণের সমক্ষে নীত হইলেন। রাবণ 'দূত অবধ্য' বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন না। হনুমান্ সীতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া সীতাপ্রদত্ত শিরোমণি গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রগিরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অঙ্গদপ্রভৃতি বানরেরা হনুমানের সীতাসন্দর্শন শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রামচন্দ্র হনুমানের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং সীতার শিরোমণি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন এবং সুগ্রীবের অধীনস্থ সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া শুভ মুহূর্ত্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র বানরসৈন্যকে নগর এবং জনপদসকলের সান্নিকট্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণসাগরের দিকে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, কারণ তাহা না হইলে পৌরজানপদ-বর্গের কষ্টের সীমা থাকিত না। রামসৈন্য প্রথমে সহ্যাদ্রি অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর ভাগ এবং মলয়গিরি অর্থাৎ ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণভাগ অতিক্রমকরিয়া মহেন্দ্রগিরিতে উপনীত হইলেন এবং তাহার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে দক্ষিণসাগর সন্দর্শনকরিয়া মোহিত হইলেন। তাহার পর এই স্থান হইতে অবতরণ করিয়া সুগ্রীবকে সমুদ্র-পার হইবার উপায় নির্দ্ধারণকরিতে বলিলেন। তাহার পর সেই স্থানেই (কিম্বা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া রামেশ্বর ও সেতুবন্ধের নিকট) সমুদ্রের নাতিগভীর জলের উপর বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা সেতু নির্ম্মাণকরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং নলনামা বানরকে এই কার্য্যের ভার দিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রামেশ্বরদ্বীপকে ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য প্রায় দুই মাইল একটী সেতু নির্ম্মাণকরিয়াছেন।

কুমারিকাঅন্তরীপের অথবা সেতুবন্ধের নিকট সমুদ্রের ভিতরে পর্ব্বত নিমজ্জিত থাকায় রামচন্দ্রের সময়ে সেই স্থানে জলের গভীরতা অল্পই ছিল। সেইজন্য বানরকর্ত্তৃক সেতুবন্ধনে আমাদের বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। সসৈন্য রামচন্দ্র লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়া লঙ্কানগরী অবরোধকরিলেন। রাবণ পরাক্রান্ত সম্রাট্ হইলেও এবং যুদ্ধে সমধিক নিপুণ হইলেও পরস্ত্রী-অপহরণরূপ পাপকর্ম্ম তাঁহার সাহস, বল, এবং দক্ষতা হ্রাসকরিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ রামচন্দ্র বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হইয়া যে লঙ্কা-নগরী অবরোধকরিবেন, তাহা তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই এবং সেইজন্য যুদ্ধের সমধিক আয়োজন করেন নাই। তৃতীয়তঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতার দুস্কৃতিতে ব্যথিত হইয়া এবং রামকে সীতা-প্রত্যর্পণবিষয়ক অনুরোধ করার জন্য রাবণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে অপমানিত হইয়া এবং ভবিষ্যতে লঙ্কাধিপতি হইবার প্রত্যাশায় রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রামসকাশে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনকরিয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে বিভীষণ লঙ্কা-রাজ্যের বল ও দৌর্ব্বল্যের বিষয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন এবং এই-জন্য রামচন্দ্রের যুদ্ধজয়বিষয়ে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি বানরবৃন্দের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এবং 'শত্রু হইলেও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য' এই কথা বলিয়া বিভীষণকে রামচন্দ্র বন্ধুভাবে গ্রহণকরিয়াছিলেন। সুগ্রীবের অধীনস্থ বানর-সৈন্য-কর্ত্তৃক লঙ্কা অবরোধকরিবার পর রাবণ দেখিলেন যে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এই যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব আমরা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারি। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে রামচন্দ্রের বনবাসের দশবৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে অগস্ত্যাশ্রমে আগমন, তাহার পর পঞ্চবটী আসিয়া কুটীরনির্ম্মাণ, পঞ্চবটীতে বাস, এই স্থান হইতে রাবণের সীতাপহরণ, সীতান্বেষণার্থ রাম ও লক্ষ্মণের দণ্ডকারণ্য ও ক্রৌঞ্চারণ্য পরিভ্রমণ, কবন্ধের পরামর্শানুসারে পম্পা-সরোবরে আগমন, সেখানে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ ও মৈত্রী স্থাপন, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, মাল্যবান্‌গিরিতে রাম ও লক্ষণের বর্ষাযাপন, সুগ্রীবের বানরসৈন্যকে সীতানুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ, হনুমানের লঙ্কাগমন এবং সীতার বার্ত্তা লইয়া কিষ্কিন্ধ্যাপ্রত্যাবর্ত্তন, বানরসৈন্যসহিত রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ সমুদ্রাভিমুখে সহ্য, মলয় ও মহেন্দ্রগিরির সানুদেশ দিয়া অভিযান, ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী সাগরে সেতুবন্ধনোপযোগী স্থানের নির্দ্ধারণ এবং সেতুবন্ধন, এবং লঙ্কাবরোধ প্রভৃতিকার্য্যে অন্ততঃ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। আমরা যদি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার লঙ্কাবিজয়ের পরে অযোধ্যাপ্রত্যাগমনের নিমিত্ত ছয়মাস কাল রাখিয়া দিই, রাম ও রাবণের যে যুদ্ধ প্রায় দেড়বৎসর-ব্যাপী হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমানকরা যায়।

রামচন্দ্র সসৈন্যে সমুদ্র পারহইয়া লঙ্কাপুরীতে সমুপস্থিত হইলে রাক্ষসেশ্বর শুক ও সারণনামক দুই দূতকে বানরসৈন্যের পরিমাণ ও ভূজবীর্য্যের পরিচয় লইয়া আসিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া রামসকাশে লইয়া যাইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে ক্ষমাকরিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার সৈন্যসমাবেশ তাঁহারা যদি সম্যক না দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দেখিবার যাহা অবশিষ্ট আছে বিভীষণ তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইবেন। এরূপ মহানুভবতা জগতে বিরল।

রাবণের রাক্ষসসৈন্যের সহিত রামের বানরসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ

আরম্ভহইল। এই মহাসমরে রাক্ষস ও বানরবীরসকলের অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। রাক্ষসবীরগণের মধ্যে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের, সেনাপতি প্রহস্তের, রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের, রাবণপুত্র অতিকায়ের এবং রাবণের ও বানরবীরগণের মধ্যে হনুমান্, সুগ্রীব ও অঙ্গদের যুদ্ধনিপুণতা উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রজিৎ দুইবার রামসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধের প্রারম্ভে বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও বিখ্যাত বানর-বীরগণ বলদৃপ্ত ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলাযজ্ঞশালায় গমন করেন এবং ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিতে লক্ষ্মণকে অনুরোধকরেন এবং নিজেও তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করেন। ইন্দ্রজিতের বিশ্বাস ছিল যে যজ্ঞকার্য্য সমাধাকরিতে পারিলে তিনি অজেয় হইবেন। এই বিশ্বাসে তাঁহার সাহস ও বল সমধিক বৃদ্ধি পাইত এবং তাঁহার শত্রুপক্ষও নিরুৎসাহ হইতেন। এবার যজ্ঞসমাপ্তিতে বিঘ্ন হওয়াতে তিনি নিরুৎসাহ হইলেন এবং বিভীষণের ও লক্ষ্মণের এক সময়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাতে তিনি পরাজিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; কিন্তু রণে ভঙ্গ দেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া-ছিলেন।

রাবণ প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের অন্যায় সমরে নিধনবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া শোকে এবং ক্রোধে অধীর হইয়া সীতার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইলেন এবং অশোকবনাভিমুখে দ্রুত গমন করিলেন, কিন্তু অমাত্য সুপার্শ্ব তাঁহাকে বলিলেন যে প্রথমে রামকে যুদ্ধে তিনি হননকরুন, তাহার পর রামের মৃত্যু শুনিলেই সহজেই সীতা তাঁহার হস্তগতা হইবেন। কামাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের কথা সমীচীন মনে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রামের সহিত যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন

করিতে আজ্ঞা দিলেন। পর দিবস অমাবস্যাতিথিতে তিনি সমরাঙ্গনে গমন করিয়া রাম ও বিভীষণের সহিত যুদ্ধের পর লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভকরিলেন। কিছুক্ষণ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অস্ত্রনিক্ষেপের পর রাবণের শেলে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হওয়াতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন। মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এতাদৃশ অবস্থাদর্শনে ভ্রাতৃ-স্নেহ-বশবর্ত্তী হইয়া ভগ্নহৃদয় হইলেন। এখন দুঃখ করা উচিত নয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুই হস্তে লক্ষ্মণের উরঃস্থল হইতে শেল উৎপাটনকরিয়া সুগ্রীব ও হনুমানের নিকট প্রিয়তম ভ্রাতাকে রাখিয়া রামচন্দ্র দুরাচার রাবণকে শাস্তি দিবার মানসে অস্ত্র-বৃষ্টি করিয়া রাবণকে মর্ম্মাহত করিলেন। রাবণ রামের শরজালে নিপীড়িত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন।

রামচন্দ্র এক্ষণে লক্ষ্মণের আরোগ্যবিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলেন এবং সুষেণবৈদ্যকে লক্ষ্মণের নিরাময়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিলেন। সুষেণ হনুমানকে বিশল্যকরণী (বেদনা-নিবারক), সাবর্ণ্যকরণী (সুস্থদেহের বর্ণ উৎপাদক) সঞ্জীবকরণী (উত্তেজক, stimulant) এবং সন্ধানী (ভগ্ন অস্থিগুলিকে পূর্ব্বস্থানে স্থাপনকারী) এই চারিটী ওষধি গিরিশৃঙ্গ হইতে আনয়নকরিতে বলিলেন। এখনও সিংহলের (প্রাচীন লঙ্কার) গল-নগরের সন্নিহিত বিউনাভিষ্টা পর্ব্বতে হনুমান্-আনীত ওষধি আছে, এই প্রবাদ আছে। এই সকল ওষধি সুষেণ লক্ষ্মণের ক্ষতে প্রয়োগকরিলে তাঁহার মূর্চ্ছার অপনোদন হইল এবং তিনি ক্রমে ক্রমে নিরাময় হইলেন।

পুনরায় রাবণের সহিত রামের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভহইল। বানর-গণের শিলাপ্রহারে ও রামের শরাঘাতে রাক্ষসরাজ জর্জ্জরীভূত হইলেন। রাবণকে শরাসন আকর্ষণকরিতে অক্ষম দেখিয়া রাম

রাবণের প্রতি আর শরনিক্ষেপ করিলেন না। রাবণসারথি এরূপ অবস্থা দেখিয়া সভয়ে রণস্থল হইতে তাঁহার রথ অপ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেও একবার রাম রাবণের প্রাণহরণে বিরত হইয়াছিলেন এবং রাবণকে বলিয়াছিলেন "হে রাক্ষস তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, আমি তোমাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি; অতএব অদ্য তোমার প্রাণসংহার করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি অনুমতি দিতেছি তুমি রণক্লিষ্ট হইয়াছ; অতএব লঙ্কাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশাতিবাহিত কর; পরে সুস্থাবস্থায় প্রত্যাগমন করিলে আমার বলবীর্য্য বুঝিতে পারিবে।" পরম শত্রুর প্রতি এরূপ ক্ষমার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। ক্ষণকালপরে রাবণের মোহ অপসৃত হইলে তিনি নির্দ্দোষী সারথিকে রণক্ষেত্র হইতে রথআনয়নের .জন্য তিরস্কার করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে রথ চালনাকরিবার আদেশ দিলেন। পুনর্ব্বার রাম ও রাবণের ভীষণ সমর আরম্ভহইল। অবশেষে মহাবাহু রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষ-সদৃশ শরসন্ধান করিলেন। রাবণের বক্ষে এই শরাঘাত হইবামাত্র রাবণের হস্ত হইতে বাণ ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তিনি রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। রাবণের প্রাণত্যাগ এবং রামের জয়লাভদর্শনে রাক্ষসগণ ভীত এবং আশ্রয়হীন হইয়া সজল নয়নে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তখন বানরগণ রাবণবধের নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রাচীনকালের যুদ্ধের সহিত বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধের একটী প্রধান প্রভেদ আছে এবং 'হোমার' লিখিত মহাকাব্যের সহিত বাল্মীকি ও ব্যাস লিখিত মহাকাব্যের সাদৃশ্য আছে। পুরাকালে যুদ্ধের জয়-পরাজয় অধিকাংশ স্থলে সেনাপতির উপর নির্ভর করিত। সেনাপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কিম্বা পলায়ন করিলে সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইত।

বিভীষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া শোকাবেগে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাবণের সর্ব্বপ্রধানা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণের অন্যান্য স্ত্রীর সহিত ভর্ত্তার প্রাণবিনাশবার্ত্তাশ্রবণে শোকাকুলা হইয়া অন্তঃপুর হইতে রণক্ষেত্রে আসিয়া সকরুণ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং মৃত পতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "মহারাজ! তুমি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার মৃত্যুর জন্য পবিত্রা এবং পতিব্রতা সীতাকে হরণকরিয়াছিলে এবং তোমার ভ্রাতা বিভীষণের হিতবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অপমানকরিয়াছিলে; সেইজন্য রাক্ষসগণেরও বধসাধন করিলে এবং আমরাও সেইজন্য সমূলে নির্ম্মূলিত হইলাম।" রামচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে বিভীষণ রাবণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার বিধিমত আয়োজন করিলেন। বিভীষণ রামকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরস্ত্রীস্পর্শনিবন্ধন পাতকী এবং সেজন্য তাঁহার অগ্নিসংস্কার করা তিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না; কিন্তু মহদন্তঃকরণ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "রাবণ অতিশয় বলদৃপ্ত এবং মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈরিতা মরণ পর্য্যন্ত। আমাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি তোমার ও আমার পক্ষে সমান। তুমি ধর্ম্মানুসারে রাবণের অগ্নিকার্য্য সমাধাকর।" রামচন্দ্র বিভীষণকে এইরূপ বলার পর তিনি রাবণের অগ্নিহোত্র লইয়া রাক্ষসগণের সহিত রাবণের মৃতদেহ বিচিত্র পতাকাবিশোভিত শিবিকায় স্থাপন-করিয়া শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং আর্য্যবিধি-অনুসারে রাবণের অগ্নিকার্য্য করিলেন। রাজা দশরথ এবং রাবণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র-গৃহে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত থাকিত। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।

রাম সেনানিবেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বিভীষণের লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ-বিষয়ে সাহায্য করিতে বলিলেন। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বিভীষণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাহার পর রামচন্দ্র হনুমান্‌কে বলিলেন যে তিনি যেন মহারাজবিভীষণের আদেশ লইয়া লঙ্কেশ্বর রাবণের যুদ্ধে বিনাশ-সংবাদ জানকীকে জানাইয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া আসেন। সীতা এই সংবাদশ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন। রাবণ সীতাকে পর্য্যবেক্ষণকরিবার অভিপ্রায়ে ক্রূরস্বভাবা রাক্ষসীদিগকে অশোকবনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রাক্ষসীরা তাঁহাকে বিবিধরূপে নির্য্যাতনকরিত; কিন্তু সরমানাম্নী একজন রাক্ষসী সীতার সর্ব্বথা হিতকামিনী ছিলেন। হনুমান্ রাক্ষসীদিগকে শাস্তিদিবার ইচ্ছা প্রকাশকরিলে ধর্ম্মপরায়ণা, দীনবৎসলা সীতা বলিলেন "এই সকল রাক্ষসী প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী। রাবণের আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল। এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, ইহারাও আমাকে আর পীড়নকরিবে না। ইহারা ক্রোধের বিষয় হইতে পারে না।" সীতার এই বাক্য শ্রবণকরিয়া হনূমান্ বলিলেন "দেবি, বুঝিলাম আপনি রামচন্দ্রের অনুরূপা গুণান্বিতা সহধর্ম্মিণী।" জনক-নন্দিনী ভর্ত্তাকে সত্বর দর্শনকরিবার ইচ্ছা প্রকাশকরিলেন। হনূমান্ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। হনূমানের নিকট সীতার অভিলাষ শুনিয়া রামচন্দ্র বিভীষণকে সীতাকে বসনভূষণে সজ্জিতা করাইয়া রাম যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই স্থানে আনিতে বলিলেন। সীতা শিবিকা আরোহণকরিয়া রামসমীপে আসিলে রাবণ-গৃহে-নিবাস-হেতু সীতার লোকাপবাদ দূর করিবার অভিপ্রায়ে রামচন্দ্র সীতাকে তাঁহার পবিত্রতা প্রমাণকরিবার জন্য পরীক্ষায় সম্মতা হইতে বলিলেন। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষাকে প্রাচীন ইউরোপে ordeal বলিত। অগ্নিসংস্পর্শেও

সীতার দেহের কোনও রূপ বিকৃতি হইল না। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। সীতার পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরানুগ্রহ সেই সময়ে অগ্নির দহনশক্তি হ্রাসকরিয়াছিল। মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলায় হম্পাসাগরম্ নামে একটী নগর আছে। এই স্থানে বীরভদ্রস্বামীর মন্দিরে প্রত্যেক বৎসর শীতকালে অগ্নিকুণ্ডবিচরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক নারীও প্রজ্বলিত অগ্নির উপর দিয়া অক্ষতদেহে বিচরণ করেন। এই জেলার অন্তর্গত রায়দ্রুগ নামক স্থানে, তিনেবেলি জেলায় বীরবনল্লুর নামক গ্রামে, মাদুরা জেলার উত্তমপালয়িয়ম্ নামক নগরে এবং ইহা ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নগরেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রাম এক্ষণে সীতা, লক্ষ্মণ ও বানরগণ সমভিব্যহারে অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিলেন। সানুচর বিভীষণও তাঁহাদের সহিত গমন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপনকরিলেন। তাঁহাদের হংসযুক্ত দিব্য পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কবিকল্পনা মাত্র। তখন এয়ারোপ্লেন অর্থাৎ ব্যোমযানের সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহারা সম্ভবতঃ অশ্ববাহিত রথে কিম্বা শিবিকায় আরোহণ করিয়াই অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রথে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে যে রণস্থলে বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষস এবং অবশেষে লঙ্কেশ্বর রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা সীতাকে প্রদর্শনকরাইলেন। তাহার পর শ্মশান যেখানে রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, সাগরের উপর নল-প্রস্তুত সেতু এবং যেস্থান এক্ষণে সেতুবন্ধতীর্থ বলিয়া খ্যাত সেইস্থল সীতাকে প্রদর্শনকরাইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বিচিত্র কাননশোভিতা সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সীতার অনুরোধে বানরশ্রেষ্ঠগণের পত্নীগণ তাঁহাদিগের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। তাহার পর ঋষ্যমূক পর্ব্বত, বিচিত্র কানন বেষ্টিতা,

পদ্মশোভিতা পম্পা সরসী, ধর্ম্মচারিণী শবরীর আশ্রম, কবন্ধ-নিধন-স্থান, রাবণকর্ত্তৃক জটায়ুবিনাশের স্থান সীতাকে দেখাইয়া পঞ্চবটী অর্থাৎ নাসিকে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, কদলীবনবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম, ঋষিশরভঙ্গের পবিত্র আশ্রম, মহর্ষি অত্রি ও তাঁহার পত্নী ধর্ম্মচারিণী তাপসী অনসূয়ার আশ্রম সীতাকে প্রদর্শন করাইয়া চিত্রকূটপর্ব্বতে যেখানে ভরত তাঁহাকে অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তনের এবং অযোধ্যার সিংহাসনারোহণের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা রাম সীতাকে দেখাইলেন। তাহার পরে যমুনানদী অতিক্রমকরিয়া তাঁহারা ভরদ্বাজ-ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন তখন রামচন্দ্রের বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসর এবং চারিদিবস অতীত হইয়াছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসের কথা উল্লিখিত আছে। ইহার ভিতর এক বৎসর তাঁহাদের অজ্ঞাতবাস বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। রামচন্দ্র ভরদ্বাজের নিকট তাঁহার আত্মীয় এবং প্রজাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। ভরতকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত রামচন্দ্র হনূমান্‌কে নন্দীগ্রামে প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজের অনুরোধে রামচন্দ্র একরাত্রি তাঁহার আশ্রমে যাপনকরিলেন। ভরত হনূমানের নিকট সানুচর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রত্যাবর্ত্তন শুনিয়া লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্নকে অযোধ্যা সুসজ্জিত করিতে এবং রামচন্দ্রের উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যার প্রজাগণের আনন্দ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়া মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইলেন। ইত্যবসরে ভরত রামের রাজ্যাভি-ষেকের সমস্ত আয়োজন করিলেন। বশিষ্ঠাদি পুরোহিতগণ সর্ব্বৌষধি

জলে তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং রামের পূর্ব্বপুরুষদিগের কিরীট রামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণকরিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেত-ছত্র এবং সুগ্রীব শ্বেত-চামর ধারণ করিলেন। বিভীষণ আর একটী চামরদ্বারা তাঁহাকে ব্যজনকরিতে লাগিলেন। তৎকালে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে অনেক অশ্ব, ধেনু, সুবর্ণমুদ্রা এবং আভরণ দান-করিলেন। সুগ্রীবকে মণিকাঞ্চনীয় মালা, অঙ্গদকে মূল্যবান্ অঙ্গদ এবং সীতাকে মুক্তাহার, বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য অলঙ্কার অর্পণকরিলেন। সীতা রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া হনুমানের উপকার স্মরণকরিয়া তাঁহাকে মহামূল্য হার প্রদানকরিলেন। রামচন্দ্রের নিকট এইরূপে যথাযোগ্য সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস ও বানরেরা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

রামচন্দ্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রজারঞ্জনে তাঁহার মনঃপ্রাণ নিযুক্ত করিলেন। রাম রাজ্যপালন করিতে নিযুক্ত হইলে হিংস্রপ্রাণীজনিত আশঙ্কা, ব্যাধিজনিত ভয় এবং সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মাচরণ রাজ্য হইতে তিরোহিত হইল। প্রজাবর্গ নীরোগ এবং শোকশূন্য হইলেন এবং পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি আচরণকরিতে লাগিলেন।

বাল্মিকীপ্রণীত রামায়ণের এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড বাল্মিকী-রচিত নহে, পরে বাল্মীকির রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা লঙ্কাকাণ্ডের শেষ অধ্যায় পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকির রামায়ণের ছয়টী কাণ্ড বা অংশঃ বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড এবং লঙ্কাকাণ্ড। বালকাণ্ডের প্রথম সর্গে যে সূচীপত্র আছে তাহাতেও রামের রাজ্যগ্রহণের পর আর কিছুর বর্ণনা নাই। বালকাণ্ডের তৃতীয়সর্গে বৈদেহীর বিসর্জ্জন অর্থাৎ রাম কর্ত্তৃক সীতাপরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু ইহা প্রথম সর্গে নাই।

আবার চতুর্থ সর্গে সীতার দুই পুত্র লব ও কুশের কথা আছে। কিন্তু ইঁহাদের কথা প্রথম কিম্বা তৃতীয় সর্গে নাই। আমরা একথা বলিতেছি না যে রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডের সমুদয় অংশ বাল্মীকি-রচিত। প্রথম ছয়কাণ্ডেরও অনেক শ্লোক বাল্মীকিরচিত নহে।

সম্ভবতঃ বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন কিম্বা রামচন্দ্রের কিছু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন সে সময়ে লেখার প্রচলন ছিল না; কিন্তু রামায়ণে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীর উল্লেখ আমরা দুইবার দেখিতে পাই। লেখা প্রচলিত থাকিলেও সে সময়ে লিখিবার দ্রব্য-সম্ভার অল্পই ছিল। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন তাঁহাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য বেদবেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে নিহিত থাকিত। রামচন্দ্র যখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইতেছিলেন এবং অযোধ্যার ব্রাহ্মণগণ কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বলিয়াদিয়াছিলেন যে বেদসকল তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। শাস্ত্র পিতা পুত্রকে শিখাইতেন, পুত্র আবার তাঁহার পুত্রকে শিখাইতেন। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত লোকমধ্যে শাস্ত্র সমূহ বিস্তৃত হইত এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের পরিবর্ত্তন কিম্বা তাহাদের মধ্যে নূতন বিষয়ের প্রক্ষেপ সংঘটিত হইত। এইরূপে রামায়ণে বুদ্ধদেবের কথা, রামের চরিত্রদূষণের কথা, জাবালির প্রতি রামের কটূক্তিপ্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। লঙ্কাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গে মহোদর এবং মহাপার্শ্বনামা রাক্ষসসেনাপতিদ্বয়ের বানরদিগের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে। আবার ঐ কাণ্ডেরই পঞ্চনবতিতম সর্গে মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং বিরূপাক্ষকে লঙ্কাধিপতি রাবণ সৈন্যসমাবেশের জন্য আজ্ঞা করিলেন, ইহাও বর্ণিত আছে।

রাবণের একটী নাম দশগ্রীব ছিল। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে পরবর্ত্তী

যুগে দশমুণ্ড এবং বিংশতি হস্ত দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সুন্দরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গে ও লঙ্কাকাণ্ডের ত্রিনবতিতম সর্গে তাঁহার কেবল দুই চক্ষুর বর্ণনা আছে। সুন্দরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গে তাঁহার দুই হস্তের ও দুই কর্ণকুণ্ডলের কথাও আছে। সেই প্রকার অনেকস্থলে তাঁহার একটী কিরীটের, দুইটী চরণের এবং একটী মস্তকের বর্ণনা আছে।

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে ইন্দ্রজিৎ নাম দেওয়া হইয়াছিল, কারণ তাঁহাকে ইন্দ্র অপেক্ষা পরাক্রমশালী বলিয়া জনসাধারণ মনে করিত। তাহার পরে মেঘের অন্তরাল হইতে তাহার যুদ্ধ ইত্যাদি কল্পিত হইল। রাক্ষসেরা যাদুবিদ্যায় (Hypnotism) দক্ষ ছিলেন। তন্নিমিত্ত তাহারা সহজেই মায়া-সীতা মূর্ত্তি, মায়ারাম মূর্ত্তি ও স্বর্ণমৃগমূর্ত্তি যাদুবিদ্যাবলে সৃষ্টিকরিতে পারিতেন। আমরা যাদুবিৎ (Hypnotist) একটী ভদ্রলোককে কৃষ্ণনগরকলেজের দশ বার জন ছাত্রকে এরূপ ভাবে মুগ্ধ করিতে (Hypnotised) দেখিয়াছি যে তাহারা তাহাদের জুতা খুলিয়া রুটী বলিয়া মুখের কাছে লইয়া গিয়াছিল এবং আমার অনুরোধে (Hypnotist) মহাশয় তাহাদিগকে পুনরায় 'তোমাদের হাতে যাহা আছে রুটী নয়, তোমাদের জুতা' এই কথা বলিলে তাহারা ঘৃণা সহকারে সেই গুলি মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দশরথ ও রামচন্দ্র কোশলরাজ্যের রাজা ছিলেন। কোশল এখনকার অযোধ্যা (Oudh) প্রদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল না। কিন্তু পরে রামচন্দ্রকে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর করা হইয়াছিল। রাম মুমূর্ষু বালীকে বলিলেন যেহেতু রাজা ভরত সমস্ত অনাচার দূর করিতে তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদারাপহরণকারী বালীকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। রামচন্দ্র

একজন আদর্শচরিত্র নৃপতি ছিলেন; কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে তিনি বিষ্ণুর অবতারে পরিণত হইয়াছিলেন।

একটী প্রবাদ আছে যে বাল্মীকি রত্নাকরনামা দস্যু ছিলেন, পরে রাম-নাম জপ করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন এবং বাল্মীকি-নাম গ্রহণকরিয়া রামায়ণ রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে এ সকল কথা নাই। বালকাণ্ডের প্রথম সর্গে বর্ণিত আছে যে মহামুনি বাল্মীকি মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসাকরিলেন যে সে সময়ে পৃথিবীতে আদর্শ-চরিত্র কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। নারদ তাঁহাকে বলিলেন যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামনামা এক আদর্শ চরিত্র প্রসিদ্ধ নরপতি আছেন এবং রামচন্দ্রের সমস্ত জীবনী তাঁহাকে জ্ঞাপনকরিলেন। তাহার পর বাল্মীকিমুনি গঙ্গার সন্নিহিত তমসা তীরে (যুক্তপ্রদেশের বালিয়ানগরের নিকট ছোটী সরযূতীরে) গমন করিলেন। এখানে তাঁহার একটী আশ্রম ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহার আর একটী আশ্রম চিত্রকূটে ছিল। আর্য্যঋষি-দিগের একাধিক আশ্রম থাকিত। তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে আর্য্য রীতি নীতি, আর্য্য ধর্ম্ম এবং আর্য্য সভ্যতা বিস্তার-করিতেন। বাল্মীকি তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া এই নদীতে অবগাহন করিবার মানস করিলেন। এই সময়ে একটী নিষাদ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুংক্রৌঞ্চকে শরদ্বারা নিহত করিল। ক্রৌঞ্চী স্বামীর বিয়োগে অতিশয় কাতরা হইল। রোদনপরায়ণা ক্রৌঞ্চীকে দেখিয়া ঋষির অন্তরে করুণা-সঞ্চার হইল। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে চতুষ্পাদবদ্ধ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত অনুষ্টুভ-ছন্দে রচিত একটী শ্লোক বহির্গত হইল, যথা "রে নিষাদ তুই যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনমধ্যে একটী কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বধকরিয়াছিস্, অতএব তুই কখন প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না।" ইহার পর তিনি এই ছন্দে সমস্ত রামবৃত্তান্ত,

যাহা তিনি নারদের নিকট শুনিয়াছিলেন অর্থাৎ রামায়ণ, রচনা করিলেন।

রামায়ণের সমাজ ইত্যাদি

রামচন্দ্রের সময়ে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উত্তর কোশলে দশরথ, পরে রামচন্দ্র, রাজা হইয়াছিলেন। উত্তর কোশলরাজের অধীনে ক্ষুদ্রতর সামন্তরাজ্য এবং নৈগম এবং গণ সকল ছিল। নৈগম city state এবং গণ tribal state। নৈগম একটী নগর, যাহার শাসনকার্য্য নাগরিকবৃন্দের দ্বারাই সম্পন্ন হইত; 'গণ' কয়েকটী গ্রামের সমষ্টি, যাহার শাসনকার্য্য একটী বৃহৎ পরিবারদ্বারা সম্পন্ন হইত। উত্তরকোশলের রাজধানী অযোধ্যা ছিল। দক্ষিণকোশলে রামের মাতামহ অর্থাৎ কৌশল্যার পিতা রাজত্ব করিতেন। রোমপাদ অথবা লোমপাদ, অঙ্গদেশ অর্থাৎ ভগলপুর এবং মুঙ্গের জেলার অধীশ্বর ছিলেন। কেকয়ের রাজধানী গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহ, আধুনিক পাঞ্জাব প্রদেশের জালালপুর, ছিল। এখানে ভরতের মাতামহ অর্থাৎ কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতি রাজত্ব করিতেন। দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে উপর্য্যুক্ত নৃপতিসকল ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশের অধিপতিদিগকে নিমন্ত্রণকরা হইয়াছিল। কাশী, মগধ (যাহার রাজধানীকেও গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহ বলিত), সিন্ধু অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সিন্ধু, সিন্ধু প্রদেশের সন্নিকট সৌবীর রাজ্য এবং সৌরাষ্ট্র (অর্থাৎ কাথিয়াবাড় এবং গুজরাট্)। মিথিলাতে জনকনামা রাজা ছিলেন; ইঁহার রাজধানী মিথিলাকে এক্ষণে জনকপুর বলে। জনকের ভ্রাতা সাঙ্কাশ্যের অধীপতি ছিলেন। সাঙ্কাশ্যকে সঙ্কীশা বলে; ইহা ফরাক্কাবাদ নগরের দক্ষিণপাশ্চমদিকে ইক্ষুমতী অর্থাৎ

কালীনদীর তীরে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাংশ ভীষণ অরণ্যে এবং গিরিজালে আবৃত ছিল। দণ্ডকারণ্য চিত্রকূটের ১৬ মাইল দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা-নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দণ্ডকারণ্যের একাংশ অর্থাৎ গোদাবরীনদী হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যকে জনস্থান বলিত। আবার দণ্ডকারণ্যের তিনক্রোশ দক্ষিণে ক্রৌঞ্চারণ্যের আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই ক্রৌঞ্চারণ্য পম্পাসরোবরের তিন ক্রোশ উত্তরে শেষ হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বঙ্গোপসাগর উপকূলে এবং মধ্য ভারতে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। ইহাদের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যথা—মেকল, উৎকল, দশার্ণ, অবন্তী, বিদর্ভ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্য অর্থাৎ মহিষক (যাহার রাজধানী মাহিষ্মতী, আধুনিক মান্ধাতা), কলিঙ্গ, অন্ধ্র, চোল, পাণ্ড্য, কেরল ইত্যাদি। পাণ্ড্যরাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। বাল্মীকি বলিয়াছেন যে ইহার রাজধানীর সিংহদ্বার মণিমুক্তায় খচিত ছিল।

সে সময়ের লোকেরা অরাজকতাকে অত্যন্ত ভয়করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে রাজার অভাবে কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পের উন্নতি, দোষীর শাসন, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মকার্য্য, সদাচার, সমস্তই অন্তর্হিত হইবে।

রাজকুমারেরা অলসভাবে জীবনযাপন করিতেন না। রাম বনগমন-কালে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ দরিদ্রদিগকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নদীপার হইবার জন্য ভেলা এবং কুটীরনির্ম্মাণে দক্ষ ছিলেন।

মন্ত্রীদিগের অধীনে অনেক গুপ্তচর থাকিত। তাহারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের বার্ত্তা মন্ত্রীদিগকে জ্ঞাত করিত। তাঁহারা আবার সেই সংবাদ রাজাকে অবগত করাইতেন। শত্রু জয়করিবার ছয়টী উপায় ছিল, যথা সন্ধি, বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ, যান অর্থাৎ যুদ্ধ

যাত্রা, দ্বৈধীভাব অর্থাৎ এক রাজার সহিত মৈত্রী, অপরের সহিত বিবাদ এবং সমাশ্রয় অর্থাৎ পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত মিত্রতা। রাজ্য-শাসনের নিমিত্ত নৃপতি চতুর্বর্গ অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের আশ্রয় গ্রহণকরিতেন। শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। ইহার দ্বারাই রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

বর্ষাকাল শেষ হইলে রাজা যুদ্ধযাত্রা করিতেন। পাঁচ প্রকার দুর্গ দ্বারা রাজা রাজ্য রক্ষাকরিতেন; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, মরুদুর্গ এবং উষ্ণকালে নির্ম্মিত দুর্গ। যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যথা, অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুষল, হল, শক্তি, কূট-মুদ্গর, যষ্টি, চক্র, ভিন্দিপাল, অর্থাৎ যে শর হস্তদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত, ধনু এবং বাণ ও শতঘ্নী অর্থাৎ চতুর্হস্ত লৌহ-কণ্টকবিশিষ্ট গদা। কবচ বা বর্ম্ম যোদ্ধারা পরিধান করিতেন। সেনা চারিভাগে বিভক্ত ছিল; রথারোহী সৈন্য, গজারোহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য এবং ধনুর্দ্ধারী পদাতিক সৈন্য। বানর-সৈন্যের যাত্রাকালে রামচন্দ্র আদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন নগর এবং গ্রামের নিকট দিয়া যাইয়া ঐ স্থানের অধিবাসীদিগকে পীড়া না দেন। শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হইত না। রাবণ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন ক্লান্ত এবং আর এক সময়ে মুর্চ্ছিত হইয়াছিলেন রাম তাঁহার প্রতি কোনও শর প্রয়োগকরেন নাই। লঙ্কানগরীর চারিটী সিংহদ্বার ছিল। সকল দ্বারই দৃঢ় কপাটদ্বারা সংবদ্ধ এবং অর্গলসংযুক্ত। উহাতে সুবৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রাদি সর্ব্বদা সংগৃহীত হইয়া থাকিত। এই সকল দ্বার এরূপে গঠিত যে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইবামাত্র বিতাড়িত হইত। লঙ্কাপুরী সুন্দর প্রাচীরসংবেষ্টিতা। প্রাচীরের পরে কুম্ভীরাদি জন্তু এবং গভীর জলপূর্ণা পরিখা। প্রত্যেক দ্বারে একটী বিস্তীর্ণ যন্ত্রলম্বিত সেতু বিরাজমান ছিল। শত্রুপক্ষ উপস্থিত হইলেই যন্ত্রের

সাহায্যে শত্রুপক্ষ পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হইত। লঙ্কানগরী ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরে প্রতিষ্ঠিতা ছিল। ইহাতে চতুরঙ্গিনী সেনা সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

রামায়ণের যুগে শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। নানা-প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইত যথা দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব, মেঘ, ভেরী, মদ্দুক, পটহ, বিপঞ্চ, ডিণ্ডিম, মুরজ ও চেলিকা। সুগ্রীবের অন্তঃপুরে মধুরস্বন-তন্ত্রি-বাদ্যসংযুক্ত সমতাল-পদাক্ষর-গীত সর্ব্বদাই শ্রুত হইত। রাবণের অন্তঃপুরও সুমধুর তন্ত্রিস্বর-সমন্বিত গীতে মুখরিত থাকিত। অযোধ্যাতে বধূদের নাট্যসমাজ ছিল। নট ও নর্ত্তকেরা সস্ত্রীক চিত্রকূটগামী ভরতের অনুগমন করিয়াছিল। প্রত্যূষে নৃপতিদিগকে বন্দী, সূত এবং মাগধেরা নিদ্রা হইতে জাগরিত করিত। বন্দীরা রাজার প্রশংসাগীত গাহিতেন। সূতেরা পৌরাণিক কথা অবলম্বনকরিয়া গীত রচনাকরিতেন। মাগধেরা রাজার বংশাবলী অবলম্বনকরিয়া গান করিতেন। ভরতের মাতামহগৃহে সঙ্গীত, নর্ত্তন এবং প্রহসন অভিনীত হইত।

সে সময়ে অনেক নিপুণ স্থপতি ছিল; গৃহ সকল প্রস্তর, ইষ্টক এবং কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত। পাণ্ডুমৃত্তিকালেপিত (চূণকামকরা) পতাকা-শোভিত সপ্ততলগৃহ বিদ্যমান ছিল; ইহাদিগকে বিমান বলিত। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকৃস্থিত প্রাচীরের উপরিভাগে সুন্দর প্রতিমা বিরাজ করিত। দশরথের প্রাসাদে অন্ততঃ আটটী কক্ষ বর্ত্তমান ছিল। লতাগৃহ, চিত্রশালাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত রাবণের প্রাসাদে দৃষ্ট হইত। দক্ষ শিবির নির্ম্মাতারও অভাব ছিল না। চিত্রকূটগামী ভরতের জন্য বৃহৎ এবং সুন্দর শিবির সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল।

গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত স্থপতিদিগকে সাহায্যকরিবার জন্য খনক,

কর্ম্মান্তিক অর্থাৎ যোগাড়ে, বর্দ্ধকী অর্থাৎ সূত্রধর এবং অন্যান্য শিল্পী বর্ত্তমান ছিল। যখন ভরত চিত্রকূট-অভিমুখে যাত্রা করেন তখন মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, ক্রাকচিক অর্থাৎ করাতী, বেধক অর্থাৎ যাহারা প্রস্তরাদি বিদ্ধ করিতে পারে, দন্তকার, সূপকার, গন্ধপোজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, চিকিৎসক, ধূপপ্রস্তুতকারী, রজক, তুন্নবায় অর্থাৎ দর্জী, কৈবর্ত্তক, ভূমিপ্রদেশজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক অর্থাৎ কাঠুরিয়া, মার্গী এবং দ্রষ্টা অর্থাৎ যাহাদিগকে এক্ষণে overseer এবং engineer বলে, তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট নৌকাকে স্বস্তিক বলিত। এই সকল নৌকা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ এবং নরপতিগণের আস্তরণোপযুক্ত কম্বলাচ্ছাদিত এবং ইহাদের উপরিভাগে অনবরত মঙ্গলবাদ্যের শব্দ উত্থিত হইত। -

সে সময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক এবং কাংস্যের ব্যবহার ছিল। সুবর্ণ এবং রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল। স্বর্ণকারেরা কুণ্ডল, নিষ্ক অর্থাৎ কণ্ঠহার, অঙ্গদ অর্থাৎ অনন্ত, মুকুট, মুক্তাবলী, কাঞ্চী অর্থাৎ গোট, কেউর অর্থাৎ বাজু, প্রভৃতি অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। আমলকীর কল্ক এবং অঙ্গরাগ (complexion-balm) চূর্ণ (tooth-powder), কষায় (mouth-wash), দন্ত-ধাবন অর্থাৎ দাঁতন, পরিমৃষ্ট দর্পণ, পাদুকা এবং উপানৎ অর্থাৎ চর্ম্মপাদুকা, অঞ্জনী অর্থাৎ কাজললতা, কঙ্কত অর্থাৎ চিরুণী, কূর্চ অর্থাৎ দাড়ী আঁচড়াইবার চিরুণী, লৌহী অর্থাৎ লৌহ-নির্ম্মিত কটাহ, অষ্ট চক্রযুক্তা মঞ্জুষা, কঠিন অর্থাৎ খনিত্র, কাজ অর্থাৎ পেটক প্রস্তুত করিবার জন্য দক্ষ শিল্পী বর্ত্তমান ছিল। সূপকারেরা চারিপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিত; ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। অন্ন দধি, ঘৃত, লাজ অর্থাৎ খই, ক্ষীর, ইক্ষুরস, পায়স, তক্র এবং শর্করা খাদ্যের জন্য প্রস্তুত হইত। ছাগ এবং শূকরমাংস মশলার ও ফলরসের সহিত রন্ধন হইত।

বিল্ব, কপিত্থ, পনস (অর্থাৎ কাঁঠাল), দাড়িম্ব, আমলকী এবং আম্র খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। ধান্য, গোধূম এবং যব দণ্ডকারণ্যেও উৎপন্ন হইত।

কাম্বোজ, পাঞ্জাবান্তর্গত বাহ্লীক, এবং বনায়ু অর্থাৎ আরব দেশ হইতে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে হস্তী অযোধ্যায় আনীত হইত।

সে সময়ে শিক্ষিতা রমণীর অভাব ছিল না। সীতা, অনসূয়া, অরুন্ধতী, তারা, মন্দোদরী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী সকলেই পুরাবৃত্ত এবং পুরাণে অভিজ্ঞা ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যগীতচর্চ্চার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদিও সীতা, অনসূয়া, শবরী প্রভৃতি নারী-দিগকে সকলেই সম্মানকরিতেন, তথাপি পুরুষেরা স্ত্রীজাতির দোষ পুরুষদিগের দোষ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় মনে করিতেন। রাবণ পাপাচারী হইলেও বিদ্বান্ নৃপতি ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ধেনুতে ধন, জ্ঞাতি হইতে ভয়, ব্রাহ্মণেতে তপস্যা এবং নারীতে চাঞ্চল্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। অগস্ত্যঋষি রামকে বলিয়াছিলেন যে সীতা অরুন্ধতীর ন্যায় প্রশংসনীয়া, কিন্তু সাধারণতঃ মহিলাগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে। শূর্পণখা এবং অয়োমুখীর ন্যায় দুষ্টা স্ত্রীর নাসিকাকর্ত্তন করা হইত কিন্তু স্ত্রীহত্যা মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথাপি বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রামচন্দ্র তাড়কারাক্ষসীকে বধ-করিয়াছিলেন।

সীতার ন্যায় পতিব্রতা রমণী জগতে দুর্লভা, কিন্তু কৈকেয়ীর ন্যায় দুষ্টা স্ত্রীরও অভাব ছিল না। রাম আদর্শচরিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ব্রাহ্মণভক্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, সত্যবাদিতা, সাহস এবং বীর্য্য জগতে অতুলনীয়।

কিন্তু তাঁহার বালিবধ কার্য্যটী অতিশয় নিন্দার্হ। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অনিষ্টকারী রাবণের প্রতি ক্ষমা অতিশয় প্রশংসনীয়। তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক নৃপতি পৃথিবীতে দুর্লভ। রাম ব্রাহ্মণবাক্য এবং শাস্ত্র অলঙ্ঘনীয় মনে করিতেন। তাঁহার অদৃষ্টে এবং কর্ম্মফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল কিন্তু লক্ষ্মণ পৌরুষ এবং উৎসাহকে অধিকতর সমাদরকরিতেন। লক্ষ্মণের ন্যায় পূতচরিত্র এবং ভ্রাতৃভক্ত লোক প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ভরতেরও ভ্রাতৃভক্তি এবং স্বার্থত্যাগ এ মরজগতে দুর্লভ। হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরেরা এবং জটায়ু ও সম্পাতি অনার্য্য হইলেও অনেক তথাকথিত সভ্য মানব-অপেক্ষা উচ্চস্থান-প্রাপ্তি-যোগ্য। হনুমানের প্রভুভক্তি অর্থাৎ সুগ্রীবের, সীতার বিশেষতঃ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির তুলনা আমরা দেখিতে পাই না। দশরথের মন্ত্রী এবং সারথি সুমন্ত্রের ও রাবণের সারথির প্রভুভক্তি অনুকরণযোগ্য। কিন্তু বিভীষণের চরিত্র কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। পরস্ত্রীহরণের জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগকরিলেও, তিনি লঙ্কারাজ্যের প্রত্যাশায় রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বনকরিয়াছিলেন। আবার রাবণের মৃত্যুর পর গভীর শোকে মুহ্যমান ইহা দেখাইয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বিভীষণের অসম্মতিজ্ঞাপন সাতিশয় নিন্দার্হ। রামের অনুরোধে পরে তিনি রাবণের বিধিমত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

যখন কোনও নারী শোকযুক্তা কিম্বা ক্রোধান্বিতা হইতেন তখন তিনি একবেণী ধারণ করিতেন এবং ক্রোধাগারে যাইয়া অলঙ্কারাদি পরিত্যাগকরিয়া ভূতলে শয়ন করিতেন। কৈকেয়ী দশরথকে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামের নির্ব্বাসনে সম্মত করাইবার জন্য এই পন্থা অবলম্বনকরিয়াছিলেন। রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে অশোকবনে সীতা একবেণী ধারণকরিয়াছিলেন, সমুদয় অলঙ্কার পরিহারকরিয়াছিলেন এবং ভূমিতলে শয়ন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের সময়ে সতীদাহের প্রচলন ছিল না। দশরথের, বালীর এবং রাবণের মৃত্যুর পর তাঁহাদের কোনও স্ত্রী তাঁহাদের মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন্ নাই। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে বেদবতীর মাতার পতিদেহের সহিত অনুমৃতা হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উত্তর-কাণ্ড বাল্মীকি-রচিত নহে।

সে সময়ে আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রচলন ছিল। দশরথ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহার বৈশ্যা এবং শূদ্রা স্ত্রী ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গঋষি ক্ষত্রিয়-নৃপতি লোমপাদের কন্যা শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে অন্ধমুনির পুত্রকে দশরথ ভ্রমক্রমে বধ করিয়াছিলেন, তিনি বৈশ্য ছিলেন এবং শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইলেও তপশ্চর্য্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণ-সঙ্করকে সে সময়ে লোকে ঘৃণা করিত। বাল্মীকি বলিয়াছেন যে, অযোধ্যাতে বর্ণসঙ্কর দৃষ্ট হইত না।

এ সময়ে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না। পুরুষের বহু বিবাহের ফল দশরথ প্রকৃষ্টরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। দশরথের পূর্ব্বপুরুষ অসিতের স্ত্রী তাঁহার গর্ভিণী সপত্নীকে বিষ-প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিতা হন্ নাই। কৌশল্যা দুঃখ করিতেন যে দশরথ তাঁহাকে পরিচারিকা অপেক্ষা নিম্ন পদবীতে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন।

সীতা, অনসূয়া, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতি পুত-চরিত্রা নারী সে সময়ে বিদ্যমানা থাকিলেও, বারনারীর অভাব ছিল না। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময়ে, রামের বনগমন সময়ে এবং রামের লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময়ে অভ্যর্থনার জন্য রূপাজীবা সকল উপস্থিত ছিল। ঋষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনকরিবার জন্য বার-নারী প্রেরিতা হইত। এমন কি ভরদ্বাজ-ঋষি সসৈন্য, সপারিষদ ভরতকে অভ্যর্থনাকরিবার নিমিত্ত বারনারী আনয়নকরিয়াছিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি পবিত্রচরিত্র পুরুষেরা মদ্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিলেও অনেক মদ্যপ সে সময়ে দৃষ্ট হইত। সুগ্রীবের এবং রাবণের অন্তঃপুরে নারীরাও মদ্যপানে বিরত ছিলেন না। ভরদ্বাজ-ঋষি ভরতের অনুচরগণের জন্য বিবিধপ্রকার সুরার আয়োজন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ঋষিরা তপশ্চর্য্যার এবং আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের নিমিত্ত ভারতবর্ষে নানাস্থানে আশ্রম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঋষিগণের কুটীরের প্রাঙ্গণভূমি সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পশু ও পক্ষীসমূহে সমাকীর্ণ থাকিত। এইস্থানে অগ্নিশালা, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ্, জলকলস, এবং ফলমূল রক্ষিত হইত এবং সুস্বাদু-ফল-বিশিষ্ট বৃক্ষসমূহে সমাবৃত থাকিত। এই আশ্রমসকলে নিয়তই বলি ও নানাপ্রকার যজ্ঞ সম্পন্ন হইত, এবং পুণ্য বেদধ্বনি উত্থিত হইত। এই সকল আশ্রম স্রোতস্বতী কিংবা সরোবরের সন্নিকটে স্থাপিত হইত। এই আশ্রমে ফলমূলাহারী চীর কৃষ্ণাজিনপরিধায়ী দান্তস্বভাব মুনিগণ বাস করিতেন। নিয়তাহারী ঋষিসমূহে শোভিত, নিয়ত বেদাধ্যয়নশব্দে এবং পরম ব্রহ্মের স্তুতিগানে প্রতিধ্বনিত এবং সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থল হওয়াতে এই সকল আশ্রম অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। ঋষিরা নানাপ্রকার তপশ্চর্য্যা করিতেন। কেহ কেহ কেবল পত্রাহার করিয়া জীবন ধারণকরিতেন। তাঁহাদিগকে পত্রাহারী তাপস বলিত। কেহ কেহ ভূমির উপরে শয্যাবিহীন হইয়া শয়ন করিতেন। তাঁহাদিগকে গাত্রশয্য বলিত। কেহ কেহ নিদ্রাবিহীন হইয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদিগকে অশয্য বলিত। কেহ কেহ অপক্ক অন্ন আহারকরিতেন। তাঁহারা অশ্মকুট্ট বলিয়া অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ একটী পদে ভর করিয়া সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিতেন।

তাঁহাদিগকে অনবকাশিক বলা হইত। কেহ কেহ বায়ুনিশ্বাসপ্রশ্বাস করিয়াই জীবনধারণ করিতেন। তাঁহাদিগকে বায়ুভক্ষক বলিত। কেহ কেহ সর্ব্বদাই জলসিক্ত বস্ত্র পরিধানকরিতেন। তাঁহাদিগকে আর্দ্রপটবাসা বলিত। কেহ কেহ পাঁচটি পবিত্র অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া জীবনযাপন করিতেন। তাঁহাদিগকে পঞ্চতপা বলিত। এই প্রকার কঠোর তপশ্চর্য্যাকারী অন্যান্য ঋষি এই সকল আশ্রমে দৃষ্ট হইতেন।

ঋষিরা সহজে ক্রুদ্ধ হইতেন না। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন ক্রোধ এবং হিংসা তপশ্চর্য্যার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদের অভিশাপ সকলের ভয়ের কারণ হইত।

সে সময়ে ফলিত জ্যোতিষে লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কোন আবশ্যকীয় কার্য্যের সম্পাদন, সেই মুহূর্ত্তের গ্রহ নক্ষত্র-স্থিতির উপর নির্ভর করিত। রাম যখন কিষ্কিন্ধ্যাহইতে সীতাকে উদ্ধারকরিবার নিমিত্ত লঙ্কাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন "অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিবে, অতএব সুগ্রীব! চল এই মুহূর্ত্তে আমরা যুদ্ধার্থে সসৈন্যে যাত্রা করি।" দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন তখন তিনি মন্ত্রীদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "আগামী কল্য চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে সংযুক্ত হইবেন, ঐ দিনেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা আমার অভিপ্রায়।"

তাঁহারা যেরূপ মানবজীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করিতেন, সেইরূপ অশুভ স্বপ্নে এবং অন্যান্য দুর্নিমিত্তে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। দশরথ রামকে যুবরাজের পদে স্থাপিত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "অদ্য আমি বড় অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। দিবসে উল্কাপাত ও ঘোররবে বজ্রপতন ঘটিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা

বলিতেছেন সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু আমার জন্মনক্ষত্রকে আক্রমণকরিয়াছে। এরূপ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রাজার মৃত্যু কিম্বা আর কোনও বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" বিভীষণ রাবণকে বলিয়াছিলেন "যে সময় হইতে সীতা লঙ্কায় আসিয়াছেন তদবধি এখানে নানা দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলী সরীসৃপপরিপূর্ণ, হব্যে পিপীলিকার প্রাদুর্ভাব, গাভীগণ দুগ্ধহীন, অশ্বগণ খাদ্যাভিলাষী হইলেও দীনভাবে হ্রেষারবে সমুৎসুক, বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে, গৃধ্রগণ প্রাসাদাগ্রে বসিয়া আছে এবং প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতেছে। এক্ষণে এই ভয়াবহ বিষাদের শান্তির নিমিত্ত রামকে সীতা সমর্পণকরাই কর্ত্তব্য, নতুবা রাক্ষস ও রাক্ষসী-গণকে সীতাহরণের বিষময় ফল সত্বর ভোগকরিতে হইবে।"

রামায়ণের সময়ে পশুবলি প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম কালের নরবলির আভাস রামায়ণে পাওয়া যায়। শূনঃশেফ একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র রাজা অম্বরীষের যজ্ঞে তিনি বলির নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রঋষি এই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেন নাই। ইহার বিবরণ বালকাণ্ডের ৬১ এবং ৬২ সর্গে আছে। রামায়ণের সময়ে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল না। অন্ততঃ তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু বিষ্টিকর্ম্মান্তিক ছিল। ইহাদের বিনা বেতনে শ্রম করিতে হইত। এক্ষণে ইহাদিগকে বেগার বলে। সসৈন্য ভরতের চিত্রকূটগমনের সময়ে ইহারা তাঁহার জন্য পথ রক্ষাকরিয়াছিল।

এই সময়ে যজ্ঞাদি বিবিধ ধর্ম্মক্রিয়াসম্পাদনে আর্য্যদিগের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত। বিবাহ, অপুত্রকের পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ বা পুত্রেষ্টি, যুবরাজ কিম্বা রাজা হওয়ার নিমিত্ত অভিষেক, যজ্ঞোপবীত-গ্রহণ, গৃহপ্রবেশ এবং মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াসম্পাদন করিতে দীর্ঘকালব্যাপী আয়োজনের এবং বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের

প্রয়োজন হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উপর্যুক্ত তিন সহস্র বৎসরের অধিক কালের ধর্ম্মক্রিয়ার সহিত আধুনিক সময়ের হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুসভ্যতাকে বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শক, গ্রীক, পহ্লব এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি, বৌদ্ধগণ, মুসলমানগণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ বল-প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কিন্তু হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের, রীতিনীতির সামান্যই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় হিন্দুদিগের যে সামাজিক প্রথা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে তাহার প্রতীচ্যের অনুকরণে আমূলপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

আমরা সংক্ষেপে রামায়ণের কথা বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু রামায়ণের অনির্ব্বচনীয় ভাব ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং বাল্মীকির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্যক অবগতির জন্য বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণ পাঠকরা অত্যাবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস যদি কেবল একখানি পুস্তক পাঠ করিতে আমাদিগকে কেহ বাধ্য করে, তাহা হইলে সেই গ্রন্থখানি বাল্মীকির রামায়ণ হওয়া উচিত। বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত। অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভাস প্রভৃতি কবিদিগকে বাল্মীকি কাব্যরচনার পথ প্রদর্শনকরিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকডনেল, বিণ্টারনিট্স্ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণ ভারতবর্ষের উপর বাল্মীকির রামায়ণের প্রভূত প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। সুদূর পল্লীগ্রামের কুটীরবাসী এখন পর্য্যন্ত সাগ্রহে রামায়ণপাঠ এবং ইহার বর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া থাকেন কিন্তু নগরের অধিকাংশ যুবক প্রতীচ্যের অনুকরণে রচিত স্বাধীন প্রেমবিষয়ক উপন্যাস পাঠকরিয়া, তচ্ছদৃশ চলচ্চিত্র এবং মাসিক পত্রের অশ্লীল হাবভাবপূর্ণ চিত্র সন্দর্শনকরিয়া নিজের দেহ

ও মনকে কলুষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে রামায়ণের ঘটনাবলীর সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিন্তু ইউরোপের অজ্ঞাতকুলশীল ঔপন্যাসিকের বৃত্তান্ত সম্যকরূপে অবগত। যাহাতে প্রত্যেক হিন্দুছাত্র এবং ছাত্রী বাল্মীকির রামায়ণ মনোযোগসহকারে পাঠকরেন এবং শিশুরা গল্পচ্ছলে রামায়ণের বিষয় শ্রুত হইতে পারেন, প্রত্যেক অভিভাবকের এ বিষয়ে আমরা মনোযোগআকর্ষণ করিতেছি।

দ্বিতীয় অংশ—
অনেগুণ্ডি ও হম্পি,
লঙ্কা এবং সিংহল।

অনেগুণ্ডি অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যা এবং হম্পি অর্থাৎ বিজয়নগর।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর আমি দ্বিপ্রহরের সময় বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ মেলে হস্পেট্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রেলগাড়ী ৩৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বমুখে যাইয়া কল্যাণ-জাংশানে পৌঁছিল এবং তথা হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী সুড়ঙ্গ দ্বারা ভেদকরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকস্থ পুণানগর অভিমুখে চলিতে লাগিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শাসনকার্য্য পুণা হইতেই সম্পাদিত হয়। পুণা বোম্বাই হইতে ১১৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। পুণা ত্যাগকরিয়া আমাদের গাড়ী দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া "গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের" দক্ষিণদিকের শেষ ষ্টেশান রায়চরে পৌঁছিল। রায়চর বোম্বাই হইতে ৪৪৩ মাইল। যখন আমরা ৪২৭ মাইলে পৌঁছিলাম, তখন আমাদের গাড়ীখানি ধীরে ধীরে কৃষ্ণানদীর সেতুর উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রায়চর হইতে "মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে" আরম্ভ হইয়াছে। রায়চর হইতে গাড়ী দক্ষিণদিকে গুণ্টকল-জাংশান অভিমুখে চলিতে লাগিল। ৪৬১ মাইলে আমাদের গাড়ী মৃদুগতিতে কৃষ্ণানদীর করদ স্রোতস্বতী (tributary) তুঙ্গভদ্রার সেতুর উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। রায়চরের ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। পরে এই যুক্তা স্রোতস্বতী বঙ্গোপসাগর অভিমুখে গমন করিয়াছে।

১লা অক্টোবর প্রাতঃকালে আমি গুণ্টকুল পৌঁছিলাম। এইস্থানে আমার মাদ্রাজমেল পরিত্যাগকরিয়া হস্পেট্ যাইবার ট্রেণে উঠিতে হইল। হস্পেট্ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার তালুক। যে গাড়ীতে

আমি গুণ্টকলে পৌঁছিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা হস্পেটের গাড়ী ক্ষুদ্র। হস্পেটের গাড়ী প্রাতে ৮টা ৪০ মিনিটে গুণ্টকল ষ্টেশান পরিত্যাগ করিল এবং গুণ্টকল হইতে ত্রিশ মাইল পশ্চিম দিকে যাইয়া বেলারী-নগরে পৌছিল এবং বেলারী হইতে পশ্চিমদিকে ৪৮ মাইল অগ্রসর হইয়া হস্পেটে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে উপস্থিত হইল। বেলারী হইতে হস্পেট্ যাইবার পথে দুইটী পর্ব্বত-শ্রেণী, একটী রেলের উত্তর দিকে ও একটী দক্ষিণ দিকে রেলের সহিত সমান্তরালভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে।

১লা অক্টোবর অপরাহ্ন সাড়ে বারটার সময়ে হস্পেট্ নগরে পৌছিয়া আমি পোষ্টমাষ্টার নারায়ণ রাও মহাশয়ের অতিথি হইলাম। তিনি আমার জন্য একখানি মোটরগাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দুইজন ইংরাজীভাষা-অভিজ্ঞ আত্মীয় যুবককে আমার সহিত যাইতে তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমাদের সাহায্যের জন্য একজন পথ-প্রদর্শক যোগাড় করিয়া দিলেন। আমরা চারিজন ব্যতীত মোটরচালক আমাদের সহিত ছিল। অপরাহ্ন দুইটার সময়ে আমরা অনেগুণ্ডি অর্থাৎ প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা, বালী এবং সুগ্রীবের রাজধানী, অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হস্পেট্ ডাকঘর হস্পেট্ রেলষ্টেশানের দক্ষিণে অবস্থিত। আমরা হস্পেট্ডাকঘর হইতে কিছুদূর উত্তরে যাইলাম এবং পরে উত্তর-পশ্চিম-দিকে গমন করিয়া হস্পেট্ হইতে এক মাইল দূরস্থ অনন্তশয়নগুড়িতে পৌছিলাম। কানারী ভাষায় 'গুড়ির' অর্থ মন্দির। এইস্থানে বিষ্ণুর অনন্ত-শয়ন মূর্ত্তির জন্য প্রাচীনকালে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটী হড়গল্লি তালুকের অন্তর্গত হললু-গ্রামে ক্ষোদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তর-মূর্ত্তি অতিশয় বৃহৎ বলিয়া অনন্ত-শয়ন-গুড়ি গ্রামে আনা সম্ভবপর হয় নাই। তাহার পর আমাদের গাড়ী মলপনগুড়ি

গ্রামের অনেকগুলি ভগ্ন গৃহের নিকট দিয়া কমলাপুর ও তলবার-ঘট্ট হইয়া তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে পৌঁছিল। বিজয়নগরের সমৃদ্ধাবস্থায় তুঙ্গভদ্রার অপর পার হইতে শত্রুপক্ষ যাহাতে বিজয়নগরে না আসিতে পারে তন্নিমিত্ত রক্ষিগণ এই নদী এবং তাহার সন্নিহিত স্থানগুলি তলবারঘট্টে থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণকরিত। যে পারঘাটের কথা বলিলাম তাহা হস্পেট্ নগর হইতে নয় মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। 'ঘট্ট' শব্দের অর্থ 'ঘাট'। তরবারির সাহায্যে এই ঘাটটী রক্ষিত হইত বলিয়া ইহার নাম 'তলবার-ঘট্ট' হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুঙ্গভদ্রানদী কৃষ্ণানদীর সহিত রায়চরের ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিলিতা হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা মহিসুর হইতে উদ্ভূতা তুঙ্গা এবং ভদ্রা নদীদ্বয়ের সংযুক্তা স্রোতস্বতী। গঙ্গার নাম প্রাচীনকালে পূত-সলিলা ভাগীরথীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে পবিত্রতার জন্য অন্য নদীও গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধা হইত। নাসিকের পাণ্ডারা গোদাবরীকেও গঙ্গা নামে আখ্যাত করেন। চিত্রকূটে মন্দাকিনী অথবা পৈষুনীকে গঙ্গানামে পুরোহিতেরা অভিহিত করেন। তুঙ্গভদ্রাকে পবিত্রতার জন্য দাক্ষিণাত্যের লোকেরা গঙ্গানাম প্রযুক্ত করেন। সিংহলে অনেক নদীকে ঐদেশী লোক গঙ্গা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তুঙ্গভদ্রার প্রাচীন নাম পম্পা। হস্‌পেটের নিকটস্থ হম্পিগ্রামে বিরূপাক্ষদেবের সুন্দর মন্দির আছে। বিরূপাক্ষ শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে পম্পা-পতি অর্থাৎ গঙ্গাপতি বলে। হম্পি (হস্পেট সন্নিহিত, তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটস্থ একটি গ্রামের নাম) হম্পা 'পম্পা' শব্দের অপভ্রংশ। কানারী ভাষায় 'প' হ'য়ে পরিণত হয়। 'পল্লী' 'হল্লী'তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই হম্পি গ্রাম, হস্‌পেট নগরের ছয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং পারঘাটের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

আমাদের গাড়ী পারঘাটের নিকট থামিতে বাধ্য হইল। এইস্থানে

তুঙ্গভদ্রা নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যাকীর্ণ পার্ব্বতীয় তটভূমির মধ্য দিয়া প্রস্তরাস্তৃত খাতের উপর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিতা হইতেছে। আমাদিগকে একটী গোলাকার নৌকাতে একজন নাবিক অপর পারে লইয়া গেল। এইরূপ এক একটী নৌকাতে উনিশ কুড়ি জন, সহজেই পার হইতে পারে। এই নৌকা বেত্রনির্ম্মিত এবং ইহার নিম্নভাগ চর্ম্মাচ্ছাদিত। ইহার আকৃতি আমাদের দেশের বড় চেঙারীর ন্যায়। বোধ হয় নদীর প্রবল স্রোত এবং নদীগর্ভস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে নৌকাকে রক্ষাকরিবার অভিপ্রায়ে ইহাকে গোলাকার করা হইয়াছে। পোর্ত্তুগালবাসী ঐতিহাসিক পেস্ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশে সমস্ত নদীতে এই প্রকার নৌকার প্রচলনের কথা বলিয়াছেন।

তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া আমরা অনেগুণ্ডি অর্থাৎ প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইলাম। অনেগুণ্ডি নিজামের রাজ্যান্তর্গত। তুঙ্গভদ্রার উত্তরে নিজামরাজ্য, দক্ষিণে ইংরাজ সাম্রাজ্য। হসপেট্ এবং হম্পি ইংরাজরাজ্যভুক্ত। বিজয়নগররাজ্যের প্রারম্ভে অনেকগুণ্ডিতেই রাজধানী ছিল, পরে বিজয়নগররাজ্যের সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইলে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটস্থিত হম্পি গ্রামেরই 'বিজয়নগর' নাম হইয়াছিল এবং এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকগৌরবলুপ্ত বিজয়নগর-রাজবংশ অনেগুণ্ডিতে অবস্থান করিতেছেন। বিধবা রাণী পোষ্যপুত্র গ্রহণকরিয়াছেন। জমিদারীর জন্য হায়দ্রাবাদের মাননীয় নিজামকে রাণীসাহেবার কর প্রদানকরিতে হয় এবং ইংরাজ-হস্তগত তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণদিকস্থ সম্পত্তির জন্য তিনি ইংরাজ শাসন-বিভাগ হইতে মাসিকবৃত্তি (pension) পান। রাজকুমারের বয়স আঠার কিম্বা উনিশ বৎসর। তিনি হায়দ্রাবাদে নিজামের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি ইংরাজীতে বেশ

অনেগুণ্ডি—তুঙ্গভদ্রা—পারঘাট।

কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। তাঁহার ভদ্রতার এবং আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার পেশ্‌কার মহাশয় তাঁহার অনুমত্যনুসারে তাঁহার সুন্দর গোযানটী আমাদিগের পম্পাসরোবরে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে আমরা রাজবাটীর সন্নিহিত এবং তুঙ্গভদ্রার তটস্থিত চিন্তামণি-নামা সিদ্ধপুরুষের আশ্রম দর্শনকরিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই স্থানটী অতিশয় মনোরম।

আমরা চিন্তামণি-আশ্রম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোযানে অনেগুণ্ডি গ্রাম হইতে দুই মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিতা পম্পাসরসী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের পথের দুইধারেই পর্ব্বতশ্রেণী, পথ সঙ্কীর্ণ এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের মনে হইতে লাগিল যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড পর্ব্বত-গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদিগের উপরে সহজেই পতিত হইতে পারে। আমাদের পথ-প্রদর্শক বালকটী আমাদের বামদিকে পর্ব্বতগাত্র স্খলিত একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া আমাদিগকে বলিল যে উহা বালীর ধনাগার ছিল এবং সেই প্রস্তরখণ্ডকে অপসৃত করিলেই আমাদের কিষ্কিন্ধ্যাপতির প্রভূত গুপ্তধনের প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের ন্যায় সহস্র মানবের বল প্রযুক্ত হইলেও সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডঅপসারণ দুঃসাধ্য, ইহা মনে হইল এবং পথ-প্রদর্শকের প্রস্তাব অতিশয় লোভনীয় হইলেও আমরা প্রত্যাখ্যানকরিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের বামদিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতেই প্রথমে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর হনুমান্ তাঁহাদিগকে মলয়গিরিতে লইয়া যাইয়া সুগ্রীবের সহিত তাঁহাদিগের মৈত্রী স্থাপনকরাইয়াছিলেন। সে সময়ে ঋষ্যমূক এবং মলয়গিরি মতঙ্গবনের অন্তর্গত ছিল। মতঙ্গারণ্যে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর আগমন মতঙ্গ-ঋষি কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বালী একটী দুর্দ্দান্ত মহিষ মারিয়া তাহার মৃতদেহ মতঙ্গ-ঋষির আশ্রমের নিকট নিক্ষেপকরিয়া-

ছিলেন বলিয়া মুনি বালীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে এই অরণ্যে প্রবেশ করিলে বালীর মৃত্যু হইবে।

আমাদের যানটী ধীরে ধীরে পম্পাসরোবরে উপনীত হইল। পম্পা এক্ষণে আমাদের বঙ্গের নাতিবৃহৎ পুষ্করিণীতে পরিণতা হইয়াছে। প্রাচীনকালে ইহার সহিত তুঙ্গভদ্রার সংযোগ ছিল। ইহা তুঙ্গভদ্রার অংশ ছিল বলিয়া ইহাকে পম্পা-সরোবর বলিত। যদিও ইহার পূর্ব্বশোভা নাই, যদিও পর্ব্বতগাত্রস্খলিত প্রস্তর এবং মৃত্তিকা তুঙ্গভদ্রানদী হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত করিয়াছে তথাপি শ্বেতোৎপলভূষিতা, গিরিরাজি-পরিবেষ্টিতা পম্পা-সরসী প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে যিনি একবার দেখিয়াছেন তাঁহার মনই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য এবং শান্তি দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। রামায়ণে পম্পাকে পুষ্করিণী এবং মতঙ্গসরঃ নামক হ্রদ বলা হইয়াছে। রামচন্দ্রের সময়ে ইহা সম্ভবতঃ তুঙ্গভদ্রানদীর সহিত সংযুক্ত বৃহৎ হ্রদ ছিল। এক স্থানে (অরণ্যকাণ্ড, ৭০ সর্গ—১৪) লিখিত আছে যে দূর হইতে ইহার জল বাহিত হইত। আমরা এইস্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া অনেগুণ্ডিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। রাজকুমারকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারই গোযানে তুঙ্গভদ্রাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যখন আমরা নদী পার হইতেছিলাম, নাবিক উত্তর পশ্চিমদিকে অবস্থিত অঞ্জনা-পর্ব্বত আমাদিগকে প্রদর্শন করাইল। এই পর্ব্বতেই বানর-শ্রেষ্ঠ হনুমানের জন্ম হইয়াছিল। ইহার নিকটে অজ্জনাহল্লি অর্থাৎ অঞ্জনাপল্লী এবং হনুমান্‌হল্লি অর্থাৎ হনুমান্-পল্লী গ্রাম বিদ্যমান আছে।

তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া আমরা পুনরায় মোটরযানে চড়িয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে এক মাইল অগ্রসর হইয়া বিটলস্বামীগুডিতে অথবা বিটলরাও মন্দিরে পৌছিলাম। মন্দিরটী তলবারঘট্ট হইতে কমলাপুর যাইবার পথের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লঙ্‌হার্ষ্ট সাহেব বলেন যে

আনেগুণ্ডি (কিষ্কিন্ধ্যা)—পম্পা সরোবর।

বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধ অবস্থায় ইহা সকল মন্দির অপেক্ষা সুন্দর দেবমন্দির বলিয়া পরিগণিত হইত। মহারাষ্ট্রীয়েরা কৃষ্ণকে বিট্টল অথবা বিঠোবা বলেন। এই মন্দিরে কোনও প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। সম্ভবতঃ মুসলমানেরা বিজয়নগর-জয়ের পরে এই মূর্ত্তিটী নষ্ট করিয়াছিল। এই মন্দিরগাত্রে শিলার উপর অনেকগুলি লিপি উৎকীর্ণ আছে। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়, যিনি রাজধানীর সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দর দেবমন্দিরের আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী হিন্দু নৃপতিগণ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধাকরেন। এই দেবমন্দির চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। ইহার প্রাঙ্গণ প্রস্তরাস্তৃত। উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকে তিনটী সিংহদ্বার বিরাজ করিতেছে। ইহার ভিতরে প্রধান দেবের মন্দির, সহকারী দেবদেবীর মন্দির এবং মণ্ডপ বিদ্যমান। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত বারান্দা ইহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আক্রমণকারীরা ইহার অনেকগুলি স্থপতি-শিল্প-অলঙ্কৃত স্তম্ভের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। প্রধান মন্দিরের সম্মুখেই বিটলস্বামীর সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত রথ আছে। তীর্থযাত্রীরা এক্ষণেও ইহার চক্রগুলি ঘুরাইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জনকরেন।

পারঘাটের প্রায় দেড়মাইল দক্ষিণে মাল্যবন্ত-গিরি অবস্থিত। রামায়ণে ইহা মাল্যবান্ অথবা প্রস্রবণ গিরি নামে বর্ণিত। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের পর বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া রাম এবং লক্ষ্মণ এই পর্ব্বতের উপরে শরৎকালের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। শরৎকালের প্রারম্ভে সুগ্রীবের বানরবাহিনীর সহিত তাঁহারা লঙ্কাভিমুখে সীতার উদ্ধার-নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। রাম যে স্থানে অবস্থান করিতেন সেইস্থানে রঘুনাথস্বামীগুডি অর্থাৎ রঘুনাথমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটী উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। রামের মূর্ত্তি একটী

বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে ক্ষোদিত। এই পর্ব্বতের উচ্চতম শিখর-দেশের একস্থান বিদীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানের পুরোহিতেরা বলেন যে রামের শর-দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যে চিন্তামণিআশ্রমের কথা বলা হইয়াছে তাহার এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের উত্তরে নিম্বাপুর নামক গ্রাম আছে। নিম্বাপুরে একটী উচ্চ অস্থিরাশি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ যে ইহা কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর অস্থি। লণ্ডহার্ষ্ট সাহেব অনুমান করেন ইহা মৃত যোদ্ধবর্গের কিম্বা পতি-অনুমৃতা সতীদিগের অস্থিরাশি।

অতঃপর আমরা অনেক ভগ্ন মন্দির এবং গৃহের নিকট দিয়া কমলাপুরে পৌছিয়া বিখ্যাত বিজয়নগরের অথবা হম্পির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলাম। এখনকার হম্পিগ্রাম প্রাচীন বিজয়নগর-রাজধানীর একটী ক্ষুদ্র অংশ। এই ধ্বংসাবশেষ সুষ্ঠুরূপে দেখিতে হইলে অন্ততঃ এক পক্ষকাল আবশ্যক হয়। কিন্তু আমরা এই কার্য্যে এক অপরাহ্নের অধিক সময় নিয়োগকরিতে পারি নাই। আমরা প্রথমে বিখ্যাত পম্পাপতি অথবা বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে গমন করিলাম। এই শিবলিঙ্গটী সপ্ত শিবলিঙ্গের অন্যতম। এই মন্দির হস্পেট্ নগরের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই মন্দিরের কিয়দংশ বিজয়নগররাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিজয়নগরে রাজধানী স্থাপিত হইলে নৃপতিরা ক্রমে ক্রমে ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে দুইটী স্বর্ণ-খচিত এবং দুইটী তাম্রখচিত, সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী স্তম্ভ আছে। সিংহদ্বারের বহির্ভাগ ছাদ-পর্য্যন্ত তাম্র এবং স্বর্ণ-খচিত। ছাদের চতুর্দ্দিকে এবং উপরিভাগে স্বর্ণ-খচিত ব্যাঘ্রাকৃতি জন্তুর মূর্ত্তি আছে। প্রধান মন্দিরটীর খিলান্-করা ছাদ। ইহার অভ্যন্তরের এবং বহির্ভাগের অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। রামেশ্বরের মন্দিরের এবং মাদুরার সুন্দরেশ্বর এবং মীনাক্ষীর মন্দিরের অভ্যন্তরের ন্যায় বিরূপাক্ষ-মন্দিরের

হম্পি (বিজয়নগর)——পম্পাপতি মন্দির

অভ্যন্তর অন্ধকারময়। আমরা যখন এই মন্দিরে পৌঁছিলাম তখন মঙ্গলারতির সময় নয়। আমরা পুরোহিত মহাশয়কে কিছু উপঢৌকন দিয়া প্রদীপ-সাহায্যে শিবলিঙ্গ এবং মন্দিরাভ্যন্তর দর্শনকরিলাম।

যখন আমাদের গাড়ী পম্পাপতি-মন্দির অভিমুখে যাইতেছিল তখন আমাদের পথ-প্রদর্শক আমাদিগকে মতঙ্গ-পর্ব্বত দেখাইয়াছিলেন। মতঙ্গপর্ব্বত বিঠল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং হম্পি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মতঙ্গপর্ব্বত পূর্ব্বে মতঙ্গারণ্যের অন্তর্গত ছিল। মতঙ্গমুনির একটী আশ্রম পম্পা-সরোবরের পশ্চিমতটে স্থাপিত হইয়াছিল। এই আশ্রমে রামচন্দ্রের সহিত মতঙ্গঋষির পরিচারিকা শবর-জাতীয়া তপস্বিনীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দণ্ডকারণ্য এবং জনস্থানের দক্ষিণ সীমা সম্ভবতঃ কৃষ্ণানদী। ইহার তিনক্রোশ দক্ষিণে ক্রৌঞ্চারণ্য আরম্ভহইয়াছিল। ক্রৌঞ্চারণ্যের তিন ক্রোশ দক্ষিণে মতঙ্গঋষির আর একটী আশ্রম ছিল। অতএব মতঙ্গারণ্য এই স্থান হইতে অন্ততঃ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান মতঙ্গ-পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তুঙ্গভদ্রার উত্তর তটস্থিত পম্পা সরোবর, ঋষ্যমূক পর্ব্বত এবং মলয়গিরি এই বনের অন্তর্গত ছিল।

এই বনে বালীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। মতঙ্গপর্ব্বত তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে এবং হম্পিগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মতঙ্গপর্ব্বতের উপরে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত পরশুরামের দুই মূর্ত্তি, একটী দেবীর মূর্ত্তি এবং তিনটী বৃষমূর্ত্তি আছে। লঙ্‌হার্ষ্ট সাহেব বলেন যে মতঙ্গ-পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে বিজয়নগরের মনোহর চিত্রপট চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয় এবং এ চিত্রপটের তুলনা দক্ষিণভারতে আর নাই।

পারঘাটের প্রায় দেড়মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, জৈন-মন্দিরের সম্মুখে এবং তুঙ্গভদ্রার সন্নিকটে পুরোহিতেরা যাত্রীদিগকে একটী গহ্বর

প্রদর্শনকরান। সুগ্রীব এই গহ্বরের ভিতর রাবণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক-হৃতা সীতাদেবীর নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইলে তিনি এইগুলি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরোহিতগণ ঐ পর্ব্বত-গহ্বরের সন্নিকটে একটী চিহ্ন দেখান। তাঁহারা বলেন সীতার একখণ্ড বস্ত্র পর্ব্বত-গাত্রে পতিত হইয়া এই চিহ্ন উৎপাদনকরিয়াছে।

বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় নয়বর্গ মাইল আবৃত করিয়া আছে। বিজয়নগরের দুর্গ, সেনানিবাস এবং নগরের প্রধান দ্বার-সকল বিজয়-নগর হইতে অনেক দূরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার উত্তরে অনেগুণ্ডি রাজধানীর উত্তর-সীমা। হম্পি-গ্রাম হইতে নয় মাইল দূরে হস্পেটের নিকট একটী সুরক্ষিত দ্বার বিদ্যমান ছিল। হস্পেট্ নগরের ১৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বস্থিত কম্প্লি গ্রাম রাজধানীর পূর্ব্বদিকের সীমা ছিল।

বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আরও অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে, যথা হস্পেট্ নগরের সাত মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কোদণ্ডরামস্বামী মন্দির, হস্পেট্ নগরের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, প্রাসাদের সন্নিকটে এবং দক্ষিণপূর্ব্বে হস্তিশালা, প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ও হস্তিশালার দক্ষিণ-পশ্চিমে রঙ্গস্বামীর মন্দির এবং প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিমে হাজারারামস্বামী মন্দির। এই মন্দিরটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও অন্য মন্দিরের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র, লঙ্‌হার্ষ্ট সাহেব বলেন যে হিন্দু-মন্দির স্থাপত্যের ইহা একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সুন্দর দেবমন্দির বিজয়নগরের প্রসিদ্ধ অধিপতি কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে বিজয়নগরের রাজা এবং রাণী রামচন্দ্রের পূজা করিতেন। এই মন্দির উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। ইহার প্রাঙ্গণের ভিতরে একটী বৃহৎ এবং একটী ক্ষুদ্র দেব-মন্দির আছে। এই

ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই মন্দির-সংলগ্ন একটী কক্ষের বৃহৎ ছাদ চারিটি অলঙ্কৃত এবং মসৃণ সুন্দর স্তম্ভের উপর নির্ভর করিতেছে। মন্দিরের স্তম্ভের এবং প্রাচীরের গাত্রে রামায়ণের প্রধান ঘটনাবলী ক্ষোদিত আছে। একস্থানে রাম তাড়কারাক্ষসীকে বধ করিতেছেন, একস্থানে সীতাপহারী রাবণের সহিত যুদ্ধে গৃধ্রপতি জটায়ু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, আর একস্থানে মিথিলানগরে শৈব-ধনু তিনজন বলবান্ লোক অতিকষ্টে বহনকরিতেছে, আর একস্থানে হনুমান্ তাহার লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া সিংহাসনারূঢ় রাবণের সমান উচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর একস্থানে বালিবধের পূর্ব্বে রাম শরদ্বারা সপ্ততাল ভেদকরিতেছেন, আর একস্থানে রাম, লক্ষণ এবং সীতা নৌকাতে গঙ্গা পার হইতেছেন, আর একস্থানে রাবণ লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন ইত্যাদি।

যে নগরের ধ্বংসাবশেষ উপরে বর্ণিত হইল, ঐ রাজধানীর ইতিহাস পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে কিছু বলিব। বিজয়নগরের প্রাচীন নাম বিদ্যানগর। বিজয়নগরের প্রথম নরপতিদ্বয়ের গুরু মাধব বিদ্যারণ্যের নাম হইতে নগরের এই নামকরণ হইয়াছিল। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে হুক্কা এবং বুক্কা ভ্রাতৃদ্বয় বিজয়নগর রাজ্য স্থাপনকরিয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে ওয়ারাঙ্গলের হিন্দু-রাজার ধনাগারের কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৩২৩ অব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ওয়ারাঙ্গল-লুণ্ঠনের পরে অনেগুণ্ডির একটী ক্ষুদ্র রাজার অধীনে তাঁহারা কর্ম্ম লইলেন। একজন ক্রমে ক্রমে মন্ত্রী আর একজন কোষাধ্যক্ষ হইলেন। ১৩৩৪ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের আত্মীয় বাহাউদ্দিনকে আশ্রয় দেওয়াতে সম্রাট্ অনেগুণ্ডির রাজাকে আক্রমণ করিলেন, এবং অনেগুণ্ডি অধিকার করিয়া মল্লিককে ইহার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হওয়াতে সম্রাট্ হিন্দুদিগকে অনেগুণ্ডি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং হক্কাকে রাজা ও বুক্কাকে

তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিলেন। হুক্কা প্রথম হরিহর নামে খ্যাত হইলেন। প্রথম হরিহর এবং প্রথম বুক্কা রাজ্যস্থাপন এবং রাজ্যের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ মাধব-বিদ্যারণ্যের নিকটে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই বংশাবলীকে বিজয়নগরের সঙ্গম-বংশাবলী বলিত। কারণ হুক্কার এবং বুক্কার পিতার নাম সঙ্গম ছিল। তাঁহারা যদুবংশ-সম্ভূত। এই বংশ ১৩৩৬ অব্দ হইতে ১৪৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশে নয়জন রাজা হইয়াছিলেন।

সঙ্গম বংশের পরে সালুব বংশ ১৪৭৮ হইতে ১৪৯৬ পর্য্যন্ত বিজয়নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারাও যদুবংশসম্ভূত। ১৪৯৬ হইতে ১৫৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত নরসিংহ বংশের ছয়জন নৃপতি বিজয়নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ছয়জন রাজার মধ্যে কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগর শাসনকরিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে এই রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার নানা প্রকার সদ্‌গুণ সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি রাজনীতিবিদ্, যুদ্ধবিশারদ, বিদ্বান্, বিনয়ী এবং দানশীল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি তেলেগু এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও বিখ্যাত তেলেগু এবং সংস্কৃত কবি ছিলেন।

তিনি তাঁহার রাজধানীর সৌন্দর্য্য সমধিক বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন। পম্পাপতির মন্দিরের রঙ্গ-মণ্ডপ এবং পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বার তিনি প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। হাজারারাম মন্দির ও নরসিংহের বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার আদেশেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি বিটলস্বামীর বিখ্যাত মন্দিরনির্ম্মাণ আরম্ভকরিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীতে বল্লভপুরের সন্নিকটে বাঁধের দ্বারা জলসেচনের সুবিধা করাইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। তিনি হস্পেট্ নগরের নিকট বৃহৎ

বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং হস্পেট্‌ নগর স্থাপনকরিয়াছিলেন। হস্পেট্‌ নগরের তখন নাম ছিল নাগলাপুর। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে নগরের এই নামকরণ হইয়াছিল। বোধ হয় কেহ কেহ এই নগরকে সেই সময়েই হোসাপত্তন অর্থাৎ নূতন নগর বলিত। এই হোসাপত্তন হইতেই আধুনিক হস্পেট্‌ নাম হইয়াছে।

রাজা কৃষ্ণদেবরায় রাজ্যশাসন নিয়মানুগত করিয়াছিলেন। সমস্ত রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের কিছু পরেই তিনি মহিসুরের একজন বিদ্রোহী সামন্তরাজকে শাসন করিয়াছিলেন। ১৫১৩ অব্দে তিনি উৎকলাধিপতির উদয়গিরি নামক পর্ব্বতদুর্গ অধিকারকরিয়াছিলেন। ১৫১৫ অব্দে আর দুইটী পার্ব্বতীয় দুর্গ এবং রাজমহেন্দ্রীনগর অধিকারকরিয়াছিলেন। ১৫২০ অব্দে তিনি মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। উত্তরপূর্ব্বে কটক পর্য্যন্ত, পশ্চিমে বোম্বাই নগরের সন্নিহিত সল্‌সেট পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের ১৫৩০ অব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রাজা হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর রাজ্য-শাসনের ফলে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুরাও শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল।

১৫৪২ অব্দে অচ্যুতের আত্মীয় সদাশিব বিজয়নগরের সিংহাসন আরোহণকরিয়াছিলেন। ইনি একজন দুর্ব্বলচেতা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার প্রধান মন্ত্রী রামরাজাই প্রকৃত রাজা ছিলেন। রামরাজার রাজ্যশাসনে দক্ষতা, যুদ্ধে নৈপুণ্য এবং অসাধারণ সাহস থাকিলেও তাঁহার অহমিকার জন্য বিজাপুর, গোলকণ্ডা, আহম্মদনগর এবং বিদারের মুসলমান নৃপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রায়চরের নিকট টালিকোটায় তাঁহার অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও

তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বিজয়নগরের স্থপতিকীর্ত্তি, দেবমন্দির এবং সৌধরাজি নষ্ট করিবার সময়ে অমানুষিক হিন্দু-বিদ্বেষ প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। ১

পরে রামরাজার বংশ পেনুকণ্ডাতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া কর্ণাটের রাজবংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ১৫৮৫ অব্দে রাজধানী চন্দ্রগিরিতে এবং পরে চিংলেপেটে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অবশেষে এই রাজবংশ অনেগুণ্ডির সামন্ত রাজবংশের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের কিয়দংশ সিউয়েল সাহেব লিখিত বিস্মৃত সাম্রাজ্য অর্থাৎ বিজয়নগর সাম্রাজ্য নামক পুস্তক এবং লঙ্‌হার্ষ্ট সাহেবের হম্পির ধ্বংসাবশেষ নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

1. "The day after the empire fell at the battle of Talikota in 1565 the fallen king fled from the city with 550 elephants laden with treasure valued at over 100 millions sterling. The next day the place was looted by hordes of wandering gipsies—Lambadis and the like. On the third day the victorious Mussalmans arrived and for five months 'with fire and sword, with crowbars and axes,' to quote Mr. Sewell, 'they carried on day after day their work of destruction. Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought, and wrought so suddenly, on so splendid a city; teeming with a wealthy and industrious population in the full plenitude of prosperity one day, and on the next seized, pillaged, and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description' "—*Bellary District Gazetteer* p. 264.

বিজয়নগর রাজ্যের নৃপতিদিগের নিকট দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, কারণ অন্ততঃ দুইশত বৎসর, ১৩৩৬ হইতে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, মুসলমানদিগের দাক্ষিণাত্যে অভিযান এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সভ্যতার বিনাশ তাঁহারাই প্রকৃষ্টরূপে নিবারণ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এরূপ একটী পরাক্রান্ত ও উন্নত হিন্দু-সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লিখিতে চেষ্টা করেন নাই।

আমাদের স্থির বিশ্বাস অনেগুণ্ডিই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। অনেগুণ্ডির অধিবাসিবৃন্দ অনেগুণ্ডিকে কিষ্কিন্ধ্যানগরী বলিয়া জানেন। আধুনিক পম্পাসরোবর, অঞ্জনাপর্ব্বত, মতঙ্গ-পর্ব্বত (রামায়ণের মতঙ্গারণ্যের অন্তর্গত পর্ব্বত), মাল্যবন্ত পর্ব্বত (রামায়ণের মাল্যবান্‌গিরি) এবং সুগ্রীব ও বালি-সংস্থষ্ট অন্যান্য স্থান রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যার সহিত অনেগুণ্ডির একত্ব প্রমাণকরিতেছে। হম্পিগ্রামের এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের উত্তর-দিকস্থ এবং অনেগুণ্ডি অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণদিকস্থিত তুঙ্গভদ্রা যাহা বর্ত্তমান পম্পা-সরোবরের সহিত সংযুক্তা ছিল, এই সমুদয় জল-ভাগ 'পম্পাসরসী' ও 'পম্পা হ্রদ' নামে প্রাচীনকালে খ্যাত ছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধেই আমরা বলিয়াছি যে বানরজাতি সভ্য দ্রাবিড়জাতির একটী উপজাতি। লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কপিদিগের সহিত তাঁহাদিগের কোন সাদৃশ্য ছিল না। অধিকতর সভ্য আর্য্যজাতি অন্যজাতিকে বানর গৃধ্র, রাক্ষস, অসুর ইত্যাদি অভিধা প্রদান করিয়াছিলেন। রাইস্ সাহেব মহিসুর (Rice's Mysore vol. I) রাজ্যবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে জৈন-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকে বানরধ্বজ রাজ্য বলিয়া বর্ণনাকরাহইয়াছে এবং ইহা হইতেই কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদিগকে বানর এবং কপি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ বলিত, কারণ তাঁহার রথের ধ্বজায় বানরের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। তিনি

আরও বলেন বনবাসী ও হনগলের কদম্ব-নৃপতিরা বানর-ধ্বজা (monkey-flag) ব্যবহার করিতেন। এখন পর্য্যন্ত বলগই জাতি কপিধ্বজকে বিশেষরূপে সমাদরকরেন।

লঙ্কা ও সিংহল

সিংহল ভারতবর্ষের দক্ষিণে ; ভারতবর্ষ হইতে মানার উপসাগর এবং পক-প্রণালী দ্বারা বিভিন্ন একটী দ্বীপ। ইহার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৭২ মাইল এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তার ১৩৭ মাইল। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে সমুদ্রগর্ভে অসংখ্য বালুকাস্তূপ, নাতিগভীর জল এবং পর্ব্বত বিদ্যমান। মানার দ্বীপ (যাহা সিংহলের বস্তুতঃ একটী অংশ) সেতুবন্ধ (Adam's Bridge) নামক সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকা-স্তূপ-শ্রেণী দ্বারা ভারতবর্ষের রামেশ্বর দ্বীপের সহিত সংযুক্ত। সিংহল বিশেষতঃ ইহার দাক্ষিণাত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমাকীর্ণ। সিংহলের পূর্ব্ব-উপকুল অনুর্ব্বর। প্রাচীনকালে জলপ্রণালী দ্বারা ইহাকে উর্ব্বর করা হইয়াছিল। সিংহলের বৃহত্তম নদী মহাবলী গঙ্গা। এখানে গঙ্গার অর্থ নদী। কাণ্ডির নিকট আমরা মহাবলী-গঙ্গা দেখিয়াছিলাম। সেখানে ইহা অধিক প্রশস্ত নহে। কাণ্ডির সন্নিহিত মাতলে নামক স্থানে অনেক হস্তীকে মহাবলী গঙ্গায় স্নান করাইয়া এবং গঙ্গাগর্ভে তাহাদিগের ক্রীড়া দর্শন করাইয়া হস্তিপকেরা যাত্রীদিগের নিকট হইতে পুরস্কার গ্রহণ করে। সিংহলে প্রাচীনকালে দেশীয় নৃপতি-কর্ত্তৃক অনেকগুলি সুন্দর হ্রদ খনিত হইয়াছিল।

কোকো, চা, কফি, নারিকেল, নারিকেল রজ্জু, তাম্রকূট, দারুচিনি, ধান্য, রবার, গ্র্যাফাইট্ (graphite, plumbago), বিবিধ রত্ন (gem stones) এবং মুক্তার জন্য সিংহল বিখ্যাত। কৃষির উপর সিংহল-বাসীর জীবিকা নির্ভর করে। কৃষিভিন্ন বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্প সিংহলবাসীদিগের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই।

সিংহলের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের অধিকাংশ বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন। অনুরাধপুরে সিংহলী নৃপতিদিগের রাজধানী অনেক-দিন ছিল। সেইজন্য বৌদ্ধদিগের বহু ধ্বংসাবশেষ এখানে বিদ্যমান। এই ডাগোবগুলিতে বুদ্ধদেবের শরীরের কোনও অংশ নিহিত আছে। ডাগোব অর্দ্ধ গোলাকার ইষ্টক নির্ম্মিতস্তূপ। টালাইমানার হইতে রেলপথে কলম্বো যাইতে অনুরাধপুর হইয়া যাইতে হয়। এখানে প্রাচীন ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্তা কর্ত্তৃক বুদ্ধগয়া হইতে আনীত পবিত্র বটবৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বটবৃক্ষ (Bo-tree) দর্শনীয় বস্তু। প্রাসাদ, প্রাসাদসংলগ্নসৌধরাজি, দেব-মন্দির এক্ষণে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখানে রুয়ানবেলি নামক ডাগোব এবং থূপরাম ডাগোব প্রাচীনকীর্ত্তির প্রধান নিদর্শন। রুয়ানবেলি ডাগোব অথবা মহাথূপ (মহাস্তূপ) প্রথমে রাজা দুতগামনী খৃঃ পূঃ প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। থূপরাম ডাগোব দেবানাম্পিয়তিসস আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। ইহার ভিতরে মৃত্তিকা, উপরে ইষ্টক। অনুরাধপুরে নুয়ারাবেয়া নামক একটী বৃহৎ হ্রদের জল পঞ্চাশ মাইল দূরস্থ আর একটী হ্রদ হইতে প্রাচীনকালে আনীত হইত। পার্কার সাহেব বলেন এই হ্রদটী সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে খনিত হইয়াছিল।

জাফ্না নগর সিংহলের উত্তরে অবস্থিত। এই প্রদেশের অধিবাসী ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তামিল জাতি। তাঁহারা পুরাকালে সিংহলদেশবাসীদিগের সহিত বহু দিন যুদ্ধ করিয়া এই প্রদেশটী অধিকারকরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে পর্ত্তুগাল ও হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ইহা অধিকার করিয়াছিল। এই ইউরোপীয় জাতিদিগের অনেক স্থপতিকার্য্য এখানে বর্ত্তমান।

বুদ্ধদেব-দন্ত-মন্দির, কাণ্ডি।
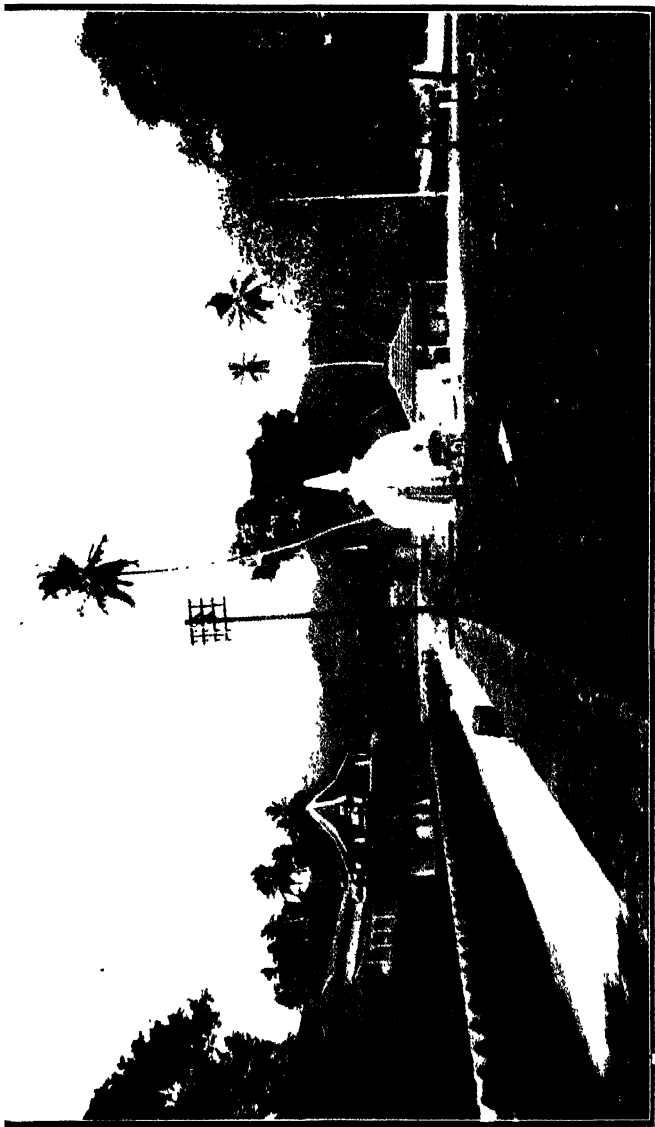
অনুরাধপুরের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ পোলোনারুয়াতে অনেকদিন সিংহলের রাজধানী ছিল। এইজন্য অনুরাধপুরের ন্যায় এই স্থান পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম পরাক্রমাবাহুর বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি, রাজার মন্ত্রণাসভার দরবার কক্ষ, রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, লঙ্কাতিলকবিহার, গলবিহারনামক প্রস্তরক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি সমষ্টি, পদ্ম-পুষ্করিণী, ও সেতু (dam) এখানে দ্রষ্টব্য। এই সকল কীর্ত্তির অধিকাংশই প্রথম পরাক্রমবাহু নির্ম্মিত করিয়া এই নগরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনকরিয়াছিলেন।

কলম্বো হইতে কাণ্ডিতে রেলপথে যাইতে পারা যায়। আমরা কলম্বো হইতে মোটরযোগে কাণ্ডি গিয়াছিলাম। কলম্বো হইতে কাণ্ডি ৭৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। রেলপথে ও মোটরে যাইলে অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। হ্রদ, পর্ব্বতশ্রেণী এবং শ্রেণীবদ্ধ রবার, কোকো, এবং নারিকেল-বৃক্ষপূর্ণ ক্ষেত্রসকল দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। যাইবার সময়ে কাণ্ডির সন্নিহিত পেরেডেনিয়ায় জগতের শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-উদ্যান দেখিয়া কাণ্ডি অভিমুখে আমরা গমন করিয়াছিলাম। কাণ্ডির সুন্দর হ্রদ এবং হ্রদের সমীপস্থ বুদ্ধদেবের দন্তের উপরে নির্ম্মিত মনোরম বৌদ্ধবিহার সকল যাত্রীর দ্রষ্টব্য। এই বিহারে অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে। বুদ্ধদেবের এখানে রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। দন্ত-ডাগোব সর্ব্বদা পুষ্পরাশিতে আবৃত থাকে। আমাদের কাণ্ডিগমনের দিনে যাদুঘর (Museum) খোলা না থাকায় আমরা ইহা দেখিতে পাই নাই।

ইহা বলা আবশ্যক যে সিংহলের শেষ নৃপতিরা কাণ্ডিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাণ্ডির শেষ রাজা শ্রীবিক্রমরাজ সিংহ ১৮১৫ অব্দে ইংরাজ-কর্ত্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিলেন এবং ১৮৩২ অব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কাণ্ডির

প্রথম রাজা প্রথম বিমলধর্ম্মসূর্য্য (১৫৯০-১৬০৪) ডেলগামুয়াতে রক্ষিত বুদ্ধদেবের দন্ত কাণ্ডিতে আনয়ন করিয়া ইহার উপরে দ্বিতল বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দন্তমন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ রাজা কীর্ত্তিশ্রী (১৭৪৭—১৭৮০) নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন।

অনুরাধপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত সিগিরিয়াতে মর্ম্মর-প্রস্তর সদৃশ স্থপতি-কার্য্যের (Plaster) উপরে সুন্দর চিত্র আছে। এই সকল চিত্র খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের অনুকরণ কলম্বো যাদুঘরে (Museum) দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা সিগিরিয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।

সমন্তকূটকে ইউরোপীয়েরা Adam's Peak এবং সেতুবন্ধকে তাঁহারা Adam's Bridge বলেন। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে সমন্তকূটে বুদ্ধদেব আসিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার চরণ চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই পর্ব্বতটী কলম্বোর দক্ষিণপূর্ব্বে এবং নুয়ারাএলিয়ার (a hill-station) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

সিংহলের (Ceylon) প্রাচীন নাম লঙ্কা। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বঙ্গের বিজয় সিংহের লঙ্কাজয়ের পর ইহার নাম সিংহল হইয়াছিল। মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দুতগামনী এবং পরাক্রমবাহুকে লঙ্কার অথবা সিংহলের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩৪ ও ৩৫ সর্গে যুধিষ্ঠিয়ের রাজসূয়-যজ্ঞে সিংহলের অধিবাসীদিগের হস্তিনাপুরে আগমনের কথা লিখিত আছে। পুনরায় ৫১ সর্গে সিংহল ও লঙ্কার অধিবাসীরা পাণ্ডবদিগের অধীনতা স্বীকারকরিয়াছিলেন, এ বিষয় বর্ণিত আছে।

সিদ্ধান্তশিরোমণিরচয়িতা বিখ্যাত জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে উজ্জয়িনীর দ্রাঘিমা লঙ্কানগরীর মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষী বরাহমিহিরও তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক গ্রন্থে

এই কথা বলিয়াছেন। উভয় জ্যোতিষীই বিষুবরেখার নিকটে লঙ্কার অবস্থিতির কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সিংহলের দক্ষিণসীমা, বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত। উজ্জয়িনীর দ্রাঘিমা বর্ত্তমান সিংহলের পশ্চিমসীমার অন্ততঃ তিনশত মাইল দূরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ডোনাল্‌ড অভয়শেখর মহাশয় তাঁহার সিলোনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন সিলোনের সহস্র মাইল বিস্তার ছিল। খৃঃ পূঃ ২৩৮৭ অব্দ রাবণের মৃত্যুর পরে ভীষণ জলপ্লাবনে লঙ্কার এক অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। পুনশ্চ খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পাণ্ডুবাসনামা নৃপতির রাজত্বের সময়ে লঙ্কার কিয়দংশ সাগরজলে প্লাবিত হইয়াছিল। আবার খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে তিস্‌স-নামা নৃপতির সময়ে লঙ্কার দ্বাদশ ভাগের একাদশ অংশ সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়াছিল। কড্রিংটন সাহেব তাঁহার সিলোনের ইতিহাসে বলিয়াছেন গ্রীস্‌ দেশবাসী টলেমি খৃষ্টজন্মের পর এক শতাব্দীর ভিতরে সিলোনের প্রাচীনতম মানচিত্র রচনা করিয়াছিলেন। টলেমির সময়ের পূর্ব্বে সিলোনের পশ্চিমসীমা আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টলেমি বলেন জ্যান্‌জিবারের সন্নিহিত আফ্রিকার পূর্ব্বতটকে আজানিয়া বলিত এবং সিলোনের পশ্চিমতটে একটী নদীর নাম আজানস্‌ ছিল।

আমাদের বিশ্বাস আধুনিক সিলোনের প্রাচীন নাম লঙ্কা ছিল। রাবণের মৃত্যুর পরে জলপ্লাবন পরম্পরাতে লঙ্কার পশ্চিম দিকস্থ বিস্তৃত ভূখণ্ড, যেস্থানে বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণিত রাম ও রাবণ সংসৃষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এবং দক্ষিণ বিভাগের কিয়দংশ সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের পরে লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছিল। মহাভারতে সিংহলের এবং লঙ্কার বর্ণনা যেস্থানে আছে, সেইস্থানে শকজাতির, হারহূণ জাতির, যবন অর্থাৎ গ্রীকজাতির এবং পহ্লব অর্থাৎ পার্থিয়ান্‌

জাতিরও কথা বলা হইয়াছে এবং সহদেবের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের এই সকল অংশ সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

সিংহলের রাজা প্রথম পরাক্রমবাহু (যিনি ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন) সিলোন অর্থাৎ সিংহলকে তাঁহার শিলালিপিতে লঙ্কা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে আমরা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দোকানের সম্মুখে লঙ্কা-কেশসংস্কার গৃহ, লঙ্কা-বিনামা-কারখানা ইত্যাদি নাম দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে লঙ্কা মহাজন সভা এবং লঙ্কা-বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত দেখিয়াছি।

সিংহলদ্বীপ, সিহল, ইলম, হেলু, এলু, সেরেণ্ডিব, ওজদ্বীপ, বরদ্বীপ, মন্দদ্বীপ, তাম্রপন্নি, ট্যাপ্রোবেন, পালইসিমুন্দু, এই সকল নামে সিংহল অভিহিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সিংহলকে ওজদ্বীপ, বরদ্বীপ এবং মন্দদ্বীপ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাম্রপর্ণী নাম্নী ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যপ্রদেশের (তিনেভেলী জেলার) নদীর নামানুকরণে সিংহলের নাম তাম্রপর্ণী হইয়াছিল। পেরিপ্লাস নামক বিখ্যাত গ্রীক ভ্রমণকাহিনীতে ইহাকে ট্যাপ্রোবেন অর্থাৎ তাম্রপর্ণী এবং ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত বলিয়া পার-সমুদ্র বা পালইসিমুন্দু নাম দেওয়া হইয়াছিল। 'সিংহল' হইতেই তামিলেরা ইলম্, এলু ও হেলু অপভ্রংশ করিয়াছেন। সিংহলদ্বীপ হইতেই মুসলমানের সেরেণ্ডিব্ নাম উদ্ভূত হইয়াছে। পর্ত্তুগালের অধিবাসীরা 'সিংহল'কে 'সিলোনে' পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

যেমন দক্ষিণ ভারতের তাম্রপর্ণী নদীর নামের অনুকরণে সিংহলকে তাম্রপর্ণী নামে অভিহিত করা হইয়াছিল, সেইরূপ সিংহলের দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ কালুগঙ্গা নদীর উত্তর পার্ব্বতীয় বিভাগকে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগের অর্থাৎ মলয়গিরির নামের অনুকরণে 'মলয়গিরি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

পার্কার সাহেব 'প্রাচীন সিংহল' নামকগ্রন্থে বলিয়াছেন যে সিংহলের প্রাচীন অধিবাসী আধুনিক বেদ্দাদিগের ন্যায় ছিল। এই আদিম জাতির কতকগুলি উপজাতি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সভ্যজাতির ন্যায় রাজ্যশাসন কার্য্যের অনেক উন্নতি-বিধান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিজয়সিংহের সিংহলজয়ের অশীতি বৎসর পরে চিত্ত-নামা বেদ্দানৃপতি অনুরাধপুরে রাজধানী স্থাপিত করিয়া বিজয়সিংহের বংশধরের সমকক্ষ হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহের বংশধরের রাজধানীতে কালবেল-নামা একজন বেদ্দা-দলপতি বাস করিতেন। বিজয়সিংহের বংশধর এই দুইটী বেদ্দাদলপতির সাহায্যে তাঁহার শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পার্কার সাহেব বলেন সভ্যজাতিদের ন্যায় বেদ্দাজাতির বিবাহ জটিল ছিল এবং উদ্বাহ উৎসব অধিকদিন স্থায়ী হইত। বেদ্দারা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানকরিতেন। বঙ্গের রাজকুমারও বেদ্দা-নৃপতির পরিচ্ছদ পরিধানকরিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বলাহস্সজাতক নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বিজয়সিংহের সিংহলঅভিযানের পূর্ব্বে অন্যদেশ হইতে বাণিজ্যপোতের সিংহলে আগমনের বিষয় বর্ণিত আছে। শঙ্খজাতকে তিনটী মাস্তুলবিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত বাণিজ্যপোতের কথা আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের গঙ্গাতটস্থ দেশের সুবর্ণভূমির অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্যের কথা প্রাচীনগ্রন্থে বর্ণিত আছে। মহাবংশে লিখিত আছে যে বিজয়সিংহ তাঁহার শ্বশুর মাদুরাধিপতিকে রত্ন, মুক্তা এবং শঙ্খ সিংহল হইতে প্রেরণকরিয়াছিলেন।

রামায়ণের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও এই অর্দ্ধসভ্য আদিম সিংহল-বাসীকে যক্ষ, রাক্ষস, অসুর এবং নাগ নামে অভিহিত করা হইত। রামায়ণে বর্ণিতা লঙ্কানগরীর দুর্গ, পরিখা, সিংহদ্বার, অস্ত্র, সৌধরাজি এবং বিলাসিতার বিবিধ দ্রব্য এবং লঙ্কার নৃপতি রাবণ ও বিভীষণের

বিদ্যাবত্তা, রাজনীতিজ্ঞান এবং সমর-নিপুণতা হইতে আমরা লঙ্কার আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার পরিমাণ সহজেই অনুমান করিতে পারি। সিংহল অথবা লঙ্কাদ্বীপের পশ্চিমাংশ সমুদ্র-নিমজ্জিত হওয়াতে লঙ্কার অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও অনুরাধপুরে, মিহিনতলে, পলনারুয়াতে, ডাম্বুল্লাতে, বৌদ্ধকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

ভারতবর্ষ হইতে লঙ্কায় স্কন্দের অর্থাৎ শিবতনয় কার্ত্তিকেয়ের নেতৃত্বে তারকাসুরকে জয় করিবার জন্য প্রথম অভিযান হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে আর্য্যজাতি সিংহল অর্থাৎ লঙ্কায় যাইয়া আদিম অধিবাসী-দিগকে জয় করিয়া শিবের এবং কার্ত্তিকেয়ের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। রাবণ মহেশ্বরের ভক্ত ছিলেন। সিংহলের দক্ষিণপশ্চিমদিকে কাতারগামে অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়গ্রামে কার্ত্তিকেয়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। পার্কার সাহেব তাঁহার প্রাচীন-সিংহল-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নেভিল সাহেব বেদ্দাদিগের নিকট শুনিয়াছেন যে তাহাদের বিশ্বাস স্কন্দ এবং তাঁহার সৈন্য অসুরদিগকে এই কাতারগামে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। ডেভিসাহেব ১৮১৯ খৃং অব্দে কার্ত্তিকেয়ের, ঈশ্বরের অর্থাৎ শিবের এবং শিবানুচর ভৈরবের মন্দির কাতারগামে দেখিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির দ্বিতীয় অভিযান রামচন্দ্রের সময়ে হইয়াছিল। ইহা বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে। রাজাবলীয় নামক সিংহল দেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাম ও রাবণের যুদ্ধ গৌতম-বুদ্ধের জন্মের ১৮৪৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৩৭০ অব্দে ঘটিয়াছিল।

আর্য্যজাতির তৃতীয় অভিযান খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ বঙ্গদেশের লাঢ় অথবা রাঢ় প্রদেশের সিংহপুর গ্রাম (যাহাকে কেহ কেহ তারকেশ্বরের নিকট শিঙুর বলিয়া অনুমান করেন) হইতে সাতশত অনুচর লইয়া

লঙ্কাতে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহের লঙ্কা-জয়ের পর লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছিল। পালি-ভাষায় লিখিত মহাবংশে বিজয়সিংহের কথা বর্ণিত আছে। বিজয়সিংহের পুত্র না থাকাতে বঙ্গীয় সিংহপুর হইতে তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্তের পুত্র পাণ্ডুবাস আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০৪ অব্দে সিংহলে আসিয়া বিজিতপুরে রাজ-ধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসের পুত্র অভয়। অভয়ের পাণ্ডুকভয়নামা ভ্রাতুষ্পুত্র অনুরাধপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত-করিয়াছিলেন। এই অনুরাধপুরই পরে বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র হইয়াছিল। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ দর্শনীয় বস্তু। এই স্থানের বৌদ্ধ স্থপতি-কার্য্যের উপরিভাগ কাষ্ঠনির্ম্মিত হওয়ায়, সেগুলি নষ্ট হইয়াছে। কেবল প্রস্তর এবং ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি বর্ত্তমান। পাণ্ডুকভয়ের রাজত্বকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৩৭ অব্দ।

ইঁহাদের পরে সিংহলে বিখ্যাত নৃপতি দেবানাম্‌পিয়তিস্‌স আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে মৌর্যসম্রাট্ অশোকপুত্র মহীন্দ তাঁহার কতকগুলি শিষ্য সমভিব্যবহারে সিংহলে আসিয়া দেবানাম্‌পিয়তিস্‌সকে, তাঁহার রাণীকে এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে মহীন্দের ভগ্নী সঙ্ঘমিত্তা গয়ার বিখ্যাত বটবৃক্ষের (যাহার তলে বসিয়া বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন) একটী শাখা লইয়া অনুরাধপুরে মহামেঘ-উদ্যানে রোপনকরিয়াছিলেন। এই বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান। অনুরাধপুরে বুদ্ধের কণ্ঠাস্থির (collar-bone) উপর তিনি থুপরামনামক ডাগোব নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ-বৃত্তাকৃতি স্থপতিকার্য্য, যাহার অভ্যন্তরে চিহ্নাবশেষ (relic) আছে, তাহাকে ডাগোব বলে। 'ডাগোব' কেহ কেহ বলেন 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র

শরীরস্থ সপ্তধাতু। যাহার ভিতরে ইহাদের কোনটী থাকে, তাহাকে ‘ধাতুগর্ভ’ বলা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে আর্য্যজাতির চতুর্থ শান্তিপূর্ণ অভিযান মগধের শ্রেষ্ঠ অধিপতি অশোকের সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

সিংহলের ইতিহাস, সিংহাসন-আরোহণ-সম্বন্ধীয় গৃহবিবাদের এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যের, চোলের এমন কি কলিঙ্গের নৃপতিগণের আক্রমণের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে তামিল দলপতি এলল অনুরাধপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দুতগামনীনামা সিংহলী নৃপতি তাঁহাকে বধকরিয়া অনুরাধপুরে রাজা হইয়াছিলেন। দুতগামনী অনুরাধপুরের বিখ্যাত রুয়ানবেলী ডাগোব, যাহাকে মহাথুপও বলে, নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। প্রবাদ যে বুদ্ধদেব স্বয়ং আসিয়া পূর্ব্বে এইস্থানকে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিংহল তিনটী রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল; উত্তর বিভাগ অর্থাৎ পিহিটি, দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ মায়ারাট্র অথবা মায়ারাষ্ট্র এবং দক্ষিণপূর্ব্ব বিভাগ অর্থাৎ রহুন। শ্রীমেঘবর্ণনামা একজন সিংহল নৃপতি ভারতীয় খ্যাতনামা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে, আনুমানিক ৩৪০ খৃষ্টাব্দে, কলিঙ্গ হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত সিংহলে আনাইয়াছিলেন। ইহার পর সিংহলের ইতিহাস কেবল অন্তর্বিবাদের এবং দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতিগণের সিংহলআক্রমণের বিবরণে পরিপূর্ণ। ১০৫৬ অব্দে প্রথম বিজয়বাহুর রাজত্বকালে রাজধানী পোলোনারুয়াতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বিজয়বাহু চোল-নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া সমগ্র সিংহলের রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু আভ্যন্তরিক বিদ্রোহের জন্য শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। প্রথম পরাক্রমবাহু (যিনি পোলোনারুয়াতে ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন) সিংহলের একচ্ছত্র সম্রাট হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি রামন্নাদের
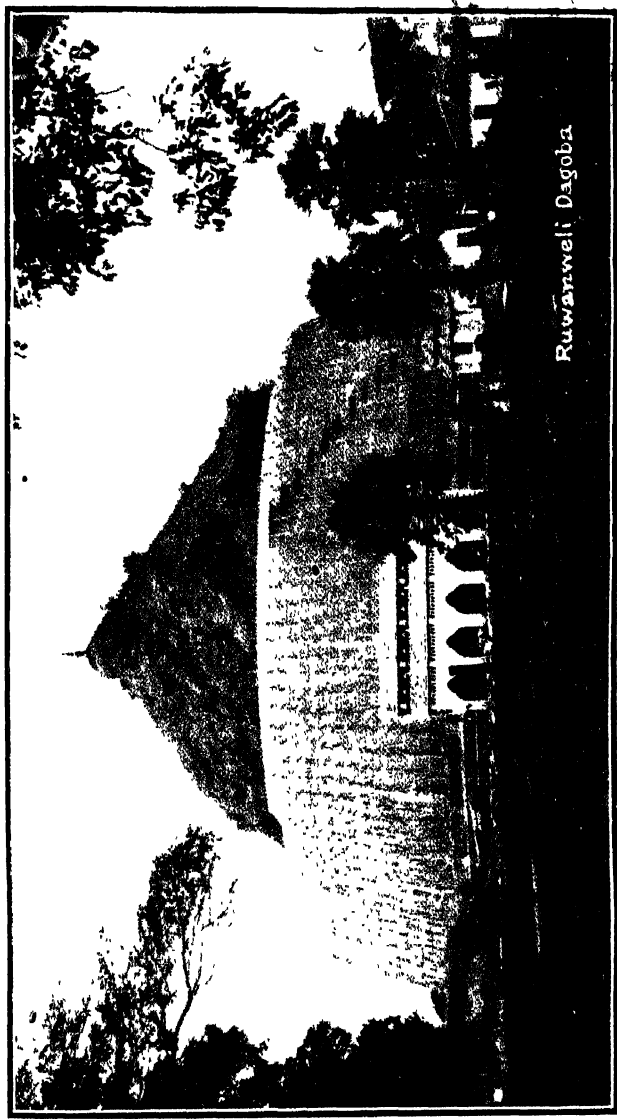
রুয়ান্‌ওয়েলি ডাগোব, অনুরাধপুর।
কলম্বোর জন কোম্পানির ছায়াচিত্র

নিকট চোলরাজ্য এবং ব্রহ্মের পেগু প্রদেশও আক্রমণকরিয়াছিলেন। তিনি অনেক বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন, অনুরাধপুরে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, রাজধানী পোলোনারুয়া সুন্দর সৌধরাজি দ্বারা বিভূষিতা করিয়াছিলেন, এবং অনেক জলপ্রণালী খনন করাইয়া তিনি সেচনবিভাগের উন্নতি সম্পাদনকরিয়াছিলেন। সিংহল তাঁহার সময়ে সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার পর হইতেই সিংহলের ঐশ্বর্য্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। অন্তর্বিবাদে, দক্ষিণভারতের নৃপতিগণের আক্রমণে, এমন কি ১৪০৮ অব্দে চীনসম্রাটের সৈন্যের আক্রমণে সিংহল বিধস্ত হইয়াছিল। চীন সেনানী চতুর্থ রাজা বিজয়বাহুকে চীনদেশে বন্দীরূপে লইয়া গিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর সিংহল চীনসাম্রাজ্যের করদ রাজ্য হইয়া থাকিয়াছিল। ১৫৮০ হইতে ১৬৫৮ পর্য্যন্ত সিংহল পোর্ত্তুগালবাসীদিগের অধীনস্থ ছিল। ইহাদের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া সিংহলবাসিগণ ডাচ্-দিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৬৪০ হইতে ১৭৯৬ পর্য্যন্ত ডাচ্ শাসনকর্ত্তারা সিংহল শাসনকরিয়াছিলেন। ইঁহারা সিংহলের শাসন-কার্য্যের অনেক উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের গুরুতর করভারে সিংহল নিষ্পেষিত হইয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহল ইংরাজদিগের অধীনে আসিয়াছিল। পর্ত্তুগালবাসীদিগের প্রভুত্বের, হল্যাণ্ডবাসী অর্থাৎ ডাচ্দিগের রাজত্বের এবং ইংরাজদিগের শাসনের সময়ে অর্থাৎ ১৫৯০ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত প্রথম বিমল-ধর্ম্ম সূর্য্য হইতে শ্রীবিক্রমরাজসিংহনামা নয়জন সিংহলী নৃপতি কাণ্ডিপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের অনেকের বিশ্বাস যে সিংহল এবং লঙ্কা বিভিন্ন প্রদেশ এবং সিংহলে রামায়ণবর্ণিত কোনও ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু এক্ষণেও সিংহলে বিশেষতঃ ইহার দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের

ঘটনার সহিত সংস্থষ্ট অনেকগুলি স্থান সিংহলবাসিগণ বিদেশী ভদ্র-লোককে প্রদর্শনকরান।

সিংহলে "সিলোন টাইম্‌স্" নামক পত্রিকাতে সেণ্টনিহাল সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিংহলবাসীদিগের বিশ্বাস যে সিংহলের দক্ষিণস্থ গলনগরের সন্নিকটে বিউনাভিষ্টা নামক পর্ব্বতে এখনও পর্য্যন্ত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত এবং হিমালয় হইতে হনূমান্‌কর্ত্তৃক আনীত ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এইস্থান হইতে সিংহলবাসী চিকিৎসকেরা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ নির্ব্বাচনকরেন। সিংহ মহাশয় আরও বলেন ইউভা ডাউন্‌স্ বিভাগের মধ্যে ওয়েলিমদের এবং হক্‌গলের সন্নিকটে রাম ও রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। হক্‌গল, শঙ্খগলের অর্থাৎ শঙ্খ-পর্ব্বতের অপভ্রংশ। এই স্থান হইতে রাবণের রক্ষিগণ শঙ্খ বাজাইয়া রাবণের সেনানীদিগকে শত্রুপক্ষের সেনা-সমাবেশের কথা জ্ঞাপনকরিতেন। তিনি আরও বলেন সিংহলিগণের বিশ্বাস যে নুয়ারাএলিয়ার নিকট কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বানর-সৈন্যের লঙ্কাদাহের কথা স্মরণকরাইতেছে। দেবুরুণ-ওয়েলা-বিহারের নিকট একটী ধান্যক্ষেত্র আছে। সেই স্থানে রাম ও রাবণের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং রাবণ তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহারই নিকটে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। ওয়েলিমদের সন্নিকটে ‘বিতুরুপুল্ল নামক স্থানে বিভীষণ রামকর্ত্তৃক লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় বলেন যে সিংহলবাসীদের বিশ্বাস ত্রিঙ্কোমালির নিকটে কোণেশ্বর শিবমন্দিরে রাবণের মাতা পূজা করিতেন। তিনি আরও বলেন কলম্বোর উনত্রিশ মাইল পূর্ব্বে প্রবাহিতা কল্যাণী-গঙ্গার শাখা সীতা-বক-গঙ্গাতে সীতাদেবী প্রত্যহ স্নান করিতেন। ডোনাল্ড অভয়-শেখর মহাশয় বলেন সীতার নাম সিংহলে অনেকগুলি স্থানের সহিত সংস্পৃষ্ট আছে,

যথা—নুয়ার এলিয়া অর্থাৎ রাবণের ভূমি, সীতাতলাও অর্থাৎ সীতার সমতল ভূমি, সীতাএল অর্থাৎ সীতার নদী, সীতাকুণ্ড অর্থাৎ সীতার পুষ্করিণী, সীতাবদে অর্থাৎ মায়া-সীতাবধের স্থান। সিংহলবাসীদিগের বিশ্বাস যে চতুরঙ্গ বা চেস্ খেলা বানরদিগের লঙ্কাপুর—আক্রমণের সময়ে রাবণের প্রধানা রাণী মন্দোদরী আবিষ্কারকরিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড থিওডোরপেরেরা তাঁহার সিংহলের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে সিংহলের হিন্দু-অধিবাসীরা বলেন সিংহলের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত বৃহৎ বাসস্ নামক পার্ব্বতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর রাবণের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বাল্মীকি বলিয়াছেন যে মলয়-গিরির দক্ষিণে মহেন্দ্র-গিরিতে উপনীত হইয়া হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া ত্রিকূটশিখরস্থিত লঙ্কানগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র সেইস্থানেই সেতুবন্ধন করাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্র পার হইয়াই লঙ্কায় পৌঁছিয়াছিলেন। যখন বানরেরা লঙ্কাতে অগ্নি প্রদানকরিয়াছিলেন, তখন অগ্নিশিখা সমুদ্রবক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে লঙ্কাপুরী সমুদ্রের নিকটে নির্ম্মিতা হইয়াছিল। আরও আমরা অনুমান করিতে পারি সেতুবন্ধন কার্য্য মলয়গিরির ও কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকটে সম্পাদিত হইয়াছিল। মণিমেখলাই নামক তামিলগ্রন্থে কুমারিকা-অন্তরীপের নিকট সেতুবন্ধনের কথা বিবৃত আছে। মানার দ্বীপ (যাহা বস্তুতঃ সিংহলের অংশ) ভারতবর্ষীয় রামেশ্বর দ্বীপের সহিত বালুকাস্তূপ শ্রেণী (a chain of sandbanks) দ্বারা সংযুক্ত। ইহাকে এক্ষণে সেতুবন্ধ (Adam's Bridge) বলে। এই প্রকার বালুকাস্তূপ শ্রেণী সম্ভবতঃ কুমারিকা অন্তরীপের দক্ষিণে পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। লঙ্কার পশ্চিমাংশ (যেখানে রামায়ণের ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল) সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলে সেতুবন্ধ তীর্থ পূর্ব্বদিকে এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধস্থান ইত্যাদি সিংহলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অপসারিত

হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের নিমিত্ত রামায়ণের সময়ের প্রাচীন কীর্ত্তির বিলোপ সম্ভবপর। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধ স্বয়ং সিংহলে যাইয়া মহোদর ও চুলোদরনামা নাগরাজকুমারদ্বয়ের বিবাদ নিষ্পত্তিকরিয়াছিলেন। রাবণের একজন খ্যাতনামা সেনানীর নামও মহোদর ছিল। মহাবংশে লিখিত আছে বিজয়সিংহের যক্ষিণী স্ত্রী কুবেণী লঙ্কাপুরের (রাবণের লঙ্কানগরীর নূতন সংস্করণের) যক্ষ সকলকে উন্মূলিত করিতে তাঁহার স্বামীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃত লঙ্কাপুরী সমুদ্রমগ্না। পার্কার সাহেব বলেন সিংহলের পশ্চিম প্রদেশে বিভীষণকে দেবতা বলিয়া পূজাকরে। তিনি উত্তরের দিক্‌পাল বলিয়া পরিগণিত। বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা যে সেতু সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত বালুকাস্তূপের এবং পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল সুগ্রীব তাহাকে নিরাপদ বোধ করেন নাই। তিনি রামকে হনূমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণকে অঙ্গদের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বানরগণেরও মধ্যে কেহ কেহ এই সেতু পার হইবার সময়ে জলমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে লঙ্কার পশ্চিমাংশ জলপ্লাবিত হওয়ায় ভারতবর্ষীয়েরা সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর তীর্থ পূর্ব্বাভিমুখে অপসারিত করিয়াছিলেন। সিংহলবাসীরা সিংহলের দাক্ষিণাত্যের মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলে রাম ও রাবণ-সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর স্থান সরাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাইতে পারে যে কেন সেতুবন্ধের দক্ষিণে মানারদ্বীপের নিকট অর্থাৎ বর্ত্তমান তালাইমানারের নিকট এই সকল ঘটনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল না। তাহার কারণ এই যে আর্য্যজাতির ও ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের তামিলগণের সিংহল আগমনের পরে আদিম সিংহলীরা (অর্থাৎ আর্য্যজাতি যাঁহাদিগকে রাক্ষস, যক্ষ, অসুর ও নাগ বলিতেন তাঁহারা) দক্ষিণদিকে যাইতে বাধ্য

হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঐতিহাসিক স্থানসকলও অপসারিত করিয়াছিলেন।

রাবণ, বিভীষণ ইত্যাদি রাক্ষসেরা সভ্যতাতে প্রায় আর্য্যজাতির সমকক্ষ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতা-সম্ভূত। রাবণ ও বিভীষণ কুবেরের ন্যায় বিশ্রবা-ঋষির পুত্র। রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযানের পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা এবং শৈবধর্ম্ম লঙ্কাতে বিস্তৃত হইয়াছিল। রাবণ বেদে এবং বেদাঙ্গে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, এবং বিভীষণের বাক্য আর্য্যশাস্ত্র-সম্মত। এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই সভ্য অনার্য্যজাতি কোথায় যাইলেন। আমরা বলিব ইঁহারা বিজয়সিংহের ও তাঁহার অনুচরবর্গের বংশধরের সহিত এবং তামিলদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে তবে এক্ষণেও অসভ্য বেদ্দা রহিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আমরাও প্রশ্ন করিতে পারি যে ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণের পর এখনও সাঁওতাল, কোল, ভীল ইত্যাদি অসভ্য জাতি রহিয়াছে কেন? আমরা অবশ্য একথা বলিতে সাহস করি না যে আধুনিক ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিসকল অবিমিশ্রিত-আর্য্যজাতি-সম্ভূত। পার্কার সাহেব তাঁহার 'প্রাচীন সিংহল' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন বেদ্দা "ব্যাধের" অপভ্রংশ। এই বেদ্দাদিগকে প্রাচীনকালে অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, এবং নাগ বলিত। বেদ্দারা কুবেরকে যক্ষদিগের রাজা বলিয়া পূজাকরে। পার্কার সাহেব বলেন সিংহলীদিগের ইতিহাসে ইহাদিগকে যক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা আর্য্যদের দেবদেবীর—শিব, পার্ব্বতী, স্কন্দ, গণেশ, বিষ্ণু, এবং শত্রু (ইন্দ্র) ইত্যাদির পূজা করিয়া থাকে। রাহু এবং মোহিনীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। পুরাণে রাহু অসুর বলিয়া বর্ণিত। সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ-করিয়াছিলেন। পার্কার সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ২৯ এবং ৩০

পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন কাণ্ডি-প্রদেশে সিংহলী, তামিল, এবং বেদ্দাজাতির সংমিশ্রণের ফল আধুনিক সিংহলী জাতি। তিনি আরও বলেন যে সিংহলের ইতিহাস এবং বলাহস্সজাতক পাঠকরিলে অবগত হওয়া যায় যে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহলে বেদ্দাজাতির সংখ্যা অধিক ছিল এবং তাহাদের ভিতর অনেক বেদ্দা আধুনিক বেদ্দা অপেক্ষা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ইতিহাস অন্ততঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত যে সিংহলী ঐতিহাসিকগণ বেদ্দাদিগের সভ্যতা অতিরঞ্জিত করেন নাই।

সিলোনের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আদিম অধিবাসী অর্থাৎ বেদ্দা, যাহাদের সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র এবং যাহারা সিংহলের পূর্ব্ব-বিভাগে পর্ব্বতময়-প্রদেশে এক্ষণে বাস করে, সিংহলী, যাঁহাদের সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ এবং যাঁহাদের অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ; তামিল, যাঁহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ এবং যাঁহাদের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ; মুসলমান, যাঁহাদের অধিকাংশ আরব এবং মূরদিগের বংশধর এবং যাঁহাদের সংখ্যা আড়াইলক্ষ ; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বার্ঘার, যাঁদের দেহে পোর্ত্তুগীজ, ডাচ্, ইংরাজ এবং সিংহলী রক্ত বিদ্যমান এবং যাঁহাদের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ সহস্র এবং অবিমিশ্রিত ইউরোপীয় যাঁহাদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। সিংহলীরা এবং তামিলেরা বিবাহসূত্রে মধ্যে মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সিংহলীরা বিজয়সিংহের এবং তাঁহার অনুচরগণের বংশসম্ভূত। ইহাদিগের দেহে আদিম অধিবাসীদিগের এবং ইউরোপীয়ানদের রক্ত যে নাই ইহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। অতএব সিংহলের আদিম অধিবাসী, আর্য্যজাতির, দ্রাবিড়জাতির এবং কিয়ৎ-পরিমাণে ইউরোপের পোর্ত্তুগীজ, ডাচ্ এবং ইংরাজ জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বিজয় সিংহের এক স্ত্রী যক্ষিণী কুবেণী এবং আর

এক স্ত্রী পাণ্ড্য-রাজকুমারী। এই রাজকুমারীর সহচরীরা বিজয়সিংহের অনুচরগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে বঙ্গের আর্য্যজাতি, সিংহলের আদিম জাতি এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি পুরাকালে সংমিশ্রিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মহিসাবে ভাগ করিলে বর্ত্তমান সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ কিম্বা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত করেন। সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধদিগের প্রধান বৈশিষ্ট্য অহিংসা-ধর্ম্ম। হিন্দুরা অহিংসা-ধর্ম্মকে নূতন মত বলিতে প্রস্তুত নহে। আর্য্যঋষিরা অহিংসা-ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদিগের আশ্রমে কোনও জীবের কেহ কোন অনিষ্ট করিতে সাহস করিত না। ক্রোধ ও হিংসাতে তপঃ ক্ষয় হয়; ইহা তাঁহাদিগের ধারণা ছিল। সিংহলী ভাষা সংস্কৃত, পালি ও মাগধীর নিকট ঋণী। সকলেই জানেন এই তিনটী ভারতীয় ভাষা প্রাচীন বৈদিক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তামিল ভাষা দ্রাবিড়ের অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতের একটী প্রধান ভাষা। ইহার উপর সংস্কৃতের প্রভাব প্রত্যেক তামিল মনীষী স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি সিংহলের বর্ত্তমান অধিবাসীদের ভিতর মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী দ্বাদশ ভাগের একভাগ। অবশিষ্ট অধিবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু ও বৌদ্ধেরা প্রায় সকলেই ভারতীয় আর্য্য এবং দ্রাবিড় জাতির বংশধর। আমরা পরে বাঙ্গালা ভাষা ও সিংহলী ভাষার নিকট সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। অতএব দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী ভারতীয় হিন্দুদিগের সহিত ধর্ম্ম, ভাষা, সভ্যতা ও রক্তের ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে সিংহল দেশবাসীরা এবং ভারতবাসীরা

পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষুতে না দেখিয়া পরস্পরকে নিকট আত্মীয় মনে করিয়া পরস্পরের ভিতরে মৈত্রী ও সদ্ভাব-স্থাপনের প্রয়াস করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিংহলী ভাষাও মিশ্রিত ভাষা এবং ইহার অধিকাংশ কথা সংস্কৃত, মাগধী এবং পালি-ভাষা হইতে সংগৃহীত। সিংহলী ভাষার উপর আদিম অধিবাসীদিগের ভাষার, তামিল ভাষার এবং ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব বিদ্যমান আছে। সানুচর বিজয়-সিংহ যখন লঙ্কা জয়করেন, তখন তাঁহারা মাগধী ভাষা লইয়া আসিয়াছিলেন। সে সময়ে আধুনিক বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল না। তাহার পর মহীন্দের এবং সংঘমিত্তার ও তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের আগমনের পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং পালি-ভাষার (যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল) প্রচলন সিংহলে, হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এবং পরে দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিল জাতির ক্রমান্বয়ে সিংহলে উপনিবেশস্থাপনের নিমিত্ত তামিল ভাষা সিংহলে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পরে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা সিংহলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল। বিজয়সিংহের সিংহলে বঙ্গ-দেশীয় উপনিবেশস্থাপনের পূর্ব্বে তারকাসুর এবং রাবণ রাক্ষস দমনকরিবার নিমিত্ত আর্য্যজাতি লঙ্কাতে যে অভিযান করিয়াছিলেন সেই সময়েও সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা লঙ্কাতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল।

আর্য্যজাতির ভারতাগমনের পরে প্রধানতঃ তিনটী ভাষা আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হয় (১) বৈদিকভাষা এবং বৈদিক ভাষার সদৃশ ভাষা যাহাতে শিষ্টেরা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত আর্য্যঋষিরা, কথোপকথন করিতেন এবং যাহার জন্য পাণিনি তাঁহার অদ্বিতীয় অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ পরে রচনাকরিয়াছিলেন। (২) সংস্কৃত ভাষা যাহাতে রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুইখানি মহাকাব্য এবং

পুরাণসমূহ রচিত হইয়াছিল, এবং যাহা পরে অশ্বঘোষের, কালি-দাসের, ভবভূতির, বাণভট্ট ইত্যাদি কবির ভাষাতে পরিণত হইয়াছিল। (৩) প্রাকৃত ভাষাসমূহ যাহাতে অশিক্ষিত পুরুষ এবং স্ত্রী তাহাদের মনোভাব জ্ঞাপনকরিত। শেষোক্তভাষা বৈদিক ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। মগধের প্রচলিত প্রাকৃতভাষাকে মাগধী বলিত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সর্ব্বজাতি এবং সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধদেব তাঁহার বাণীপ্রচারের জন্য এই মাগধী ভাষার আশ্রয় গ্রহণকরিয়াছিলেন। এই মাগধী ভাষা হইতে বাঙ্গলা এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের পালি-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। পাটলীপুত্র, পালিবোথ্র অর্থাৎ পাটনার মাগধী ভাষাকে পালিভাষা কহিত। 'কেশ,' 'মাস' এবং 'কাল' সংস্কৃত. পালি, বাঙ্গালা এবং সিংহলী ভাষায় আছে। এই কয়েকটী কথা সংস্কৃত কিম্বা পালি হইতে সিংহলীভাষাতে প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সিংহলী কথা 'পূর্ব্ব', 'মৃগ,' 'মদ্য,' এবং 'পুস্তক' আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতেও আছে। এই সকল কথা প্রাচীন মাগধী হইতে (সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে) সংগৃহীত হইয়াছিল, কারণ পালি ভাষাতে ইহাদের আকৃতি পূব্ব, মিগ, মজ্জম্ এবং পোত্থক।

সিংহলী বর্ণমালা বিজয়সিংহের এবং মহীন্দের মাগধী ব্রাহ্মী এবং দ্রাবিড়ের বত্তেলেত্তু লিপির সংমিশ্রণ। এই বত্তেলেত্তু লিপি অর্থাৎ বর্ত্তুল-লিপি অর্থাৎ গোলাকার অক্ষর সপ্তদশ শতাব্দী অবধি দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে সিংহলে পরিবর্ত্তিত ব্রাহ্মী-লিপির প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান লিপি প্রচলিত হইয়াছিল। সিংহলী এবং তৎ-সদৃশ বাঙ্গালা কথার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বাঙ্গালা	সিংহলী	বাঙ্গালা	সিংহলী
বাত	বাতয়	পর্ব্বত	পর্ব্বতয়
বলাহক, মেঘ	বলাকুল, মেঘ	বালি (সং-বালুকা)	বালি
শীতল	শীতল	তারা, তারকা	তারকাব, তরু
পূর্ব্বদেশ	পূর্ব্বদেশ	মরুৎ	মারুতয়
অগ্নি	গিনি	পিতল (পিত্তল)	পিত্তল
উষ্ণ	উষ্ণ	তাম্র, তাঁবা	তম্ব
বিদ্যুৎ, বিজলী	বিদ্যুলিয়	প্রবাল	পবলু
বিজলী-আলো	বিদ্যুলি-এলিয়	বিদূর	বিদূর
(সং-বিজলী-আলোক)		মরকত	মরকত
স্বভাব	স্বভাব	রস (পারদ)	রস-দিয়
উত্তর	উতুর	মুক্তা	মুতু
আকাশ	অহশ	নীলকান্ত	নীলকতয়
ঘোষ (শব্দ)	ঘোষা	মৃগ	মৃগয়া (পশু)
দক্ষিণ	দোকুন	পক্ষী	পক্ষিয়া
সূর্য্য	সূর্য্য	গো	গোনা
তীর	তীরয়	বৎস	বস্‌সা
মাটি (সং-মৃত্তিকা)	মাটি	বিড়াল, বেরাল	বললা
		কুক্কুট	কুকুলা
ফেন	পেন	কাক	কাক্কা
দ্বীপ	দ্বীপয়. দীব	হস্তী, হাতি	অতা
সমতল	সমতলাব	অশ্ব	অশ্বয়া
পুষ্করিণী, পুকুর, বিল	পোকুণ, বিল	সিংহ	সিংহয়া
		বানর, বাঁদর	বন্দুরা
গঙ্গা	গঙ্গা (নদী)	অশ্বতর	অশ্বতর

বাঙ্গালা	সিংহলী
মৃগ-পাদ	মৃগপাদয়া
পারাবত	পরবিয়া
ইছা (সং-ইঞ্চাক) চিংড়ী মাছ	ইস্‌সা
সর্প	সর্পয়া
হংস	হংসয়া
বৃক	বৃকয়া
কাঁকুড় (সং-কর্কটী)	ককির
দেবদারু	দেবদার
আম্র, আম, আঁব	অম্ব
তালগাছ (সং —তলগচ্ছ)	তলগহ
মূল	মূল
আঁটি (সং—অস্থি, অষ্টি)	আট, অটয়
তিল	তল
কাল (সং—কাল)	কলু (black)
নীল	নীল
লোহিত	লোহিত
পাটল	পাটল

বাঙ্গালা	সিংহলী
দিন	দিন
দৈনিক, দিনপাত	দিনপতা
অদ্য	অদ
সন্ধ্যা	সন্দাব
রাত্রি	রাত্রিয়
বৃহস্পতিবার	বৃহস্পতিন্দা
শুক্রবার	শিকুরা-দা
শনিবার, শনৈশ্চর-বার	শেনশুরা-দা
পক্ষ	পক্ষয়
মধ্য-রাত্রি	মধ্যম-রাত্রিয়
মধ্য-গ্রীষ্ম-কাল	মধ্যম-গ্রীষ্ম-কালয়
মাস	মাসয়, মাস
বৈশাখ	বেশক
আষাঢ়	অসল
উদয়	উদয়
অস্তগমন	অস্তগম
বসন্তকাল	বসন্তকালয়
গ্রীষ্মকাল	গ্রীষ্মকালয়
শরৎ	শরদ্, শরৎকালয়
হেমন্ত, শীতকাল	হেমন্ত, শীতকালয়
বর্ষাকাল	বর্ষাকালয়
ঋতু, কাল	ঋতু, কাল
বর্ষা	বস্‌স (rains)

বাঙ্গালা	সিংহলী
বর্ষ (বৎসর)	বর্ষয়
দেবস্থান, বিহার, দেবালয়	দেব-স্থানয়, বেহের, দেবালয়,
রাষ্ট্র	রট
খেত, (সং-ক্ষেত্র)	কেত
বন	বনয়
কাণ্ড (বৃক্ষশাখা)	কণ্ড
চৈত্য	চৈত্য
স্মারক	স্মারক
মার্গ	মগ
পাঠশালা	পাঠশালাব
অঙ্গন	অঙ্গন
বীথি	বীথিয়
পুর	পুর
গ্রাম, গাঁ	গম
নন্দা, ননদ (পতি-ভগ্নী)	নন্দা (খুড়ী, শ্বাশুড়ী)
পিতা, তাত	পিয়া, তাত্তা
পুরুষ	পুরুষয়
পুত্র, পুত	পুতা
মাতুল, মামা (সং—মামক, মাম)	মামা

বাঙ্গালা	সিংহলী
ভার্য্যা, স্ত্রী	ভার্য্যা, স্ত্রী
কুমারী	কুমারী
বাহু	বাহুব
পৃষ্ঠ, পিঠ, পিট	পিট
শরীর, অঙ্গ	শরীরয়, অঙ্গ
শরীর বর্ণ	শরীর বর্ণ
কর্ণ, কাণ	কণ
অঙ্গুলি	অঙ্গিল্ল
পদ, পা	পয়
উরু-সন্ধি	উরু-সন্ধিয়
কেশ, লোম	কেশ, লোম
হস্ত, হাত	অত
হৃদয়	হৃদয়
মুখ	মুখয়
দন্ত, দাঁত	দত
মণিবন্ধ	মণিক্কটুব
পিত্ত	পিত
দষ্ট	দষ্টয়
অন্ধ, কাণা	অন্ধ, কণ
কাশ	কস্‌স
চিকিৎসা	চিকিৎসাব
জীবন	জীবৎ
বাস (বাটী)	বাসয়
আহার	আহার

বাঙ্গালা	সিংহলী	বাঙ্গালা	সিংহলী
রোগ	রোগয়	চি ন (চীন ভাষা হইতে)	সিনি
বৈদ্য	বেদ্দা, বৈদ্যাচার্য্যয়		
কষায়	কষায়	মদ্যপান	মদ্যপানয়
অতিসার	অতিসারয়	বিষ	বস
পরিশ্রম	পরিশ্রময়	কলস	কলস
ক্লান্ত	ক্লান্ত	স্থালী, থালি	তলিয়
বাত-রক্ত	বাত-রক্তয়	পাত্র	পাত্রয়
অজীর্ণ	অজীর্ণয়	বস্ত্র	বস্ত্র
বিলেপন	বিলেপনয়	আভরণ	আভরণ
গুলি (সং-গুটিকা, গুলিকা)	গুলিয়	আতপত্র	আতপত্র
		পট (রেশম)	পট
		পেটিক, পেটী	পেট্টিয়
প্রতিকার	প্রতিকারয়	জানালা (পোর্ত্তুগীজ হইতে)	জনেলয়
বিশ্রাম	বিশ্রাম		
শল্য বৈদ্য	শল্য-বৈদ্য		
ব্যঞ্জন (তরকারী)	ব্যঞ্জন	দ্বার, দোর	দোর
ভোজন	ভোজনয়	গরাদে (পোর্ত্তুগীজ হইতে)	গরাদিয়
মাংস, মাস	মাংস, মস		
তৈল, তেল	তেল	পুস্তকালয়	পুস্তকালয়
ভাত (সং—ভক্তম্)	বত	শিল্পী	শিল্পিয়া
		রসায়ন-কার	রসায়ন-কারয়া
লবণ, লুণ, নুণ	লুনু	রথ-চক্র	রথ-চক্র

বাঙ্গালা	সিংহলী	বাঙ্গালা	সিংহলী
মালাকর	মলকরু	গণনপত্র	গণনপত্র (bill)
ব্যাপারী	ব্যাপারয়	নিয়োগ করা	নিয়োগকরণবা
চিত্রকর	সিত্তরা, সিতিয়ম্-করণ্ণ	কর্মশালা	কর্মান্তশালাব (factory)
ছায়ারূপ শিল্পী (Photo-grapher)	ছায়ারূপ শিল্পিয়া	উপদ্রব-রক্ষা	উপদ্রব-রক্ষয় (insurance)
		উত্তর	উত্তর (reply)
গুরু, গুরুবর	গুরুবরয়া (শিক্ষক)	কেলি	কেলি
		প্রপাত	প্রপাতয়
সেবক	সেবকয়া	অগ্নিবায়ু	অগ্নি-বায়ু (gas)
মিত্র	মিতুর		
শিষ্য, অধ্যায়ী,	শিষ্যয়া, অধ্যায়ী	ভোজন-শালা	ভোজন-শালাব (dining-room).
রথাচার্য্য	রথাচার্য্য (Coachman)		
যন্ত্র	যন্ত্রয়	সংগ্রহ-শালা	সংগ্রহ-শালাব (drawing-room)
কসা	কসয় (whip)		
সম্প্রাপ্তি	সম্প্রাপ্তিয় (arrival)	নাগরিক-শালা	নাগরিক-শালাব (town-hall)
গণন	গণন		
কার্য্য	কার্য্যয়	রোম, লোম	লোম
সমাগম	সমাগম (company)	যন্ত্রকার	যন্ত্রকারয় (engineer)
শেষ	শেষয় (balance)	পশু-বৈদ্য	পশু-বৈদ্য
উপদেশ	উপদেশ	দন্ত-বৈদ্য	দৎ-বেদা

বাঙ্গালা	সিংহলী
গমন-কার	গমন-কারয়া (traveller)
কার্য্যবৎ	কার্য্যবৎ (busy)
লাভ (profit)	লাভ (profitable, cheap)
অলাভ (loss)	অলাভ (dear)
অন্তরায় সহিত	অন্তরাসহিত (difficult)
অলাভ, হানি	অলাভয়, হানিয়, (loss, damage)
আয়-ব্যয়	অয়-বয়
ক্রিয়াধিকরণ	ক্রিয়াধিকরয়া (director)
নাম-গ্রাম	নম-গম (address)
মুদ্রা	মুদ্রয় (seal)
পারু-কার	পার-কারয়া (boatman)
এক	এক
তিন (সং—ত্রি)	তুন

বাঙ্গলা	সিংহলী
ছয় (সং—ষট্)	সয়
সাত (সং—সপ্তন্)	সত
আট (সং—অষ্টন্)	অট
নব	নবয়
দশ	দশয়
ষোড়শ, ষোল	সোলোশ
বিশ	বিস্স
ত্রিশ	তিস
একশ	একসিয়য়
দুশ	দেশিয়
তিনশ	তুন্শিয়
পাঁচশ	পন্শিয়
লক্ষ, লাক	লক্ষয়, লক
কোটি	কোটিয়
আধ (সং-অর্দ্ধ)	অধ
একবার	একবরক
দক্ষ	দক্ষ
নরক (hell)	নরক (bad)
মহৎ	মহৎ
মহৎ, মহান্ (great)	মহতা, (gentleman)
তিক্ত, তিত	তিত্ত
দুঃখ-সহিত	দুক-সহিত (sorry)

বাঙ্গালা	সিংহলী	বাঙ্গালা	সিংহলী
বিশাল	বিশাল	অবশ্য, আবশ্যক	অবশ্য, আবশ্যক
শুদ্ধ, পবিত্র	শুদ্ধ, পবিত্র	বেদনা	বেদনা
সামান্য	সামান্য	পুরাণ	পুরাণ, (old)
যোগ্য	যোগ্য	সুন্দর, কমনীয়	সুন্দর, কমনীয়
গভীর	গম্বুরু	শুদ্ধ, নির্ম্মল	শুদ্ধ, নির্ম্মল
অপবিত্র	অপবিত্র	মহাত্মা	মহত্ময়া
সম	সম	(high-minded)	(sir)
শীঘ্র	শীঘ্র	নিশ্চল	নিশ্চল
পর-দেশী	পর-দেশী (foreign)	নিশ্চল হইয়া	নিশ্চল-লেশ (quietly)
দূর	দূর	দুর্লভ	দুর্লভ
ধর্ম্ম্য	ধর্ম্মা (just)	সত্য	সত্য
ঊর্দ্ধ	উদ	বিনা	বিনা
পূর্ণ	পূর্ণ	বিরুদ্ধ	বিরুদ্ধব
প্রসন্ন	প্রসন্ন (glad)	ধনবান্	ধনবৎ
সত্যবাদী	সত্যবাদী	প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধ
অলস	অলস	ঋজু	ঋজু
অশক্য	অশক্য	সুরক্ষিত, নিরুপদ্রব	সুরক্ষিত, নিরুপদ্রব
করুণা	করুণা	মন্দ, মন্দগ	মন্দ (slow)
করুণাবান্, দয়াবর	করুণাবন্ত, দয়াবর	ক্ষুদ্র	কুদা
বাম	বাম	মৃদু	মৃদু
লঘু	লঘু	অম্ল, অম্বল	
বহু, অধিক	বোহো, অধিক		

বাঙ্গলা	সিংহলী
বিশেষ	বিশেষ
বিশেষতঃ	বিশেষস্থ
অপূর্ব্ব	অপূর্ব্ব
বলবান্ (ক্লীবলিঙ্গ বলবৎ)	বলবৎ
প্রয়োজনীয়	প্রয়োজনবৎ
অপ্রয়োজনীয়, নিষ্প্রয়োজন	অপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন
অনেক, বিবিধ	অনেক, বিবিধ
দুর্ব্বল, বলহীন	দুর্ব্বল, বলহীন
সমস্ত	সমস্ত
বাল, তরুণ, যুবা	বাল, তরুণ, যুব
নিতরাং (সং)	নিতরাম
প্রকারতঃ	প্রকারয়ত
সামান্যতঃ সাধারণতঃ	সামান্যলেশ (usually)
করা	করণবা
সং বন্ (সাহায্য করা, কার্য্য করা)	বেনবা

বাঙ্গলা	সিংহলী
অবসর দেয়া	অবসর দেনবা
উত্তর-দেয়া	উত্তর দেনবা
উপকার করা	উপকার করণবা
বিশ্বাস করা	বিশ্বাস করণবা
নমন, নত হওয়া	নমনবা
সম্মত হওয়া	সম্মত বেনবা
গণনা করা	গণিনবা, গণন বলনবা
নিশ্চয়-করা	নিশ্চয় করণবা
অনুমান করা	অনুমান করণবা
ক্লান্ত হওয়া	ক্লান্ত-বেনবা
ক্ষমা করা	ক্ষমা করণবা
দেওয়া, দান করা	দেনবা
যাওয়া	যানবা
প্রাণহানি (মারণ) করা	মারণবা, প্রাণহানিকরণবা
নাশ (নষ্ট) হওয়া, মরণ (মৃত) হওয়া	নশিনবা, মরেণবা
হীনকরা	হীনহ বেনবা
উচ্চকরা	উসস্-নবা
আদর করা	আদরে বেনবা
মিশ্রিত (মিশ্র)করা	মিশ্র করণবা
বিরুদ্ধ হওয়া	বিরুদ্ধ বেনবা

বাঙ্গালা	সিংহলী	বাঙ্গালা	সিংহলী
আজ্ঞা করা	আঙ্গা-করণবা	আশা করা	আশা বেনবা
দেখা	দকিনবা	নিশ্চল হওয়া	নিশ্চল বেনবা
গীতি (গান) করা	গিতিকা-করণবা (মনুষ্যের)	ভার-লওয়া	ভার গন্নবা
		বাস-করা	বাসয়-করণবা
নাদ (শব্দ)	নাদ-করণবা (পক্ষীর)	বিস্তারিত (বিস্তর, বিস্তার) করা	বিস্তর করণবা (explain)
কথাকহা	কথা-করণবা		
স্তুতি-করা	স্তুতি-করণবা	পূর্ণকরা	পূর-বেনবা
কল্পনাকরা	কল্পনাকরণবা	আরাধনা-করা (pray), আমন্ত্রণ-করা (invite)	আরাধনা করণবা, আমন্ত্রণয়করণবা (invite)
বান্ধা, বন্ধনকরা	বন্দিনবা		
গমনকরা	গমন-করণবা	সন্ধি (মিলন কিম্বা যোগ) করা	সন্ধি-করণবা * (join)
উৎসাহকরা, চেষ্টা করা	উৎসাহ করণবা (to try)		

* উপর্য্যুক্ত সিংহলী কথা Don M. De Zilva Wickremsinghe (বিক্রম সিংহ) মহাশয়ের "Simhalese Self-taught" পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

নাম-সূচী (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ)

(১)—প্রথম অংশ।

(২)—দ্বিতীয় অংশ।

অ

অক্ষয় বটবৃক্ষ—(১) ৫,

অগস্ত্য—(১) ৬, ১২, ১৩, ৪৫.

অগস্ত্যাশ্রম—(১) ১৭, ২৮, ৩৫,

অঙ্কাই গ্রাম—(১) ১৭,

অঙ্গদ—(১) ২০, ২২-২৪, ২৬, ২৯, ৩৬, ৪৬, (২) ৩০,

অঙ্গদেশ—(১) ২, ২৩, ৪০,

অর্জ্জুন—(১) ১৬, (২) ১৫,

অঞ্জহনাপর্ব্বত—(২) ৬, ১৫,

অঞ্জহনাহল্লী—(২) ৬,

অতিকায়—(১) ২৯

অত্রি—(১) ৩, ৭, ১২, ১৩, ১৫,

অত্রি-আশ্রম—(১) ১৩,

অনন্তশয়নগুড়ি—(২) ২'

অনসূয়া—(১) ৭, ১৩, ৩৫, ৪৫, ৪৭,

অনসূয়া-তীর্থ—(১) ৭,

অন্ধ্র দেশ—(১) ৪১,

অনেগুণ্ডি—(১) ২০, ২২, (২) ১, ২, ৪, ৫, ১০, ১১, ১৫,

অনুরাধপুর—(২) ১৮, ১৯, ২০, ২৩—২৭,

অভয়—(২) ২৫,

অম্বরীষ—(১) ৫০,

অযোধ্যা—(১) ১, ২, ৪-৬' ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭,

অরুন্ধতী—(১) ৪৫, ৪৭,

অবন্তী (১) ২৩, ৪১,

অশোক—(২) ১৮, ২৬,

অশ্বঘোষ—(১) ৫১, (২) ৩৫,

অশ্বপতি—(১) ২, ৪০,

অহল্যাবাই—(১) ১৬,

আ

আজানস্—(২) ২১,

আজানিয়া—(২) ২১,

আনন্দভবন—(১) ৬,

আহম্মদনগর—(২) ১৩,

ই

ইক্ষুমতী—(১) ৪০,

ইন্দ্রজিত—(১) ২৬, ২৯, ৩৮,
ইলম্—(২) ২২,
ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে—(১) ৬,

উ

উজ্জয়িনী—(২) ২০, ২১,
উদয়গিরি—(২) ১৩,
উড়িষ্যা—(১) ২৪,
উৎকল—(১) ৪১,

ঊ

ঊর্ম্মিলা—(১) ৪,

ঋ

ঋষ্যমূক পর্ব্বত (১) ১৮, ১৯, ২১, ৩৪, (২) ৫, ৯,
ঋষ্যশৃঙ্গ—(১) ১, ২, ৪৭,

এ

এলল—(২) ২৬,
এলাহাবাদ—(১) ৬, ৮,
এলু—(২) ২২,

ও

ওজদ্বীপ—(২) ২২,
ওহেন (বাল্মীকিনদী) (১) ৮, ১০,
ওয়ারাঙ্গেল—(২) ১১,
ওয়েলিমদ্—(২) ২৮,

ক

কঙ্কণদেশ—(১) ৪,
কটক—(২) ১৩,
কড্রিংটন সাহেব—(২) ২১,
কর্ণাট—(২) ১৪,
কমলাপুর—(২)-৩, ৬, ৮,
কম্প্লি—(২) ১০,
কলম্বো—(২) ১৮, ২৮,
কলম্বো যাদুঘর—(২) ২০,
কলিঙ্গ—(১) ২৪, ৪১. (২) ২৬.
কল্যাণীগঙ্গা—(২) ২৮.
কাণ্ডি—(২) ১৭, ১৯ ২০, ৩২,
কাতার গাম—(২) ২৪,
কার্ত্তিকেয়—(২) ২৪,
কামদানাথ পর্ব্বত—(২) ৭, ৯, ১১,
কালবেল—(২) ২৩.
কালরাম—(১) ১৬
কারুই—(১) ৭, ৮. ১১,
কালিদাস—(১) ৫১, (২) ৩৫,
কাবেরী - (১) ২৪,
কাশী—(১) ২৩, ৪০,
কিষ্কিন্ধ্যা—(১) ২০, ২৫, ২৮, ৩৪, ৪৯ (২) ১, ১৫,
কীর্ত্তিশ্রী—(২) ২০
কুম্ভকর্ণ—(১) ২৯, (২) ৩২,
কুমারিকা (১) ২৫, ২৭, (২) ২৯,
কুরুদেশ—(১) ২৩.

কুবেণী—(২) ৩০, ৩২.
কুবের—(২) ৩১.
কুশ—(১) ৩৭,
কুশধ্বজ—(১) ৫,
কৃষ্ণদেবরায়—(২) ৭, ১০, ১৩,
কৃষ্ণানদী—(১) ১২, ১৪, ২৪, ৪১, (২) ১, ৩. ৯,
কেকয়প্রদেশ—(১) ১১, ৪০,
কেরল—(১) ২৪. ৪১,
কৈকেয়ী—(১) ১. ২, ৬ ১১, ৪৫, ৪৬,
কোণেশ্বর—(২) ২৮.
কোদণ্ডরামস্বামী—(২) ১৩,
কোশলরাজ্য—(১) ১. ২৩ ৪০.
কৌশল্যা—(১) ১, ২, ৬. ৪৫,
কৌশিকী—(১) ১৩.
ক্রৌঞ্চমিথুন—(১) ৮, ৩৯,
ক্রৌঞ্চারণ্য—(১) ১৮, ২৮, ৪১. (২)

খ

খর—(১) ১৪, ১৬
খড়্গপুর—(১) ২,

গ

গঙ্গা—(১) ৩, ৬, ৭, ৯, ৩৯,
গরুড়—(১) ৪৫,
গলনগর—(২) ২৮,
গয়া—(২) ২৫,
গিরিব্রজ-পুর (১) ১১,
গুণ্টকল—(২) ২,
গুহক—(১) ৬, ১২,
গোদাবরী—(১) ১৩-১৬, ২৪, ৩৫.
গোলকোণ্ডা—(২) ১৩,
গোয়া—(১) ৪

চ

চন্দ্রগিরি—(২) ১৪,
চিত্রকূট—(১) ৬, ৯-১২, ৩৫, ৪১, ৫০, (২) ৩,
চিত্ররথ—(১) ৫, ৭,
চিন্তামণি-আশ্রম (২) ৮,
চিংলেপেট—(২) ১৪.
চুলোদর—(২) ৩০.
চোল—(১) ৪১,
চোলরাজ্য—(২) ২৭.

ছ

ছেউকী জাংসান—(১) ৬,
ছেউকীষ্টেশান—(১) ৭,
ছোটসরযূ—(১) ৮,

জ

জটায়ু—(১) ১৭, ১৮, ২৫, ৪৬, (২) ১১,
জনক—(১) ৪.
জনকপুর—(১) ৩,
জনস্থান অরণ্য—(১) ১৩, (২) ৯,

জরাসন্ধ—(১) ১১
জানকীকুণ্ড—(১) ৩,
জাফ্‌না—(২) ১৮,
জাবালি—(১) ৫,
জালালপুর—(১) ১১,
জাহ্নবী—(২) ৮,
জি, আই, পি, রেলওয়ে—(১) ৭, ১৪, ১৫,

টালাইমানার—(২) ১৮,
টালিকোটা—(২) ১৩,
ট্যাপ্রোবেন—(২) ২২,

ড

ডাম্বুল্লা—(২) ২৪,
ডেভি সাহেব—(২) ২৪,
ডেলগামুয়া—(২) ২০,
ডোনাল্ড অভয় শেখর—(২) ২১, ২৮

ত

তমসানদী (টম্‌স্‌)—(১) ৮, ৯. ৩৯
তলবার ঘট্ট—(২) ৩,৬,
তাম্রপর্ণী—(১)২৪, (২) ২২,
তাম্রপন্নি—(২) ২৪,
তারকাসুর—(১) ২৪, (২) ৩৪,
তারা—(১) ২২, ২৩, ৪৫,
তালাইমানার—(২) ৩০,
তাড়কারক্ষসী—(১) ৩, (২) ১১,
তিনেভেলিজেলা—(১)—১৭, ৩৪,
তিস্‌স—(২) ২১,
তুঙ্গভদ্রা—(১) ১৯, ২০, ২২ (২) ১, ৩-৬, ৮-১০,
তুঙ্গা—(১) ১৯, (২) ৩,
ত্রিকূট—(১) ২৫, (২) ২৯,
ত্রিঙ্কোমালি—(২) ২৮,
ত্রিম্বক অঞ্জনেরি পর্ব্বত—(১) ১৬,
ত্রিশিরা—(১) ১৪, ১৬,

থ

থূপরাম ডাগোব—(২) ১৮, ২৫,

দ

দণ্ডকারণ্য—(১) ৭, ১২, ১৩, ২৮, ৪১, (২) ৯,
দন্তডাগোব—(২) ১৯,
দন্তমন্দির—(২) ২০,
দশরথ—(১) ১, ২, ৪, ৫, ১১, ১২, ৩৮, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৯,
দশার্ণ—(১) ২৪, ৪১,
দূতগামনী—(২) ১৮, ২৬,
দূষণ—(১) ১৪, ১৬,
দেবানামদিয়তিস্স—(২) ১৮, ২৫,
দেবুরুণ ওয়েলা বিহার—(২) ২৮,

ধ

ধর্ম্মপাল—(১) ৫,

নকুল—(১) ১৬,
নন্দীগ্রাম—(১) ৩৫,
নর্ম্মদা—(১) ২৪,
নল—(১) ২০,
নাগলাপুর—(২) ১৩,
নারদ—(১) ৪০,
নাসিক—(১) ১৪-১৭, ৩৫, (২) ৩,
নাসিকরোড ষ্টেশন—(১) ১৪,
নিম্বাপুর—(২) ৮,
নীল—(১) ২০, ২৬,
নুয়ারএলিয়া—(২) ২০, ২৮, ২৯,
নুয়ারাবেরা—(২) ১৮,
নেভিল সাহেব—(২) ২৪,

প

পক-প্রণালী—(২) ১৭,
পঞ্চবটী—(১) ১৩-১৬, ১৭, ২৮,
পঞ্চাপসরসরোবর—(১) ১৩,
পর্ত্তুগাল—(২) ১৮,
প্রথম পরাক্রমবাহু—(২) ১৯, ২২,
প্রথম বিজয়বাহু—(২) ২৬,
পনাশগ্রাম—(১) ৮,
পনৌড়া—(১) ৩,
পম্পাসরোবর—(১) ১৮, ১৯, ২৮, ৩৫, ৪১, (২) ৫, ৬, ৯, ১৫,
পরশুরাম—(১) ৪, ৫,
পলনারুয়া—(২) ২৪,
পশ্চিমঘাট—(২) ১,
পার্কার সাহেব—(২) ২৩, ২৪, ৩০,
পাঞ্জাব—(১) ১১,
পাটনা—(২) ৩৫,
পাণ্ড্য—(১) ৪১,
পাণিনি—(২) ৩৪,
পাণ্ডুলেনা (পাণ্ডবলেনী) (পাণ্ডবলেনা) (১) ১৬,
পাণ্ডুকভয়—(২) ২৫
পাণ্ডুবাস—(২) ২১, ২৫,
পাপনাশম্‌গ্রাম—(১) ১৭,
পালইসিমুদ্র—(২) ২২,
পিহিটি—(২) ২৬,
পুণ্ড্র—(১) ২৩,
পুণা—(২) ১,
পেগুপ্রদেশ—(২) ২৭,
পেনুকণ্ডা—(২) ১৪,
পেরেডেনিয়া—(২) ১৯,
পেস্—(২) ৪,
পৈষুর্ণী (পয়স্বিনী)—(১) ৭, ৯, ১০, (২) ৩,
পোলোনারুয়া—(২) ১৯, ২৬, ২৭,
প্রয়াগ—(১) ৬, ১২,
প্রস্থল—(১) ২৩,

ফ

ফৈজাবাদ—(১)-১,
ফরাক্কাবাদ—(১) ৪, ৪৫,

বঙ্গোপসাগর—(২) ১,
বরদ্বীপ—(২) ২২,
বরাহমিহির—(২) ২০,
বল্লভপুর—(২) ১২,
বলাহস্‌সজাতক—(২) ২৩, ৩২,
বাগ্রেহি—(১), ৭, ৮, ৯, ১০,
বাঘেলখণ্ড—(১) ৮,
বাণভট্ট—(২) ৩৫,
বান্দাজেলা—(১) ১১,
বাবর—(১) ১,
বামদেব—(১) ১১,
বালিয়া—(১) ৮,
বাহাউদ্দিন—(২) ১১,
ব্যাস—(১) ৩১,
বিউনাভিষ্টা—(২) ২৮,
বিজয়নগর—(১) ৪, (২) ১, ৪, ৭, ৮, ১১-১৫,
বিজয়বাহু—(২) ২৭
বিজয়সিংহ—(২) ২৩, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৪,
বিজাপুর—(১) ৪, ১৩,
বিজিতপুর—(২) ২৫,
বিটলস্বামীগুড়ি—(২) ৬, ১২,
বিদর্ভ—(১) ২৪, ৪১,
বিদার—(২) ১৩,
বিদুরুপুল্ল—(২) ২৮,
বিণ্টারনিট্‌স্—(১) ৫১
বিমলধর্ম্মসূর্য্য প্রথম—(২) ২০ ২৭,
বিরাধ—(১) ৭, ১৩,
বিরূপাক্ষ—(১) ৩৭, (২) ৩, ৮, ১০,
বিশল্যকরণী—(১) ৩০
বিশ্রবা—(২) ৩১,
বিশালানগরী—(১) ৩,
বেদবতী—(১) ৪৭,
বেদ্দা—(২) ২৩,
বেলারী—(১) ৩৪, (২) ২,
বুক্কা—(২) ১১, ১২,
বুদ্ধ—(১) ৮, ৩৭, (২) ১৯, ২০, ২৫ ২৬,
বুদ্ধগয়া—(২) ১৮, ৩০,
বৃহৎবাসস্—(২) ২৯,
বোম্বাই—(২) ১, ১৩,
বৌদ্ধবিহার—(২) ২০

ভ

ভদ্রা—(১) ১৯, (২) ৩,
ভবভূতি—(২) ৩৫,
ভরত—(১) ২, ৪, ৬, ১০-১২, ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫০
ভরদ্বাজ—(১) ৩, ১২, ৩৫, ৪৭, ৪৮,
ভরদ্বাজাশ্রম—(১) ৬,
ভাগিরথী—(১) ৮, ২৩,
ভারতবর্ষ—(২) ১৭, ১৮, ২৪,
ভাস—(১) ৫২

ভাস্করাচার্য্য—(২) ২০,
ভীম—(১) ১৬,

ম

মগধ—(১) ২৩, ৪০, (২) ৩৫,
মঙ্গবান—(১) ১৭,
মতঙ্গঋষি—(১) ১৮, ১৯, ২১, (২) ৫, ৯,
মতঙ্গ পর্ব্বত—(১) ৪, (২) ৯, ১৫,
মতঙ্গবন—(১) ১৯, (২) ৫, ৯,
মতঙ্গাশ্রম—(১) ১৮,
মতিলাল নেহেরু—(১) ৬,
মদ্রক দেশ—(১) ২৩,
মধ্যভারত—(১) ৮,
মন্দদ্বীপ—(২) ২২
মন্দাকিনী—(১) ৭, ৯, ১০, ১২,
মন্দোদরী—(১) ৩২, ৪৫, (২) ২৯
মলয় পর্ব্বত—(১) ১৯, ২৪, (২) ৫, ৯, ২৯,
মহম্মদ তোগলক—(২) ১১,
মহাদেব—(১) ১৬,
মহাবলী গঙ্গা—(২) ১৭,
মহাপার্শ্ব—(১) ৩৭,
মহাভারত—(১) ১, (২) ২২,
মহিষক—(১) ৪০,
মহীন্দ—(২) ২৫, ৩৪,
মহীশূর—(২) ২, ১৩,
মহেন্দ্রগিরি—(১) ৪, ২৫, ২৬, ২৮, (২) ২৯,
মহোদর—(১) ৩৭, (২) ৩০,
মাণ্ডবী—(১) ৪,
মাণিকপুর—(১) ৭,
মাতলে—(২) ১৭,
মাদুরা—(১) ৩৪
মাধব বিদ্যারণ্য—(২) ১১,
মাদ্রাজ—(১) ১৯, ৩৪, (২) ১,
মানার উপসাগর—(২) ১৭
মানার দ্বীপ—(২) ১৭, ৩০,
মারীচ—(১) ৩, ১৪,
মালব—(১) ২৩
মাল্যবন্তগিরি—(২) ৭, ১৫,
মাল্যবান্‌গিরি—(১) ২৮, (২) ৮,
মায়ারাট্র—(২) ২৬,
মিথিলা—(১) ৪, ৪০,
মিহিনতল—(২) ২৮,
মীনাক্ষী—(২) ৮,
মুঙ্গের (মুদ্গাগিরি)—(১) ২,
মেকলদেশ—(১) ২৪, ৪১,
মৈনাকপর্ব্বত—(১) ২৫,
মৈহার—(১) ৮,
মোজাফারপুর—(১) ৩,

য

যমুনানদী—(১) ৬, ১০, ২৩, ৩৫,
যবদ্বীপ—(১) ২৩,
যুধিষ্ঠির—(১) ১৬,

র

রঙ্গস্বামী—(২) ১০
রত্নাকর—(১) ৩৯,
রহুন—(২) ২৬,
রাইস সাহেব—(২) ১৫
রাজগৃহ (রাজগী)—(১) ১১, ৪০
রাজপুতানা—(১) ২৩,
রাজমহেন্দ্রীনগর—(২) ১৩,
রাবণ—(১) ৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৫-৩৪, ৩৬-৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৬-৪৮, ৫০, (২) ১১ ২১, ২৮ ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪,
রাম—(১) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ ১০, ১২-২৩, ২৬-৩৪, ৪২, ৪৫-৪৯, (২) ৫, ৯-১১, ২১, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,
রামকোট—(১) ১,
রামচৌরা—(১) ৬,
রামনাদ—(২) ২৬,
রামশয্য পর্ব্বত—(১) ১৫
রামায়ণ—(১) ১, ৮, ১০, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৫০ ৫২, (২) ৭, ১১, ২৭, ২৮, ৩০,
রামেশ্বর—(১) ২৬, (২) ৮, ১৭, ৩০
রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) ৫
রায়চর—(২) ১, ৩, ১৩
রায়বেরিলি—(১) ৬
রুমা—(১) ১৯, ২১
রুয়ানবেলি ডাগোব—(২) ১৮, ২৬,
রেওয়ারাজ—(১) ৮
রেভারেণ্ড থিওডোর পেরেরা—(২) ২৯,
রোমপাদ বা লোমপাদ—(১) ২, ৪০

ল

লক্ষ্মণ—(১) ১,-৩, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩-১৯, ২১-২৩, ২৮-৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৬, ৪৮, (২) ৫, ৩০
লক্ষ্মীদেবী—(২) ১১,
লড্ হার্ট সাহেব—(২) ৫, ৮, ৯, ১০, ১৪,
লঙ্কা—(১) ২৫, ২৭, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫০, (২) ২১, ২৫, ২৭, ৩০, ৩৪,
লব—(১) ৩৭,
লালাপুর পর্ব্বত—(১) ৭, ৯, ১০,
লালাপুর মহারাণী (দেবী)—(১) ৮,
লাঢ় প্রদেশ—(২) ২৪,
লিচ্ছবী—(১) ৩, ৮,

ব

বশিষ্ঠ—(১) ৫, ১১, ৩৫,
বালী—(১) ২০-২২, ৩৮, ৪৭, (২) ২, ৫, ৬. ৮, ৯, ১৫,
বাল্মীকি—(১) ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ২০, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৭, (২) ২৪, ২৯,
বাল্মীকি-আশ্রম—(১) ৯,

বিন্ধ্যপর্ব্বত—(১) ২৪,
বিন্ধ্যাচল—(১) ২৫,
বিভীষণ—(১) ২৭-৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৬, ৫০, (২) ২২, ৩০, ২১,
বিশ্বামিত্র—(১) ২, ৩, ৪৭, ৫০,
বিষ্ণু—(১) ৫,

শ

শঙ্করাচার্য্য—(২) ১২,
শঙ্খাগল—(২) ২৮,
শঙ্খজাতক—(২) ২৩'
শতবল—(১) ২৩,
শত্রুঘ্ন—(১) ৪, ১১, ৩৫, ৩৬, ৪৮,
শরভঙ্গ ঋষি—(১) ৩, ১১-১৩, ৩৫,
শরভঙ্গনদী—(১) ১১,
শান্তা—(১) ৪৭,
শাহাবাদ—(১) ৩,
শিঙ্গুর—(২) ২৪,
শূণঃসেন—(১) ৫০,
শূরসেন—(১) ২৩,
শূর্পণখা—(১) ১৪-১৬,
শৃঙ্গবেরপুর (শিঙ্রাওর)—(১) ৬, ১২,
শৃঙ্গিরীখ—(১) ২,
শৃঙ্গেরীমঠ—(২) ১২
শোণনদ—(১) ৩, ২৩,
শ্রীমেঘবর্ণ—(২) ২৬,
শ্রীবিক্রমরাজসিংহ—(২) ১৯, ২১,
শ্রুতকীর্ত্তি—(১) ৪,

স

সঙ্গম—(২) ১২
সঙ্ঘমিত্তা—(২) ১৮, ২৫, ৩৪
সঞ্জীবকরণী—(১) ৩০
সদাশিব—(২) ১৩
সম্পাতি—(১) ১৭, ১৮, ২৫, ৪৬,
সরমা—(১) ৩৩,
সরযূ—(১) ১,
সর্দ্দার-রঙ্গরাও ওঢেকর—(১) ১৪.
সমন্তকূট—(২) ২০,
সল্সেট—(২) ১৩,
সহদেব—(১) ১৬, (২) ২২,
সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (১) ২৬,
সাবর্ণ্য-করণী—(১) ৩০,
সাংকাশ্যরাজ্য—(১) ৪, ৪০,
সিউলসাহেব—(২) ১৪,
সিগিরিয়া—(২) ২০,
সিন্ধুদেশ—(১) ৪০,
সিলোন টাইমস্—(২) ২৮,
সিংহল—(২) ২, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৩,
সীতা—(১) ১-৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩-১৫, ১৭-১৯, ২১ ২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩২-৩৭, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫০, (২) ১০, ২৮,
সীতাএল—(২) ২৯,
সীতাকুণ্ড—(২) ২৯,
স্কন্দ—(২) ২৪,

সীতাগুম্ফা—(১) ১৫, ১৬,
সীতাতলাও (২) ২৯,
সীতাপুর—(১০) ৯-১১,
সীতাবকগঙ্গা—(২) ২৮,
সীতাবাদ—(২) ২৯,
সীতামাঢ়ী—(১) ৩,
সীতারঘুই (১)-১.
সীরধ্বজ জনক—(১) ৪,
সেতুবন্ধ—(১) ৩৪, (২), ২০, ৩০,
সেণ্ট নিহাল সিংহ—(২) ২৮,
সেরেঙ্গিব—(২) ২২,
সুগ্রীব—(১) ১৮-২৪, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৬, ৪৩, ৪৬, ৪৮, (২) ২, ১০, ১৫,
সুতীক্ষ্ণ—(১) ৩, ১২, ১৩, ২৭, ২৮
সুন্দরেশ্বর—(২) ৮,
সুমন্ত্র—(১) ৫, ৬, ৪৬,
সুমিত্ত—(২) ২৫,
সুমিত্রা—(১)-১, ২, ৪৭,
সুবষা—(১) ২৫,
সুরাট—(১) ৪,
সুরাষ্ট্র—(১) ৫,
সুষেণ—(১) ২০, ২৩, ৩০,
সৌরাষ্ট্র—(১) ২৩, ৪০,

হ

হকগণ—(২) ২৮,
হনগল—(২) ১৬,
হনুমান্—(১) ২০, ২১, ২৩, ৩৪, ২৫ ২৬, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৬, (২) ৫, ৬, ১১, ২৮, ২৯,
হনুমান্-হল্লী—(২) ৬,
হম্পাসাগরম—(১) ৩৪,
হম্পি—(২) ১, ৩, ৪, ৯, ১০, ১৪,
হললুগ্রাম—(২) ২,
হল্যাণ্ড—(২) ১৮,
হস্পেট—(১) ১৯, ২২, (২) ১-৪, ৮, ১০, ১২, ১৩,
হাজারা রাম মন্দির—(২) ১২,
হাজারারামস্বামী—(২) ১০,
হায়দ্রাবাদ—(১) ২০,
হিমালয়—(২) ২৮,
হুব্বা—(২) ১১, ১২,
হেলু—(২) ১২,
হোমার—(১) ৩১,
হোসাপত্তন—(২) ১৩,